(১) পুরু-বিক্রম নাটক।

(২) মালতী-মাধব

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

---

২৮ শ্রাবণ, ১৩০৭ সাল।

মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা।

পাত্রগণ।

সেকন্দরশা ... গ্রীশদেশীয় সম্রাট।

পুরুরাজ, তক্ষশীল ... পাঞ্জাবদেশীয় দুই নরপতি।

এফেষ্টিয়ন ... সেকন্দরশার সেনাপতি।

সেকন্দরশার প্রহরী ও সৈন্যগণ।

পুরুর প্রহরী ও সৈন্যগণ।

তক্ষশীলের রক্ষকগণ।

একজন গুপ্তচর।

চারিজন ক্ষুদ্র রাজকুমার।

ঐলবিলা ... কুলুপর্ব্বতের রাণী।

অম্বালিকা ... তক্ষশীলের ভগিনী।

সুহাসিনী, সুশোভনা ... ঐলবিলার সখীদ্বয়।

একজন উদাসিনী গায়িকা।

পুরু-বিক্রম নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুলু পর্ব্বত প্রদেশ।

রাণী ঐলবিলার প্রাসাদের সম্মুখীন উদ্যান।

চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বত দৃশ্য।

সুশোভনা। রাজকুমারি! এই যে সে দিন আপনি সেখানে গেলেন, আবার এর মধ্যেই যাবেন?

ঐলবিলা। সে দিন গিয়ে আমি পঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত রাজকুমার-গণকে যবনদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়ে এসেছি। তাঁরা সকলেই বিতস্তা নদীর কূলে শিবির সন্নিবেশিত করে, একত্র সম্মিলিত হবেন, আমার নিকট অঙ্গীকার করেছেন। আমিও আজ সসৈন্যে সেখানে গিয়ে তাঁদের সহিত মিলিত হব। সখি! যতদিন না যবনেরা আমাদের

প্রিয় জন্মভূমি হতে একেবারে দূরীভূত হচ্ছে, ততদিন আমার আর আরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

সুহাসিনী। রাজকুমারি! আমাদের দেশীয় রাজাদের মধ্যে কি কিছুমাত্র ঐক্য আছে, যে আপনি তাঁদের একত্র সম্মিলিত করবার জন্য চেষ্টা কচ্চেন? তবে যদি আপনার কথায় তাঁরা সকলে একত্রিত হন, তা বল্‌তে পারিনে। কেন না তাঁরা নাকি সকলেই আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষী;—বোধ হয়, আপনার কথা কেহই অবহেলা কর্‌তে পারবেন না।

ঐলবিলা। আমি তাঁদের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে রাজকুমার যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ কর্‌বেন, আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।

সুশোভনা। এরূপ প্রতিজ্ঞা করা আপনার কিন্তু ভাল হয়নি। আমি জানি আপনি পুরুরাজকে আন্তরিক ভাল বাসেন, পুরুরাজও আপনাকে ভাল বাসেন; কিন্তু যদি কোন রাজকুমার যুদ্ধে পুরুরাজ অপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করেন, তা হলে কি হবে? তা হলে আপনি তাঁকে ভাল বাসুন বা না বাসুন, তার পাণিগ্রহণ ত আপনার কত্তেই হবে।

ঐলবিলা। আমি এ বেশ জানি যে, কোন রাজকুমার পুরুরাজকে বীরত্বে অতিক্রম কত্তে পারবেন না। তাঁর মত বীরপুরুষ ভারত-ভূমিতে আর দ্বিতীয় নাই। আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেছি, তাতে আমার আন্তরিক প্রেমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবে না, অথচ এতে সমস্ত রাজ-

কুমারগণ উৎসাহিত হয়ে, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য একত্রিত হবেন। সকল রাজকুমার একত্রিত না হলেও আবার আলেকজ্যাণ্ডারের অসংখ্য সেনার উপর জয় লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

সুশোভনা। (সুহাসিনীর প্রতি) যদি এরূপ হয় ভাই তা হলে আমাদের রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞাতে কোন দোষ হচ্চে না।

সুহাসিনী। (হাস্য করত) ও ভাই বুঝেছি, আমাদের রাজকুমারী এক বাণে দুই পাখি মাব্‌তে চান। আপনার আন্তরিক প্রেমের ব্যাঘাত হবে না, অথচ দেশকে উদ্ধাব কত্তে হবে।

ঐলবিলা। আজ ভাই আমার হাসি খুসি ভাল লাগ্‌চে না, তোমাদেব সব ছেড়ে যেতে হচ্চে। না জানি, আবার কবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

সুহাসিনী। ও কথা আপনি মুখে বলচেন। পুরুবাজকে পেলে আপনার কি তখন আমাদের মনে থাকবে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহাবাণীব জয় হউক! এক জন গায়িকা দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, সে আপনাব সহিত সাক্ষাৎ কত্তে ইচ্ছা করে।

ঐলবিলা। আমাব আর অধিক সময় নাই। আচ্ছা তাকে একবাব আস্‌তে বল।

গায়িকার প্রবেশ।

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি শুনেছি, স্বদেশের প্রতি আপ-

নার অত্যন্ত অনুরাগ। আমাদের দেশের এক জন প্রসিদ্ধ কবি ভারত-ভূমির জয় কীর্ত্তন করে যে একটী নূতন গান রচনা করেছেন, সেই গানটী আপনাকে শোনাতে ইচ্ছা করি। শুন্‌ছি, আপনি নাকি এখনি যবনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা কর্‌বেন মাতৃ-ভূমির জয়-কীর্ত্তন শ্রবণ করে যদি আপনি যাত্রা কবেন, তা হলে আপনার যাত্রা শুভ হবে। যাতে যবনগণেব উপর জয় লাভ হয়, এই আমার একমাত্র ইচ্ছা, আমি অন্য কোন পুরস্কার লাভের ইচ্ছা করি না।

ঐলবিলা। (স্বগত) আমি একে একজন সামান্য ভিখারিণী বলে মনে করেছিলেম; কিন্তু এর কি উচ্চভাব! স্বদেশের প্রতি এর কি নিঃস্বার্থ অনুরাগ! (প্রকাশ্যে) গাও দেখি—তোমার গানটী শুন্‌তে আমার বড়ই ইচ্ছা হচ্চে।

গায়িকা। (উৎসাহের সহিত।—)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান,
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি, রত্নের নিদান।

হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়,

রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা,
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ ?
আর যত মহাবীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
আর্ত্ত বন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

ঐলবিলা। তোমার এ গান শুন্‌লে, কোন্ হৃদয়ে না দেশানুরাগ প্রজ্বলিত হয়? কে না দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে? ধন্য সেই কবি, যিনি এ গানটী রচনা করেছেন। তুমি কি সকল জায়গায় এই রকম গান গেয়ে গেয়েই বেড়াও? তোমার কি বাপ মা আছে? তোমার তো বয়স খুব অল্প দেখ্‌ছি, তোমার কি বিবাহ হয়নি? তুমি এত অল্প বয়সে উদাসিনীর বেশ কেন ধারণ করেছ বল দেখি?

গায়িকা। রাজকুমারি! আমার বাপ মা কেহই নাই, আমার শুদ্ধ পাঁচ ভাই আছেন, তাঁরা আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন। আমার বিবাহ হয়নি এবং আমি বিবাহ করবও না। প্রেম?—প্রেম মানুষের মধ্যে নেই। প্রেম?—প্রেম পৃথিবীতে নেই।

ঐলবিলা। সে কি? প্রেমের উপর তোমার যে এত বিরাগ?

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি একজনকে প্রাণের সহিত ভাল

বাস্‌তেম, কিন্তু সে নির্দ্দয় হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে। সেই অবধি আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি, মানুষকে আর আমি ভাল বাস্‌বো না। সেই অবধি আমি স্বদেশকে পতিত্বে বরণ করেছি; আমি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। আমি দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি। আমার আর কোন কাজ নাই, আমি এই গানটী সকল জায়গায় গেয়ে গেয়ে বেড়াই; এই আমার একমাত্র ব্রত হয়েছে। আমার যে পাঁচ ভাই আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই এই গানটী আমি শিখিয়ে দিয়েছি ও তাঁদের আমি বলে দিয়েছি, যে এই গানটী গেয়ে যেন তাঁরা সকল সৈন্যগণের মধ্যে দেশানু-রাগ প্রজ্বলিত করে দেন।

ঐলবিলা। আমরা যে স্ত্রীলোক, আমাদেরই মন যখন এই গানে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তখন যে বীরপুরুষগণের মন উত্তেজিত হবে, তার আর কোন সন্দেহ নাই। যাও, তুমি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গিয়ে এই গানটী গাওগে। যতদিন না হিমালয় হতে কন্যাকুমারি পর্য্যন্ত সমস্ত ভারত-ভূমি এক উৎসাহানলে প্রজ্বলিত হয়, ততদিন তোমার কার্য্য শেষ হল, এরূপ মনে ক'র না; ভগবান্ করুন, যেন তোমার এই মহৎ সংকল্পটী সুসিদ্ধ হয়।

গায়িকা। রাজকুমারি! এই কার্য্যে আমি প্রাণ সমর্পণ করেছি, ভগবান্ অবশ্যই আমার সংকল্প সিদ্ধ করবেন। সেই শুভদিনের অভ্যু-দয় আমি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা কচ্চি।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাণীর জয় হউক। আপনার শ্বেত হস্তী প্রস্তুত, সৈন্যগণ সকলেই সজ্জিত হয়েছে।

ঐলবিলা। (রক্ষকের প্রতি) আচ্ছা তোমরা সকলে প্রস্তুত থাক, আমি যাচ্চি।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি তবে বিদায় হলেম, হয়তো যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দেখা হবে।

(গায়িকার প্রস্থান।)

ঐলবিলা। (সখিগণের প্রতি) আবার ভাই তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে বল্‌তে পারিনে। যদি বেঁচে থাকি তো আবার দেখা হবে।

স্থশোভনা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) রাজকুমারি! ও অলক্ষণে কথা মুখে আন্‌বেন না। এখন বলুন দেখি, আমরা কোন্ প্রাণে আপ-নাকে বিদায় দি। আপনি গেলে সব অন্ধকার হয়ে যাবে।

সুহাসিনী। আপনি কেন যাচ্চেন? আপনার এত সৈন্য আছে, সেনাপতি আছে, তাদের আপনি পাঠিয়ে দিন না কেন? স্ত্রীলোক হয়ে আপনি কি করে যুদ্ধে যেতে সাহস কচ্চেন?

ঐলবিলা। আমি স্ত্রীলোক বটে; কিন্তু দেখ সখি! বিধাতা এই ক্ষুদ্র প্রদেশটীর রক্ষণের ভার আমার হাতে সমর্পণ করেছেন। আমার

উপরে প্রজাগণের, সুখস্বচ্ছন্দতা স্বাধীনতা, সমস্ত নির্ভর কচ্ছে। দেশে এমন বিপদ উপস্থিত, আমি কি এখন এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি? আমি যদি আমার সৈন্যগণের মধ্যে না থাকি, তা হলে কে তাদের উৎসাহ দেবে? আমি যদি এখন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকি, আর দেশটী স্বাধীনতা হতে বিচ্যুত হয়, তা হলে সকলে বল্‌বে, একজন স্ত্রীলোকের হাতে রাজ্যভার থাকাতে দেশটী এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হল। তোমরা কেঁদ না। ভগবান যদি করেন, তো শীঘ্রই আবার তোমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হব।

রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাণীর জয় হউক! এখনও জ্যোৎস্না আছে, এই বেলা এখান হতে না যাত্রা কর্‌লে বিতস্তা নদীর তীরে আজকের রাত্রের মধ্যে পৌছন বড় কঠিন হবে।

ঐলবিলা। আর আমি বিলম্ব কর্‌তে পারিনে। তোমাদের নিকট আমি এই শেষ বিদায় নিলেম।

(সখিদ্বয়কে চুম্বন করত প্রস্থান।)

সুশো·সুহা। রাজকুমারি! তবে সত্য সত্যই কি আমাদের ফেলে চল্লেন?

(কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিতস্তা নদীর কূলে সন্নিবেশিত রাজা তক্ষশীলের

শিবিরের মধ্যস্থিত একটী ঘর।

(রাজা তক্ষশীল ও রাজকুমারী অম্বালিকার প্রবেশ)

অম্বালিকা। কি!—মহারাজ! দেবতারা যাঁর সহায়, সমস্ত সসাগরা পৃথিবী যাঁর অধীনতা স্বীকার করেছে, সমস্ত নরপতি যাঁর পদানত হয়েছে, সেই প্রবলপ্রতাপ সম্রাট সেকন্দর সার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে আপনি সাহস কচ্চেন? না মহারাজ! আপনি এখনও তবে তাঁকে চেনেন নি। দেখুন, তাঁর বাহুবলে কত কত রাজ্য ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, কত কত দেশ ছারখার হয়েছে, কত কত রাজা বিনষ্ট হয়েছে;—এই সকল দেখে শুনে মহারাজ! কেন নিরর্থক বিপদকে আহ্বান কচ্চেন?

তক্ষশীল। তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি নীচ ভয়ের বশবর্ত্তী হয়ে সেকন্দর সার পদতলে অবনত হব? আমি কি স্বহস্তে ভারতবাসীদিগের জন্য অধীনতা-শৃঙ্খল নির্ম্মাণ করব? যে সকল রাজকুমার মাতৃভূমি রক্ষণের জন্য সম্মিলিত হয়েছেন, যাঁদের এই একমাত্র প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে, হয় তাঁরা তাঁদের রাজ্য রক্ষা করবেন, নয় রণভূমে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন, সেই সকল রাজকুমারগণকে ও বিশেষতঃ মহারাজ পুরুকে কি আমি এখন পরিত্যাগ করব? তা কখনই হতে পারে না।

অম্বালিকে তুমি বল কি? সেই সকল রাজকুমারদের মধ্যে তুমি এমন একজনকে দেখাও দিকি, যিনি সেকন্দর শার নাম মাত্র শুনেই একেবারে কম্পমান হয়েছেন? তাঁর নামে ভীত হওয়া দূরে থাক্, তিনি যদি এখন আপন সিংহাসনেও উপবিষ্ট থাকেন, সেখান পর্য্যন্ত তাঁকে আক্রমণ করতে তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন। তবে কি শুদ্ধ রাজা তক্ষশীল, কাপুরুষের ন্যায় তাঁর পদতল লেহন করবেন?

অম্বালিকা। মহারাজ! সেকন্দর সা যখন আমাদের প্রাসাদ হতে আমাকে বন্দী করে তাঁর শিবিরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর যেরূপ সৈন্যবল আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তাতে আমার বেশ বোধ হয় আপনারা কখনই তাঁর উপর জয়লাভ কর্‌তে পারবেন না। তিনি তো আর কোন রাজার বন্ধুতা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি কেবল আপনার সঙ্গেই বন্ধুতা কর্‌তে ইচ্ছা কচ্চেন। তাঁর বজ্র উদ্যত হয়ে রয়েছে আর একটু পরেই নিপতিত হয়ে ভারতভূমিকে বিদীর্ণ করবে। এখন তাঁর এই ইচ্ছা যেন ঐ বজ্র আপনার মস্তকের একটী চুলকেও না স্পর্শ করে।

তক্ষশীল। এত রাজা থাক্‌তে আমার উপরেই যে তাঁর এত অনুগ্রহ? তিনি কি বেচে বেচে আমাকেই তাঁর এই নীচ অযথা অনুগ্রহের পাত্র বলে মনে করেচেন? মহারাজ পুরুর সহিত কি তিনি সখ্যতা স্থাপন কর্‌তে পারেন না? হাঁ! তিনি এ বেশ জানেন, যে মহারাজ পুরু এরূপ নীচ নন, যে তাঁর এই লজ্জাকর গর্হিত প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাতও করবেন। বুঝেছি তিনি এরূপ একটী কাপুরুষ চান,

যে নির্ব্বিবাদে তাঁর অধীনতা স্বীকার করবে; আর আমাকেই সেই কাপুরুষ বলে তিনি স্থির করেছেন।

অম্বালিকা। ও কথা বলবেন না; আপনাকে তিনি কাপুরুষ বলে ঠাওরান নি। বরং তাঁর সকল শত্রুগণের মধ্যে আপনাকে অধিক সাহসী বীর পুরুষ মনে ক'রে আপনারই সঙ্গে আগে বন্ধুতা করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন। তিনি এই মনে করেছেন, যে যদি আপনি এই যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ না করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে আর সকলের উপর জয়লাভ করতে সমর্থ হবেন। এ সত্য বটে, তিনি সমস্ত পৃথিবীকে পদানত করবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা কচ্চেন কিন্তু এও তেমনি সত্য যে তিনি যাকে একবার বন্ধুবলে স্বীকার করেন, তার প্রতি তিনি কখন দাসবৎ আচরণ করেন না। তাঁর সহিত সখ্যতা করলে কি মহারাজ! মর্য্যাদার হানি হয়? তা বোধ হয় আপনি কখনই মনে করেন না। তা যদি মনে করেন, তা হলে আমাকে এতদিন কেন নিবারণ করেন নি? দেখুন, সেকেন্দর সা আমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন এখানে গোপনে দূত প্রেরণ কচ্চেন। আপনি তা জান্‌তে পেরেও আমাকে নিবারণ করেন নি, বরং তাতে আপনি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

তক্ষশীল। অম্বালিকা! তবে এখন তোমাকে আমার মনের কথা প্রকাশ করে বলি। তুমি যে অবধি সেকেন্দর সার ওখান থেকে পালিয়ে এসেছ, সেই অবধি যে তিনি তোমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন এখানে দূত প্রেরণ কচ্চেন, প্রেমলিপি তোমার নিকট প্রতি-

দিন গুপ্তভাবে পাঠিয়েছেন, তা আমি সব জানি। এ সমস্ত জেনেও যে আমি তোমাকে নিবারণ করিনি, তার একটী কারণ আছে। আমি এ বেশ জানি যে, প্রেম বীর্য্যবান্ ব্যক্তিকেও নির্ব্বীর্য্য করে ফেলে এবং যে বীরপুরুষ সসাগরা পৃথিবীকে জয় কত্তে পারেন, তিনিও প্রেমের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। আমার এই ইচ্ছা যে, তুমি প্রেমের সুখকর সঙ্গীতে সেকেন্দর সাকে নিদ্রিত করে রাখ;—আমরা এ দিক থেকে তাঁকে হঠাৎ গিয়ে আক্রমণ করি। কিন্তু ভগিনি সাবধান! যেন ঐ যবনরাজের মন হরণ করতে গিয়ে, উল্টে যেন তোমার নিজের মন অপহৃত না হয়।

অম্বালিকা। (স্বগত) হায়! আমার মন অপহৃত হতে কি এখনও বাকি আছে? (প্রকাশ্যে) মহারাজ! আমার কথা শুনুন, কেন বলুন দেখি, এ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্চেন? পৃথ্বী-বিজয়ী সেকেন্দরসার সঙ্গে যুদ্ধ করে আপনি জয়লাভ করতে পারবেন, এইটী কি আপনার সত্যই বিশ্বাস হয়? আপনার প্রাসাদ হতে যখন সেকেন্দর সা আমাকে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন আপনার সৈন্যগণ কি আমাকে রক্ষা কত্তে পেরেছিল?

তক্ষশীল। ভগ্নি! তোমার নিকট আর আমি কিছু গোপন করব না। কল্লুপর্ব্বতের রাণী ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আমি এই দুঃসাহসিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমাকে বলতে কি, মহাবীর সেকন্দর সাকে যে আমরা যুদ্ধে পরাস্ত কত্তে পারব, তা আমার বড় বিশ্বাস হয় না কিন্তু রাণী ঐলবিলার প্রতিজ্ঞা শুনে অবধি আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র

ধারণ করেছি। তিনি আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যে রাজকুমার মাতৃভূমি রক্ষার্থে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন, তিনিই তাঁর পাণিগ্রহণ করবেন। এখন বল দেখি, অম্বালিকে! কি করে আমি রাজকুমারী ঐলবিলার প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেকন্দর সার সঙ্গে সন্ধি করি?

অম্বালিকা। এইমাত্র আপনি আমাকে বলছিলেন যে, প্রেম বীর্য্যবান্ ব্যক্তিকে নির্ব্বীর্য্য করে ফেলে, কিন্তু দেখুন, মহারাজ! প্রেম বীর্য্যবান ব্যক্তিকে নির্ব্বীর্য্য করে,—না নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তি বরং প্রেমের বলে আরও বীর্য্যবান্ হয়? তার সাক্ষী দেখুন, রাজকুমারী ঐলবিলা একমাত্র প্রেমের বলে এই সমস্ত রাজকুমারগণকে একত্রিত করেছেন।

তক্ষশীল। সত্য বলেছ অম্বালিকে, রাণী ঐলবিলা আমাদের সকলকে প্রেমবন্ধনে একত্র বন্ধন করেছেন।

অম্বালিকা। মহারাজ! আপনাকে তো সে প্রেমবন্ধনে বন্ধন করেনি, আপনাকে সে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বন্ধন করেছে।

তক্ষশীল। (আশ্চর্য্য হইয়া) কেমন করে?

অম্বালিকা। তা বৈ কি মহারাজ! সে প্রেমের কুহকে আপনাকে মুগ্ধ করে রেখে, কেবল তার নিজের অভিসন্ধি সিদ্ধ করে নিচ্চে বৈ তো নয়, বাস্তবিক তার হৃদয় সে অন্যের নিকট বিক্রয় করেছে। তার প্রেমের ভাজন তো আপনি নন, তার প্রেমের ভাজন হচ্চে পুরু। যান,— মহারাজ! আপনি পুরুর হয়ে যুদ্ধ করে, তার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আপনি যুদ্ধে যতই কেন বীরত্ব প্রকাশ করুন না,—সেই মায়াবিনী

ঐলবিলা অবশেষে এই বল্লে যে, "মহারাজ পুরুর সাহায্যেই আমরা জয় লাভ করেছি। অতএব আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।"

তক্ষশীল। কি? রাজকুমারী ঐলবিলা কি তবে পুরুরাজকে—

অম্বালিকা। রাণী ঐলবিলা যে পুরুরাজকে ভাল বাসেন, তাতেও কি আপনার এখনও সন্দেহ আছে? আপনার সম্মুখেই তো সে পুরুরাজের মহা প্রশংসা করে থাকে, তাকি আপনি শোনেন নি? পুরুরাজের নামেতে সে একেবারে গলে যায়, তাকি আপনি দেখেন নি? সে একথা কতবার বলেছে যে, পুরুরাজ ব্যতীত ভারত-ভূমির স্বাধীনতা কেহই রক্ষা কর্‌তে পারবে না,—পুরুরাজ ভিন্ন ঐ মহাবীর যবনের উপর কেহই জয় লাভ করতে পারবে না। যে ব্যক্তি এই-রূপ সর্ব্বদাই দেবতার স্বরূপ পুরুরাজের স্তুতি গান করে, তার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা কে, তা কি মহারাজ! এখনও আপনি বুঝ্‌তে পারেন নি?

তক্ষশীল। পুরুরাজের বীরত্বের প্রশংসা কে না করে থাকে? তিনি পুরুরাজকে প্রশংসা করেন বলেই যে, তিনি তাঁকে ভাল বাসেন, র কোন অর্থ নেই। যাই হোক্, আমার আশা কিছুতেই যাচ্চে। ভগ্নি! তুমি বড় নিষ্ঠুর, আমি এমন সুখের স্বপ্ন দেখ্‌ছি, তুমি ন আমাকে জাগাচ্চ বল দেখি? আমাকে একেবারে নিরাশ-গরে ডুবিও না।

অম্বালিকা। (ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া) না মহারাজ! আপনি ব আশা-পথ চেয়ে থাকুন, আপনার সুখের স্বপ্নের আর আমি ভঙ্গ

দেব না। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) সে যা হোক্, যখন সেকন্দর সা আপনার সঙ্গে বন্ধুতার প্রস্তাব করে পাঠাচ্চেন, তখন আপনি কেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা কত্তে প্রবৃত্ত হচ্চেন? পরের জন্য কেন আপনি ধন, প্রাণ, রাজ্য, সকলি খোয়াতে যাচ্চেন? আর যার জন্য আপনি এ সমস্ত কচ্চেন, সেও দেখুন, আপনাকে প্রতারণা কচ্চে। সেকন্দর সা তো আপনার শত্রু নয়, পুরুরাজই আপনার শত্রু; দেখুন সে রাজকুমারী ঐলবিলার হৃদয়-দুর্গ অধিকার করে আপনাকে তার ভিতরে প্রবেশ কত্তে দিচ্চে না। অতএব সেকন্দর সার সহিত যুদ্ধ না করে, আপনার পথের কণ্টক যে পুরুরাজ, তাকেই আপনি আগে অন্তরিত করুন। সেকন্দর সার সঙ্গে যুদ্ধ করে দেখুন, আপনি কোন গৌরব লাভ কত্তে পারবেন না। যদি যুদ্ধে জয় হয়, তা হলে লোকে বল্‌বে পুরুরাজের বাহুবলেই জয় লাভ হয়েছে। আর আপনি কি এ মনে করেন যে, পৃথ্বী-বিজয়ী মহাবীর সেকন্দর সার সহিত সংগ্রামে, সেই হীনবল ক্ষুদ্র পুরু জয় লাভ কর্‌তে পারবে? দেখে নেবেন্ পৃথিবীর অন্যান্য রাজা যেরূপ তাঁর বহুবলে পরাস্ত হয়েছে, পুরুও সেইরূপ অবশেষে পরাভূত হবে। সেকন্দর সা আপনাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ কত্তে চাচ্চেন না, তিনি আপনাকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন কর্‌তে ইচ্ছা করচেন। তিনি আপনাকে সিংহাসন হতে বিচ্যুত কত্তে চাচ্চেন না, বরং যে সকল রাজ-কুমারগণ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করেচেন, তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করে সেই সকল সিংহাসন তিনি আপনাকে প্রদান কর্‌তে

*

চাচ্চেন। (পুরু আসিতেছেন দেখিয়া) এই যে—পুরুরাজ এইখানে আসচেন।

তক্ষশীল। (স্বগত) অম্বালিকা যথার্থ কথাই বল্‌চে। আমার বোধ হয় রাজকুমারী ঐলবিলা পুরুরাজকেই আন্তরিক ভাল বাসেন। পুরুরাজ এখন আমার চক্ষুঃশূল হয়েছেন। উঃ! আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে।

অম্বালিকা। এখন আমি তবে বিদায় হই। কিন্তু মহারাজ! আর সময় নাই। এই দুয়ের মধ্যে একটা স্থির করবেন—হয় পুরুরাজের দাস হয়ে থাকুন, নয় সেকন্দর সার বন্ধুত্ব গ্রহণ করুন, আমি এখন চল্লেম।

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

তক্ষশীল। (স্বগত) বাস্তবিক, কেন আমি পরের জন্য আমার রাজত্ব খোয়াতে যাচ্চি? সেকন্দর সার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই ভাল।

পুরুর প্রবেশ।

তক্ষশীল। আস্‌তে আজ্ঞা হউক!

পুরু। মহারাজের কুশল তো?

তক্ষশীল। আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন এই যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ বুঝ্‌চেন?

পুরু। এখনও শত্রুগণ বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। আমাদের সৈন্য ও সেনাপতিগণ সমরোৎসাহে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। তাদের মুখ-মণ্ডলে সাহস ও তেজ যেন মূর্ত্তিমান হয়ে স্ফূর্ত্তি পাচ্চে, সকলেই পর-

ম্পরকে উৎসাহ দিচ্চে, ক্ষুদ্রতম পদাতিসেনা পর্য্যন্ত সমরক্ষেত্রে গৌরবলাভ কর্‌বার জন্য উৎসুক হয়েছে, প্রত্যেক সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে গিয়ে আমি দেখেছি, সকলেই দেশের জন্য প্রাণপণ করেছে। আমি যাবামাত্রেই সকলে—"জয় ভারতের জয়" বলে সিংহনাদ করে উঠ্‌লো,—আর আমাকে এইরূপ বল্‌তে লাগ্‌লো যে,—"আর কতক্ষণ আমরা এই শিবিরে বসে বসে কাল হরণ করবো? শীঘ্র আমাদিগকে রণক্ষেত্রে নিয়ে চলুন। যবনরক্ত পান করে আমাদের অসির পিপাসা শান্তি হোক্।" এই বীরপুরুষদের আর কতক্ষণ থামিয়ে রাখা যায়? যবনরাজ এখন অনুকূল অবসর খুজ্‌চেন। এখনও তিনি সময়ের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন নি, এই হেতু তিনি কালবিলম্ব আশয়ে তাঁর দূত এফেষ্টিয়নকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন ও নিরর্থক প্রস্তাবে,——

তক্ষশীল। কিন্তু মহারাজ! তার কথা তো একবার আমাদের শোনা উচিত। সেকন্দর সাব কি অভিপ্রায়, আমরা তো তা জানিনে। এমন হতে পারে, তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

পুরু। কি বল্লেন মহারাজ! সন্ধি? সেই যবনদস্যুর হস্ত হতে আমরা সন্ধি গ্রহণ করব? ভারত-ভূমিতে এতদিন গভীর শান্তি বিরাজ কচ্ছিল, সে স্বচ্ছন্দে এসে সেই শান্তি উচ্ছেদ কর্‌লে; আমরা তার প্রতি অগ্রে কোন শত্রুতাচরণ করিনি, সে বিনা কারণে, খড়্গহস্তে আমাদের দেশে প্রবেশ কল্লে, লুটপাট করে আমাদের কোন কোন প্রদেশ ছার খার করে ফেল্লে, এখন আমরা কিনা তার সঙ্গে সন্ধি কর্‌ব?

আমরা তাকে কি এর সমুচিত শাস্তি দেব না? এখন বুঝি দৈব তার প্রতি বিমুখ হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

তক্ষশীল। ও কথা বল্‌বেন না মহারাজ! যে, দৈব তাঁর প্রতিকূল হয়েছেন। দেবতাদের কৃপা তাঁকে সর্ব্বদাই রক্ষা কচ্চে। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে এত দেশ বশীভূত করেছেন, তাঁকে কি সামান্য শত্রু বিবেচনা করে অবজ্ঞা করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

পুরু। অবজ্ঞা করা দূরে থাক, আমি তাঁর সাহসকে ধন্য বল্‌চি। কিন্তু আমার এই ইচ্ছা, যেমন আমি তাঁর সাহসকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না, তেমনি আমিও রণস্থলে তাঁর মুখ থেকে আমার সম্বন্ধে এইরূপ ধন্যবাদ বার কর্‌ব। লোকে সেকন্দর সাকে স্বর্গে তুলেছে, আমার ইচ্ছা যে আমি তাঁকে সেই উচ্চ স্থান হতে নীচে অবতরণ করাব। সেকন্দর সা মনে কচ্চেন যে, যখন তিনি পারস্যের রাজা দারায়ুসকে অনায়াসে পরাভূত করেছেন, তখন আর কি? তখন তো তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের আর সমস্ত রাজাকে মেষের ন্যায় বশীভূত কর্‌তে পারবেন। কিন্তু কি ভ্রম! বীর-প্রসূ ভারতভূমিকে এখনও তিনি চেনেন নি।

তক্ষশীল। বরং বলুন, আমরা এখনও সেকন্দর সাকে চিনিতে পারি নি। শত্রুকে এইরূপ অবজ্ঞা করেই দারায়ুস রাজা বিপদে পড়েছিলেন। আকাশে বজ্র গূঢ় ভাবে ছিল। দারায়ুস রাজা সেকন্দর সাকে নিতান্ত

হীনবল মনে করে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, কিন্তু যখন সেই বজ্র তাঁর মস্তকে পতিত হল, তখনই তাঁর সুখনিদ্রা ভঙ্গ হল।

পুরু। ভাল, তিনি যে এই সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন, তার বিনিময়ে তিনি কি প্রত্যাশা কচ্চেন? আপনি সহস্র সহস্র দেশকে জিজ্ঞাসা করুন, যে এইরূপ কপট সন্ধি করে, তিনি সেই সকল দেশকে অবশেষে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিলেন কি না? তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করাও যা, তাঁর দাসত্ব স্বীকার করাও তা। সেকন্দর সা যেরূপ লোক, তাঁর সহিত মধ্যবিৎ ব্যবহার চল্‌তে পারে না। হয় তাঁর ক্রীতদাস হয়ে থাকতে হবে, নয় তাঁর প্রকাশ্য শত্রু হতে হবে।

তক্ষশীল। মহারাজ! এক দিকে যেমন কাপুরুষ হওয়া ভাল নয়, তেমনি আবার নিতান্ত দুঃসাহসিক হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। কতকগুলি অসার স্তুতিবাদে যদি আমরা সেকন্দর সাকে সন্তুষ্ট করতে পারি, তাতে আমাদের কি ক্ষতি? যে বন্যার প্রবল স্রোত গ্রাম পল্লী চূর্ণ ক'রে, অপ্রতিহত বেগে মহা কোলাহলে চলেচে তার গতি রোধ করা কি বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য? তিনি শুদ্ধ গৌরব চান, তিনি তো আমাদের সিংহাসন চান না। তাঁর কীর্ত্তিধ্বজা একবার এখানে স্থাপিত হলেই, তিনি অন্যদেশে চলে যাবেন। একবার তাঁকে বিজয়ী বলে স্বীকার কল্লেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। যদি তিনি এইরূপ অসার স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হন, তাতে আমাদের কি ক্ষতি আছে?

পুরু। কি ক্ষতি আছে বলছেন মহারাজ? আপনি ক্ষত্রিয় হয়ে এ কথা অনায়াসে মুখ দিয়ে বল্‌তে পাল্লেন? হো! এখন বুঝলেম,

ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব্ববীর্য্য ক্রমেই লোপ হয়ে আসচে। ক্ষতি কি আছে বলছেন মহারাজ! আমাদের মান সম্ভ্রম যশ পৌরুষ সকলই যাচ্চে, তথাপি এতে কিছু ক্ষতি নাই? যশোমান পৌরুষের বিনিময়ে যদি আমাদের শূন্য সিংহাসন, আর এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে ধিক্ সে সিংহাসনকে, ধিক্ সে প্রাণকে, আর ধিক্ সেই কাপুরুষকে, যে এরূপ প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে। আপনি কি মনে করেন, ঐ দুর্দ্দান্ত যবন প্রবল বন্যার ন্যায় মহাবেগে আমাদের দেশ দিয়ে চলে যাবে, অথচ তার চিহ্নমাত্রও পরে থাক্‌বে না? সেই বণ্যার প্রবল স্রোত আমাদের রাজ্য সকল কি চূর্ণ বিচূর্ণ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না? আচ্ছা মনে করুন মহারাজ! আপাতত মান, যশ, পৌরুষের বিনিময়ে আপনি আপনার সিংহাসনকে রক্ষা করতে পাল্লেন, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, তা আপনি চিরকাল রক্ষা কত্তে পারবেন? বিজেতার অনুগ্রহের উপরই আপনার চিরকাল নির্ভর করে থাক্‌তে হবে, কিছু ত্রুটি—একটু ছল পেলেই সে নিশ্চয় আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। পৌরুষের কথা দূরে থাক, আপনি যদি শুদ্ধ নীচ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করেন, তা হলেও এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। কেবল আপনার জন্যই আমার স্বার্থের কথা বলতে হ'ল, নচেৎ আমি মান মর্য্যাদা ও পৌরুষের অনুরোধ ভিন্ন আর কারও অনুরোধে কর্ণপাতও করিনে।

তক্ষশীল। আমিও মহারাজ! সেই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এরূপ বাক্য বলচি; যাতে আমাদের রাজমর্য্যাদা রক্ষা হয়, যাতে আমাদের সিংহাসন
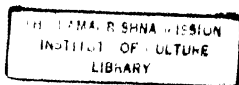
হতে বিচ্যুত না হতে হয়; এই জন্যই আপনাকে সতর্ক হতে বলচি।

পুরু। যদি মর্য্যাদা রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে, যদি সিংহাসন রক্ষা করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে চলুন, আর বিলম্ব না,—চলুন, আজই আজই আমরা যবনদিগকে আক্রমণ করি। ঐ যবনরাজ আপনার ভগ্নিকে বলপূর্ব্বক আপনার প্রাসাদ হতে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, তা কি আপনার স্মরণ নাই? সে অপমানও কি আপনি সহ্য করবেন? এইরূপে কি আপনি রাজমর্য্যাদা রক্ষা কত্তে চান্?

তক্ষশীল। আমার মতে মহারাজ! দুঃসাহসিকতা, রাজমর্য্যাদা রক্ষণের অমোঘ উপায় নয়।

পুরু। তবে কি কাপুরুষতা তাহার উপায়? আমার মতে মহারাজ! কাপুরুষতা ভীরুতা অতি লজ্জাকর, অতি গর্হিত, অতি জঘন্য,—ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধ।

তক্ষশীল। মহারাজ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে যুদ্ধ বিপদ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় হন।

পুরু। মহারাজ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে বিদেশীয় রাজার আক্রমণ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অতীব পূজ্য হন।

তক্ষশীল। এরূপ বাক্য গর্ব্বিত উদ্ধত লোকেরই উপযুক্ত।

পুরু। এরূপ বাক্য রাজগণের আদরণীয়, রাজকুমারীগণেরও আদরণীয়।

তক্ষশীল। সকল রাজকুমারী না হউক, রাজকুমারী ঐলবিলা তো আপনার বাক্যে আদর করবেনই।

পুরু। সত্য বটে, তিনি কাপুরুষের বাক্যে আদর করেন না।

তক্ষশীল। মহারাজ! প্রেমের কি এই রীতি? আপনি নির্দ্দয় হয়ে তাঁর কোমল অঙ্গকে এই ভীষণ যুদ্ধ বিপ্লবের মধ্যে কেন নিক্ষেপ কত্তে যাচ্চেন বলুন দেখি?

পুরু। মহারাজ! রাজকুমারী ঐলবিলার শরীরে এখনও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-রক্ত প্রবাহিত হচ্চে। তিনি রণে ভীত নন; এই বীর্য্যবতী রমণীর সাহস, বীর্য্যহীন পুরুষদিগকে শিক্ষা দিক্।

তক্ষশীল। মহারাজ! তবে কি আপনি নিতান্তই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন?

পুরু। আপনি যেরূপ শান্তির জন্য উৎসুক হয়েছেন, আমি তেমনি যুদ্ধের জন্য লালায়িত। সেকেন্দর সাকে আমার বিক্রমের পরিচয় দেবার জন্যই আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। যে দিন অবধি আমি তাঁর কীর্ত্তিকলাপ শ্রবণ করেছি, সেই দিন থেকেই এই বাসনাটী আমার মনে চিরজাগরূক রয়েছে যে, তিনি যেন একবার ভারত-ভূমে পদার্পণ করেন। সেই দিন অবধি আমার মন তাঁকে চিরশত্রু বলে বরণ করেছে। এ দেশে আস্তে তাঁর যত বিলম্ব হচ্ছিল, আমার মন ততই অধীর হয়ে উঠ্ছিল; তিনি যখন পারস্য দেশ জয় কত্তে এলেন, তখন আমার এই ইচ্ছা হচ্ছিল যে, যদি আমি পারস্যের রাজা হতেম, তা হলে আমার কি সৌভাগ্য হ'ত। আমি তা হলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার অবসর পেতেম। এত দিনের পর তিনি ভারত-ভূমে পদার্পণ করেছেন। এখন আমার মনের আশা পূর্ণ হবে।

বলেন কি মহারাজ! আমি কি এমন সুন্দর অবসর পেয়ে ছেড়ে দেব? তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে কি আমার বহুদিনের অভিলাষ পূর্ণ করব না? দেখি দিখি তিনি কেমন আমাকে যুদ্ধ না দিয়ে, আমাদের দেশ হতে চলে যেতে পারেন?—এই নিষ্কোষিত তরবারিই তাঁর গতি রোধ করবে।

তক্ষ। মহারাজ! আমি স্বীকার কচ্চি যে, এরূপ উৎসাহ, এরূপ তেজ, ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত বটে; কিন্তু এ নিশ্চয় যে, আপনি সেকেন্দর সার নিকট পরাভূত হবেন। এই যে রাণী ঐলবিলা এই দিকে আস্‌ছেন; আপনি ওঁর নিকটে এখন মনের সাধে আপনার বিক্রমের শ্লাঘা করুন। আপনি বসুন, আমি চল্লেম, আপনাদের সুখকর ও তেজস্কর বাক্যালাপের সময় আমি আপনাদিগকে বিরক্ত কত্তে ইচ্ছা করিনে। আমার মতন কাপুরুষ এখানে থাক্‌লে আপনারা লজ্জিত হবেন।

(তক্ষশীলের প্রস্থান।)

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। কি! রাজা তক্ষশীল আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন?—

পুরু। তিনি লজ্জায় আপনার নিকট মুখ দেখাতে পাল্লেন না। তিনি যখন এই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হচ্চেন, তখন কি সাহসে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করবেন? রাজকুমারি! তাঁকে আর কেন? তাঁকে ছেড়ে দিন, তিনি তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে সেকেন্দর সার পূজা করুন। আসুন,

আমরা এই অপূর্ব শিবির হতে নির্গত হই; এখানে রাজা তক্ষশীল পূজার উপচার হস্তে লয়ে যবনরাজের আরাধনার জন্য প্রতীক্ষা কচ্চেন।

ঐলবিলা। সে কি মহারাজ?

পুরু। ঐ ক্রীতদাস এর মধ্যেই ওর প্রভুর গুণ গান কত্তে আরম্ভ করেছে। আরও ও চায় যে, আমিও ওর ন্যায় যবনের দাসত্ব স্বীকার করি।

ঐলবিলা। সত্য নাকি? তবে কি রাজা তক্ষশীল আমাদিগকে পরিত্যাগ কত্তে উদ্যত হয়েছেন? তিনি কাপুরুষের ন্যায় স্বদেশকে ছেড়ে শত্রুগণের সঙ্গে যোগ দেবেন, এতো আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। তিনি যদি আমাদের সঙ্গে যোগ না দেন, তাহলে আমাদের সৈন্যবল যে বিস্তর ক'মে যাবে, তা হলে সেকেন্দর সার অসংখ্য সৈন্যের উপর জয়লাভ করা যে এক প্রকার অসম্ভব হয়ে উঠবে। কি আশ্চর্য্য! ঐ স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষকে এতদিন আমরা চিন্‌তে পারিনি? (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) যাই হোক্, এতে একেবারে অধীর হওয়া আমাদের উচিত হচ্চে না। দেখুন, আমি ওকে আবার ফিরিয়ে আন্‌ছি। ওর সঙ্গে একবার আমার কথা কয়ে দেখ্‌তে হবে। এখন যদি ওর প্রতি আমরা নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করি, তা হলে আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন কত্তে ওকে এক প্রকার বাধ্য করা হবে। মিষ্টবচনে বোধ করি, এখনও ফেরান যেতে পারে।

পুরু। রাজকুমারি! আপনি কি এখনও ওর অভিসন্ধি বুঝ্‌তে

পারেন কি? আমার বেশ বোধ হচ্ছে, ঐ কপট নরাধম মনে মনে এই স্থির করেছে যে, সে বিশ্বাসঘাতক হয়ে আপনাকে যবনরাজের হস্তে সমর্পণ কর্‌বে, ও পরে তার সাহায্যে বলপূর্ব্বক আপনার পাণিগ্রহণ কর্‌বে। আপনার ইচ্ছা হয় তো আপনার ফাঁদ আপনি প্রস্তুত করুন। সে নরাধম আপনার প্রেম হ'তে আমাকে বঞ্চিত কর্‌লেও কত্তে পারে, কিন্তু সে সহস্র চেষ্টা কর্‌লেও, স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য, সংগ্রামে প্রাণ দিতে আমাকে কিছুতেই নিবারণ কত্তে পারবে না।

ঐলবিলা। রাজকুমার! আপনি কি মনে করেন, তার এই জঘন্য আচরণের পুরস্কার স্বরূপ আমি তাকে আমার হৃদয় প্রদান করব? আর যাই হউক, আপনি এ বেশ জানবেন, আমি কোন কাপুরুষের পাণিগ্রহণ কখনই করব না। (চিন্তা করিয়া) আমার বেশ বোধ হচ্চে, তার ভগিনীর পরামর্শেই তার মন বিচলিত হ'য়ে গেছে। আমি যদি মধ্যে না থাকি, তা হলে নিশ্চয় সে তার কুমন্ত্রণা ভুলে যাবে। আমি শুনেছি তার ভগিনীকে সেকন্দর সা বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সম্প্রতি সে ফিরে এসেছে ও দূত দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে প্রেমালাপ চল্‌চে।

পুরু। এ সব জেনেও কেন আপনি তবে এত যত্ন করে সেই কাপুরুষকে ফিরিয়ে আন্‌তে চেষ্টা কচ্চেন?

ঐলবিলা। তাকে যে আমি চাচ্চি মহারাজ! সেও কেবল আপনার জন্য। আপনি একাকী সহায়বিহীন হয়ে কি করে সেই পৃথ্বী-

দিল্লী যবনরাজের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করবেন? তজ্জন্যই আপনার সঙ্গে যোগ দিলে আমার সৈন্যদলের অনেক বৃদ্ধি হবে। সংগ্রামে শুদ্ধ প্রাণ দিলেই তো হয় না, জয়লাভের প্রতিও দৃষ্টি রাখা চাই। আমি জানি আপনি রণভূমে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন কত্তে পারেন। কিন্তু তা হলেই কি যথেষ্ট হ'ল? যুদ্ধে জয়লাভ না হলে, আমাদের দেশের যে কি দুর্গতি হবে, তা কি আপনি ভাবচেন না? যদি মহারাজ রণস্থলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আপনার গৌরব লাভ করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আর অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করবার আবশ্যক নাই, যান আপনি সেই গৌরব অর্জ্জনে এখনি প্রবৃত্ত হউন, আমি বিদায় হই, আর আমি আপনাকে ত্যক্ত করব না।

(যাইতে উদ্যত)—

পুরু। (আগ্রহের সহিত) রাজকুমারি! যাবেন না, আমার কথা শুনুন, আমাকে ওরূপ নীচাশয় মনে করবেন না। আমি যদি দেশকেই উদ্ধার করতে না পারলেম, তা হলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে? রাজকুমারি! আমি সে গৌরবের আকাঙ্ক্ষী নই। কিন্তু আমি এই কথা বলচি যে, যদি আর কেহই আমার সহায় না হয়, সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবনসৈন্যের সহিত সংগ্রাম করব। এতে যদি প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু যবনেরা একথা যেন না বলতে পারে, যে তারা ভারতবাসিগণকে মেষের ন্যায় অনায়াসে বশীভূত কত্তে পেরেছে।

ঐলবিলা। কি ? ভারতবাসিগণ অনায়াসে [illegible] অধীনতা স্বীকার করবে ? যদি কেহই আমাদের সহায় না হয়, তাই বলে কি আমরা যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হব ? তা কখনই নয়। ক্ষত্রিয় হয়ে কেউ কখন কি এ কথা বল্‌তে পারে ? আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে, যতদূর সাধ্য সহায় বল অর্জ্জনে আমাদের চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়। গৌরবের অনুসরণ হতে আপনাকে বিমুখ কর্‌তে আমার ইচ্ছা নয়, বরং যাতে আপনার গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাই আমার মনোগত ইচ্ছা। যা'ন, মহারাজ ! আপনার বাহুবলে যবনরাজের দর্প চূর্ণ করে দিন, কিন্তু সহায় বল অর্জ্জনে কিছুতেই বিরত হবেন না। সহায়সম্পন্ন না হলে যুদ্ধ যে নিষ্ফল হবে। এখন মহারাজ ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাজা তক্ষশীলের সহিত সাক্ষাৎ করে একবার দেখি, তাকে কোন রকম করে ফেরাতে পারি কি না। এ আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন যে, কোন কাপুরুষকে আমার হৃদয় কখনই সমর্প্পণ কর্‌ব না।

পুরু। রাজকুমারি ! আমার এতে কোন আপত্তি নেই। আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন, আমি এখন চল্লেম ; যবনদূত আমার প্রতীক্ষা কচ্চেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তক্ষশীলের শিবির-মধ্যস্থিত একটী ঘর।

অম্বালিকা ও যবনদূত এফেষ্টিয়ন।

এফেষ্টিয়ন। আপনাদের দেশের রাজকুমারগণ সকলই যুদ্ধের জন্য দেখ্‌লেম প্রস্তুত হচ্চেন। কিন্তু আমি এক্ষণে কেন যে আপনার সমীপে এলেম, তা রাজকুমারি! শ্রবণ করুন। সেকেন্দর সা তাঁর মনের কথা আমাকে সব খুলে বলেন। আমি তাঁর একজন অতি বিশ্বস্ত অনুচর। তিনি আপনার কুশল-সংবাদ জানবার জন্য আপনার নিকট আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর এই কথা আমাকে বল্‌তে আদেশ করেছেন যে, যেমন এখন সমস্ত ভারতভূমির শান্তি তাঁর উপর নির্ভর কচ্চে, তেমনি তাঁরও হৃদয়ের শান্তি একমাত্র আপনার উপর নির্ভর কচ্চে। 'আপনি ভিন্ন সে হৃদয় প্রশমন করে এমন আর কেহই নাই। আপনার ভ্রাতার বিনা সম্মতিতে আপনি কি কোন বাক্যদান কত্তে পারেন না? আপনার মন থাকলে তিনি কখনই আপনাকে নিবারণ কত্তে পার্‌বেন না। আপনার চারু চরণে কি সমস্ত পৃথিবীরাজ্য সমর্পণ কত্তে হবে? পৃথিবী শান্তিসুখ উপভোগ কর্‌বে, না যুদ্ধ বিপ্লবে প্লাবিত হবে? বলুন আপনার

এক কথার উপর সমস্ত নির্ভর কচ্চে। সেকেন্দর সা আপনার প্রেম লাভের জন্য সকলেতেই প্রস্তুত আছেন।

অম্বালিকা। দূতরাজ! এই যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে এখনও কি এই অধীনীকে তাঁর স্মরণ আছে? আমার হীন রূপের এমনই কি মোহিনী শক্তি যে, তাঁর মনকে বশীভূত কত্তে পারে? তাঁর হৃদয় গৌরব-স্পৃহাতেই পরিপূর্ণ, আমার জন্য সেখানে কি তিনি তিলার্দ্ধ স্থান রেখে-ছেন? তাঁর হৃদয়কে কি আমি প্রেমশৃঙ্খলে বন্ধন কত্তে পেরেছি? আমি জানি, তাঁর মতন বন্দিগণ প্রেমশৃঙ্খলে কখনই বহুদিন বদ্ধ হয়ে থাকতে পারেন না। গৌরব-স্পৃহা ঐ শৃঙ্খল ছিন্ন করে আপনার দিকেই বল-র্ব্বক নিয়ে যায়। আমি যখন বন্দী হয়ে তাঁর শিবিরে ছিলেম, তখন বোধ হয় আমার প্রতি তাঁর একটু অনুরাগ হয়েছিল, কিন্তু আমি যখনি তাঁর লৌহ-শৃঙ্খল মোচন করে তাঁর ওখানে থেকে চলে এসেছি, তখনই বোধ হয়, তিনিও আমার প্রেমশৃঙ্খল ভগ্ন করে ফেলেছেন।

এফেষ্টিয়ন। আপনি যদি তাঁর হৃদয়কে দেখতে পেতেন, তা হলে ও কথা বলতেন না। যে দিন অবধি আপনি তাঁর ওখান থেকে চলে এসেছেন, সেই দিন অবধি তিনি বিরহ-জ্বালায় দগ্ধ হচ্চেন। তিনি আপনার জন্যই এত দেশ, এত রাজ্য উচ্ছিন্ন করেছেন, আপনার সমীপ-বর্ত্তী হবার জন্যই তিনি কোন বাধাকেই বাধা জ্ঞান করেন নি, অবশেষে কত বিঘ্ন অতিক্রম করে তবে আপনাকে রাজা তক্ষশীলের প্রাসাদ হতে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আপনি এখন নির্দ্দয় হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। তাই তিনি ভাবছেন, তিনি এত

করেন, তবু তিনি এখনও আপনার হৃদয়-দুর্গ মধ্যে প্রবেশ লাভ কত্তে পারেন নি। রাজকুমারি! এখনও কেন আপনি তাঁর প্রতি হৃদয়-দ্বার রুদ্ধ করে রয়েছেন? যদি তাঁর প্রেমের প্রতি আপনার কোন সন্দেহ থাকে,—তাঁর প্রেম কৃত্রিম বলে যদি আপনার মনে হয়,——

অম্বালিকা। দূতরাজ! আপনার নিকট আমার মনের কথা তবে খুলে বলি। উপযুক্ত সময় পাইনি বলে, আমি এতদিন প্রকাশ করিনি। আর আমি হৃদয়ের ভাব গোপন করে রাখ্‌তে পাচ্চি নে। সেকন্দর সাকে তবে এই কথা বল্‌বেন যে, যদিও আমি তাঁর নিকট হতে চলে এসেছি, তথাপি আমার হৃদয় তাঁর নিকট বন্দী রয়েছে। যখন তিনি প্রথম আমাদের প্রাসাদে প্রবেশ করে আমাকে বন্দী করেছিলেন, তখন তাঁর সেই তেজোময় মূর্ত্তি দেখে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেম, কোথায় আমার দাসত্ব-শৃঙ্খলকে আমি অভিসম্পাৎ কর্‌বো, না—আমি সেই শৃঙ্খলকে মনে মনে বারম্বার চুম্বন করেছিলেম। তিনি এখন বল্‌তে পারেন যে, তবে কেন সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমি এখানে চলে এসেছি; দূতরাজ! তার একটী কারণ আছে;—আমার ভ্রাতা সেকন্দর সার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন, তিনি পতঙ্গের ন্যায় সেই পৃথ্বীবিজয়ী বীরপুরুষের কোপানলে আপনাকে নিক্ষেপ কত্তে যাচ্চেন। ভ্রাতৃস্নেহের অনুরোধে, তাঁকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হতে বিরত কর্‌বার জন্যই আমি এখানে এসেছি; কিন্তু সেকন্দর সা কি আবার সসজ্জ হয়ে আমার ভাইকে আক্রমণ কত্তে আস্‌বেন? আমার ভ্রাতার রক্তপাত

কণ্ঠে সেই রক্তাক্ত হস্তে কি আমাকে আলিঙ্গন করতে তিনি ইচ্ছা করেন ?

এফেষ্টিয়ন। না রাজকুমারি! তিনি কখনই তা ইচ্ছা করেন না, আর সেই জন্যই তিনি আপনাদের রাজকুমারগণের সহিত সন্ধি করবার প্রস্তাব কচ্চেন। পাছে রাজা তক্ষশীলের রক্তবিন্দু পাতে আপনার চারু নেত্র হতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, এই আশঙ্কাতেই তিনি শান্তি প্রার্থনা কচ্চেন। আপনাদের রাজকুমারগণকে আপনি যুদ্ধ হতে নিবারণ করুন। বিশেষতঃ যেন রাজা তক্ষশীল যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন, কারণ সেকন্দর সা, রাজা তক্ষশীলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রে আপনাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না।

অম্বালিকা। দূতরাজ! আমার ভায়ের জন্য আমার যে কি ভাবনা হয়েছে, তা আপনাকে কি বল্‌ব, সেকন্দর সার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে আমি তাঁকে কত নিষেধ কচ্চি, কিন্তু তিনি আমার কথা কিছুতেই শুন্‌চেন না। সেই মায়াবিনী ঐলবিলা ও পুরুরাজ তাঁর মনের উপর একাধিপত্য কচ্চে। রাণী ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় ও পুরুরাজের উত্তেজনা-বাক্যে তাঁর মন একেবারে বশীভূত হয়েছে। এতে যে আমার কি ভয় হয়েছে, তা আমি কথায় বল্‌তে পারিনে। শুদ্ধ আমার ভায়ের জন্য ভয় হচ্চে না,—সেকন্দর সার জন্যও আমার ভয় হচ্চে। সেকন্দর সার কীর্ত্তি আমি কাণে শুনেছি, তাঁর বিক্রমও আমি স্বচক্ষে দেখেছি,—জানি, তিনি আপনার বাহুবলে পৃথিবীর অনেক দেশ জয় করেছেন,—জানি, তিনি শত শত রাজাকে পরাজয় করে-

ছেন, কিন্তু—কিন্তু—পুরুরাজকেও আমি জানি। আমার ভয় হচ্চে, পাছে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধে সেকন্দর সা ——

এফেষ্টিয়ন। রাজকুমারি! ও অলীক আশঙ্কা ত্যাগ করুন। পুরু যা কত্তে পারে করুক, ভারতভুমির সমস্ত প্রদেশ কেন তার হয়ে অস্ত্র ধারণ করুক না, তাতে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। রাজকুমারি! আপনি কেবল এইটী দেখ্‌বেন, যেন রাজা তক্ষশীল এই যুদ্ধে যোগ না দেন।

অম্বালিকা। দূতরাজ! আপনার কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করে আসুন। রাজকুমারগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করে দেখুন। যদি যুদ্ধ একান্তই ঘটে, তা হলে দেখ্‌বেন, যেন সেকন্দর সার বজ্র, রাজা তক্ষশীলের মস্তকে পতিত না হয়।

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

এফেষ্টিয়ন। এই যে রাজকুমারগণ এইখানেই আসছেন।

পুরু, তক্ষশীল ও চারিজন রাজকুমারের প্রবেশ।

পুরু। দূতরাজ! আমাদের আস্‌তে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছে, তজ্জন্য আমাদের মার্জ্জনা করবেন। এখন আপনার কি প্রস্তাব শোনা যাক্।

এফেষ্টিয়ন। রাজকুমারগণ! প্রণিধান করে শ্রবণ করুন। মহাবীর সেকন্দর সা আপনাদের নিকট এই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন যে, এখনও যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে, তা হলে সন্ধি গ্রহণ করুন, নচেৎ তুমুল যুদ্ধে আপনাদের রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে ও অনতিবিলম্বে

আপনাদের প্রাসাদের উপর তাঁর জয়পতাকা উড্‌ডীন দেখবেন। ম্যাসিডোনীয় মহাবীরের প্রচণ্ডগতি, আপনারা কি মনে কচ্চেন রোধ কর্‌তে সমর্থ হবেন? কথনই না। সিন্ধুনদীর তীরে কি তাঁর জয়-পতাকা উড্‌ডীন হয় নি? তবে কি সাহসে আপনারা তবু তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন? যথন তিনি আপনাদের রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ কর্‌বেন, যথন আপনাদের সৈন্যগণের রক্তে রণক্ষেত্র প্লাবিত হয়ে যাবে, তথন নিশ্চয় আপনাদের অনুতাপ কত্তে হবে। তাঁর সৈন্যগণ সংগ্রামের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তিনি কেবল তাদের থামিয়ে রেখেছেন। আপনাদের এই সুন্দর রাজ্য ছারথার কর্‌বার তাঁর ইচ্ছা নাই, আপনাদের রক্তে অসি ধৌত কর্‌বারও তাঁর ইচ্ছা নাই। তবে যদি আপনারা বৃথা গৌরব-স্পৃহার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁর কোপানল উদ্দী-পিত করেন, তা হলে নিশ্চয় আপনাদের মহাবিপদ উপস্থিত হবে। এথনও তিনি প্রসন্ন আছেন, এথনও তিনি আপনাদের সঙ্গে সন্ধি কত্তে প্রস্তুত আছেন। বলুন, সংগ্রাম না সন্ধি?—সংগ্রাম না সন্ধি? এই শেষবার বল্‌চি। এথন আপনাদের যথা অভিরুচি, করুন।

তক্ষশীল। যদিও সেকন্দর সা আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছেন, তথাপি তাঁর গুণের প্রতি আমরা অন্ধ নই। আমরা তাঁর দাসত্ব স্বীকার কত্তে পারিনে বটে, কিন্তু তাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন কত্তে আমা-দের কোন আপত্তি নেই।

প্রথম রাজকুমার। আমরা যবন দস্যুর সঙ্গে কথনই সন্ধি কর্‌ব না।

দ্বিতীয় রাজকুমার। রাজা তক্ষশীলের কথা আমরা শুন্‌ব না।

তৃতীয় রাজকুমার। রাজা তক্ষশীল আমাদের ইচ্ছার বিপরীত কথা বল্‌ছেন।

চতুর্থ রাজকুমার। পুরুরাজ আমাদের হয়ে কথা ক'ন, রাজা তক্ষশীল কাপুরুষের ন্যায় কথা বল্‌ছেন।

পুরু। যখন পঞ্চনদ-কূলবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশের রাজগণ যবনরাজের বিরুদ্ধে এই বিতস্তা নদীকূলে প্রথম সমবেত হন, তখন আমি মনে করেছিলেম যে, সকলেই বুঝি এক হৃদয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কৃত-সঙ্কল্প হয়েছেন। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তাঁদের মধ্যে একজন স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা যবনরাজের বন্ধুত্বকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করেন। রাজা তক্ষশীল যখন স্বদেশের স্বার্থ বিসর্জন কত্তে উদ্যত হয়েছেন, তখন স্বদেশের হয়ে কোন কথা বল্‌বার ওঁর কিছুমাত্র অধিকার নাই এবং দূতরাজ! তাহা আপনার শোনাও কর্ত্তব্য নয়। অন্যান্য রাজকুমারগণের কি অভিপ্রায়, তাতো আপনি এইমাত্র শুন্‌লেন। আমি তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে, দেশের প্রতিনিধি হয়ে, আপনাকে পুনর্ব্বার বল্‌চি, আপনি শ্রবণ করুন। যবনরাজ সেকন্দর সা কি উদ্দেশে আমাদের দেশে এসেছেন? তিনি কেন আমাদের দেশ আক্রমণ কল্লেন? এতদিন আমাদের দেশে গভীর শান্তি বিরাজ কর্‌ছিল, তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করে কেন সেই শান্তি ভঙ্গ কল্লেন? আমরা কি অগ্রে তাঁর প্রতি কোন শত্রুতাচরণ করেছিলেম যে, তজ্জন্য তাঁর ক্রোধ উদ্দীপিত হয়েছে? তাঁর এতদূর স্পর্দ্ধা যে তিনি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় আমাদের দেশ আক্রমণ কত্তে

সাহসী হলেন? তাঁর প্রগল্‌ভতার সমুচিত শাস্তি না দিয়ে আমরা কি এখন তাঁকে ছেড়ে দেব? তা কখনই হতে পারে না। তিনি কি মনে কচ্চেন যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করে তিনি একাধিপত্য করবেন? সমস্ত পৃথিবীকে তিনি কি একটী বৃহৎ কারা-গার করে তুল্‌তে চান? না, আমি যদি পারি, তাঁকে তা কখনই কত্তে দেব না।

প্রথম রাজকুমার। ধন্য পুরুরাজ!

দ্বিতীয় রাজকুমার। পুরুরাজ বেশ বল্‌চেন।

পুরু। দূতরাজ! লোক্‌কে কষ্ট হতে মুক্ত কর্‌বার জন্যই ক্ষত্রিয় নামের সৃষ্টি, সেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রক্ত বিন্দুমাত্র বহমান থাক্‌তে কখনই অত্যাচারীর অত্যাচার সমস্ত পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব স্থাপন কত্তে পাব্‌বে না। সূর্য্য নিস্তেজ হতে পারে, অগ্নিও চন্দনের ন্যায় শীতলস্পর্শ হতে পারে; কিন্তু ক্ষত্রিয়তেজ কিছুতেই নিভিবার নয়, যতদিন ক্ষত্রিয় নাম জগতে থাক্‌বে, ততদিনই ইহাদের সেই তেজোময় জয়পতাকা ভারতরাজ্যে অত্যাচারীর পাপমস্তকে নিখাত থাক্‌বে। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে যে, এতদিনের পর সেকন্দর সার চিরসঞ্চিত গৌরব নির্ব্বাপিত হবার সময় উপস্থিত, না হ'লে কি নিমিত্ত উনি নানা রাজ্য দেশ অতিক্রম করে, অবশেষে এই ভারতরাজ্যে এসে পদার্পণ কল্লেন?——ক্ষত্রিয়বাহুবলে যবনরাজের দাসত্ব হতে মুক্ত হয়ে, পৃথ্বীবাসিগণ পরে যাহা বল্‌বে, তাহা এখনি যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্চে। তারা আহ্লাদিত চিত্তে গদগদ স্বরে এইরূপ বল্‌তে

থাক্‌বে যে, অত্যাচারী সেকন্দর সা সমস্ত পৃথিবীকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিলেন ; কিন্তু পৃথিবীর প্রান্তভাগনিবাসী কোন এক জাতি, সেই শৃঙ্খল চূর্ণ করে, পৃথিবীকে শান্তি প্রদান করেছে।——আর দূতরাজ ! আপনি বার বার যে এক সন্ধির কথা উল্লেখ কচ্চেন, কিন্তু এটী আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন যে, ক্ষত্রিয়গণ পদানত শত্রুর সহিতই সন্ধি স্থাপন করেন। অতএব যদি সেরূপ হয়, তা হলে আমরা সন্ধি কর্‌তে বিমুখ নই।

এফেষ্টিয়ন। কি ! সেকন্দর সা আপনাদের পদানত হবেন ? তা হলে বলুন না কেন, সিংহও শৃগালের পদানত হবে ! আপনি অতি দুঃসাহসিকের ন্যায় কথা কচ্চেন দেখ্‌ছি, এখনও বিবেচনা করে দেখুন, এখনও সময় আছে। ঝড় একবার উঠ্‌লে আর রক্ষা থাক্‌বে না। যদি মেদিনী আপনাদের ন্যায় দুর্ব্বল সহায় অবলম্বন ক'রে সেকন্দর সার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হতে মুক্ত হতে আশা করে থাকেন, তা হলে সে কি দুরাশা ! আপনি দেখ্‌ছি সেকন্দর সাকে এখনও চিন্‌তে পারেন নি। আর আপনাকে নিবারণ কর্‌ব না। অনলে পতনোন্মুখ নির্ব্বোধ পতঙ্গের মৃত্যু কেহই নিবারণ কর্‌তে পারে না। আপনি দেখ্‌বেন, যখন মহাপরাক্রান্ত দারায়ুস রাজা——

পুরু। আমি আবার দেখব কি ? আপনি কি এই বলতে যাচ্চেন যে, যখন পারস্য-রাজ সেকন্দর সার বাহুবলে পরাভূত হয়েছেন, তখন আপনারা কেন বৃথা চেষ্টা কচ্চেন ? এই বল্‌তে যাচ্চেন ? মহাশয় ! বিলাসলালসা যে রাজাকে অগ্রহতেই মৃতপ্রায় নির্ব্বীর্য্য করে ফেলে-

ছিল, সেই বিলাসী রাজাকে পরাভূত করা কি বড় পৌরুষের কার্য্য ? নির্ব্বীর্য্য পারসীকেরা যে তাঁর অধীনতা স্বীকার কর্‌বে, তাতে আর বিচিত্র কি ? কোন কোন জাতি তাঁর নামে ভীত হয়েই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে, আবার কোন কোন জাতি তাঁকে দেবতা মনে করে তাঁর পদানত হয়েছে। আমরা তো আর তাঁকে সে চক্ষে দেখি নে। কোন অসভ্য বন্যদেশে তিনি আপনাকে দেবতা বলে পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু এ আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, সুসভ্য ভারতবাসিগণ তাঁকে মনুষ্য অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক জ্ঞান কর্‌বে না। দূতরাজ! তাঁকে বল্‌বেন, যে এদেশে তিনি তাঁর পথে কখনই কোমল পুষ্প বিকীর্ণ দেখ্‌তে পাবেন না। সহস্র সহস্র শাণিত অসির উপর দিয়ে তাঁর প্রতিপদ অগ্রসর হতে হবে। তাব সাক্ষী দেখুন না কেন, সমস্ত পারস্যরাজ্য অধিকার কত্তে তাঁর যত না পরিশ্রম, যত না সৈন্য, যত না কাল ব্যয় হয়েছিল, এখানে অওর্ণা নামক একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত অধিকার কত্তে তাঁর তদপেক্ষা অধিক আয়াস, অধিক সৈন্য ও অধিক কাল ব্যয় কত্তে হয়েছে। এমন কি এক সময় তিনি জয়ের আশা পরিত্যাগ করে সৈন্যগণকে পলায়নের আদেশ পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এফিষ্টিয়ন। (দণ্ডায়মান হইয়া) আমি আর আপনাদিগকে নিবারণ কত্তে চাইনে। আপনাদের যথা অভিরুচি করুন, কিন্তু আমি এই আপনাদের বলে যাচ্ছি, যে এর জন্য নিশ্চয় পরে আপনাদের অনুতাপ কত্তে হবে। মহাবীর সেকন্দর সা আপনাদিগকে শাস্তি প্রদান করে যে এক উচ্চতর গৌরবের আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন, আপনি

যখন সে গৌরব হতে তাঁকে বঞ্চিত কচ্চেন, তখন দেখ্‌বেন আপনাদের রাজ্য ছারখার করে, আপনাদের সিংহাসন বিনষ্ট করে, আপনাদের দেশ শোণিতধারায় প্লাবিত করে, অন্য প্রকার, ভীষণতর গৌরব তিনি অর্জ্জন কর্‌বেন। তিনি সসৈন্যে আপনাদের বিরুদ্ধে আগতপ্রায়, আর বিলম্ব নাই।

পুরু। আমাদেরও তাই প্রার্থনা। আমরা তাতে ভীত নই। আপনি তাঁকে বল্‌বেন, আমরা সকলে তাঁর প্রতীক্ষা করে আছি। কিম্বা না হয় আমরাই তাঁর সঙ্গে অগ্রে সাক্ষাৎ কর্‌ব।

এফেষ্টিয়ন। আমি চল্লেম।

(এফেষ্টিয়নের প্রস্থান।)

তক্ষশীল। মহাশয়। দূতরাজকে কি রাগিয়ে দিয়ে ভাল কাজ হল?

প্রথম রাজকুমার। উনিতো উচিত কথাই বলেছেন এতে যদি ওঁর রাগ হয় তো আমরা কি কর্‌ব?

দ্বিতীয় রাজকুমার। রাগ করেই বা উনি আমাদের কি কর্‌বেন?

পুরু। (তক্ষশীলের প্রতি) দূতরাজ আমাদের উপরেই ক্রুদ্ধ হয়েছেন; আপনার কোন ভয় নাই। আপনার অনুকূলে তিনি সেকন্দর সার নিকট বল্‌বেন এখন। রাণী ঐলবিলা ও আমরা এই কয়জন ভারতবর্ষের গৌরব রক্ষা কর্‌ব। আমাদের যুদ্ধ আপনি দূর হতে দেখ্‌বেন, কিম্বা সেকন্দর সার বন্ধুতার অনুরোধে আপনি মাতৃভূমির বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ কত্তে পারেন।

তক্ষশীল। আমার বল্‌বার অভিপ্রায় তা নয়।

তৃতীয় রাজকুমার। (আর তিনজন রাজকুমারের প্রতি) চলুন এখন যাওয়া যাক্, আমাদের সৈন্যগণকে প্রস্তুত করি গে। (পুরু ও তক্ষশীলের প্রতি) আমরা তবে চলেম।

(চারিজন রাজকুমারের প্রস্থান।)

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (তক্ষশীলের প্রতি) রাজকুমার! আপনার সম্বন্ধে একটা কি জনরব শুন্‌তে পাচ্ছি, সে কি সত্য? আমাদের শত্রুগণ অহঙ্কার করে বল্‌চে যে, "রাজা তক্ষশীলকে তো আমরা অর্দ্ধেক বশীভূত করে ফেলেছি," রাজা তক্ষশীল বলেচেন নাকি যে, যে রাজাকে তিনি ভক্তি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে তিনি কখন অস্ত্রধারণ কত্তে পারবেন না, একি সত্য?

তক্ষশীল। রাজকুমারি! শত্রুবাক্য একটু সন্দেহের সহিত গ্রহণ করা উচিত। আর আপনাকে আমি কি বলব? সময়ে আমাকে দেখে নেবেন।

ঐলবিলা। এই অমঙ্গলজনক জনরব যেন মিথ্যা হয়, এই আমার ইচ্ছা। যে গর্ব্বিত শত্রুগণ এই জনরব রটিয়েছে, যা'ন রাজকুমার আপনি তাদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে আসুন। পুরুরাজের ন্যায় অস্ত্রধারণ করে সেই দুরাত্মা যবনদিগকে আক্রমণ করুন। তাদের ভীষণ শত্রু ব'লে সকলের নিকট আপনাকে প্রকাশ্যরূপে পরিচয় দিন।

তক্ষশীল। (দণ্ডায়মান হইয়া) রাজকুমারি! আমি এখনি আমার সৈন্যগণকে সজ্জিত কত্তে চল্লেম।

ঐলবিলা, পুরু। (দণ্ডায়মান হইয়া) চলুন আমরাও যাই।

তক্ষশীল। (স্বগত) ঐলবিলা বোধ হয় পুরুরাজকেই আন্তরিক ভাল বাসেন, কিন্তু আমারও আশা একেবারে যাচ্চে না (চিন্তা করিয়া) দূর হোক্, কেন বৃথা আশায় মুগ্ধ হয়ে, আমি আমার ধন প্রাণ রাজ্য সকলি খোয়াতে যাচ্চি? যাই সেকন্দর সার হস্তে আমার সমস্ত সৈন্য সমর্পণ করে তাঁরই শরণাপন্ন হই গে।

(তক্ষশীলের প্রস্থান।)

ঐলবিলা। (তক্ষশীলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ভীরু! তোর কথায় আমি ভুলি নে। সমরোৎসাহী বীরপুরুষের ওরূপ কথার ধারা নয়। (পুরুর প্রতি) রাজকুমার! ঐ কাপুরুষ নিশ্চয় ওর ভগিনীর কথায় আপনার দেশ ও পৌরুষকে বলিদান দিতে সঙ্কল্প করেছে। এখনও মনের ভাব গোপন করে রাখ্‌তে চেষ্টা কচ্চে, কিন্তু যুদ্ধের সময় বোধ করি প্রকাশ করবে।

পুরু। ওরূপ অপদার্থ হীন সহায় আমাদের পক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হলে কোন ক্ষতি নাই। বরং তাতে আমাদের মঙ্গলই আছে। কপট বন্ধু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রুও ভাল। যদি আমাদের এক বাহুতে কোন দুরারোগ্য সাঙ্ঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হয়, তা হলে বরং সেই বাহু কেটে ফেলা ভাল, তথাপি ঐ ক্ষত পোষণ করে রাখা কর্ত্তব্য নয়।

ঐলবিলা। কিন্তু রাজকুমার! আপনি যে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত

হচ্ছেন। সেকন্দরসার কত বল, তা কি আপনি গণনা করে দেখেছেন? আপনি একাকী, দুই চারিজন ক্ষুদ্র রাজকুমার মাত্র আপনার সহায়। আপনি কি করে অত অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করবেন?

পুরু। কি!—রাজকুমারি! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, ঐ কাপুরুষ তক্ষশীলের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমিও স্বদেশকে পরিত্যাগ করব? না—আপনি কখনই তা ইচ্ছা করেন না। আমি জানি আপনার হৃদয়ে স্বাধীনতা-স্পৃহা প্রজ্বলিত রয়েছে। আপনিই তো সকল রাজকুমারগণকে যবনরাজের বিরুদ্ধে একত্র করেছেন। আপনার চক্ষের সমক্ষে আমরা যে যবনরাজের সহিত যুদ্ধ করে গৌরব লাভ করব, এই আশাতেই আমাদের উৎসাহ আরও দ্বিগুণিত হয়েছে। সমরে গৌরব লাভ করে, যাতে আপনার প্রেম লাভ কত্তে পারি, এই আমার মনের একমাত্র আকিঞ্চন।

ঐলবিলা। যা'ন, রাজকুমার! আর বিলম্ব করবেন না। আপনার সৈন্যগণকে সজ্জিত করুন গে, আমি একবার এইখানে চেষ্টা করে দেখি, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিতে পারি কি না। শত্রুর হউক, তবু তারা ক্ষত্রিয় সৈন্য। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তারা সব কত্তে পারে। এই আমার শেষ চেষ্টা। তার পরেই আপনার সঙ্গে শিবিরে গিয়ে মিলিত হব।

পুরু। রাজকুমারি! আর একটু পরেই আমি যুদ্ধতরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করব, হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ ত্যাগ কত্তে হবে। এই বালা

যদি অন্তত জান্‌তেও পারি যে, যাকে আমি আমার জীবন মন সকলই সমর্পণ করেছি, সে আমার প্রতি———

ঐলবিলা। যা'ন, রাজকুমার! অগ্রে যুদ্ধে জয় লাভ করুন, এখন প্রেমালাপের সময় নয়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুরুরাজের শিবির-সম্মুখীন ক্ষেত্র।

সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ও ধ্বজবাহক নিশানহস্তে দণ্ডায়মান, অশ্বপৃষ্ঠে বর্ম্মাবৃত পুরুরাজের প্রবেশ।

সৈন্যগণ। (পুরুরাজকে দেখিয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া উৎসাহের সহিত) জয় ভারতের জয়! জয় মহারাজের জয়!

(নেপথ্যে—রণবাদ্য ও "জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় গাও ভারতেব জয়" শুদ্ধ এই চরণটী মাত্র একবার গাইয়া গান বন্ধ হইল!)

পুরু।—

ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দ্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।

হও সবে একপ্রাণ,　　মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
　　শত্রুদলে করহ নিঃশেষ॥
বিলম্ব না সহে আর,　　উলঙ্গিয়ে তলবার,
　　জ্বলন্ত অনল সম চল সবে রণে।
　　বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগনে॥

　　যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান,
　　যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান,
　　যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক্ বিমান,
　　ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক্ ফলবান।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত।)

　　যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান,
　　যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান,
　　যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক্ বিমান,
　　ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক্ ফলবান।

পুরু।—

এত স্পর্দ্ধা যবনের,　　স্বাধীনতা ভারতের,
　　অনায়াসে করিবে হরণ?

তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতভূমে,
পুরুষ নাহিক একজন ?
"বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,"
না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত, দেখুক্ বিক্রম ॥
ক্ষত্রিয় বিক্রমে আজ কাঁপুক্ মেদিনী,
জ্বলুক্ ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক্ জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক্ শুনি সেই ধ্বনি।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত।)

ক্ষত্রিয় বিক্রমে আজ কাঁপুক্ মেদিনী,
জ্বলুক্ ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক্ জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক্ শুনি সেই ধ্বনি।

পুরু।—

পিতৃ পিতামহ সবে, ছাড়ি দুঃখময় ভবে,
গিয়াছেন চলি যাঁরা পুণ্য দিব্যধাম।

রয়েছেন নেত্রপাতি, দে'খ যেন যশোভাতি

না হয় মলিন;—থাকে ক্ষত্রকুল নাম ॥

স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,

ধিক্ সেই কাপুরুষে, শত ধিক্ তারে,

পচুক্ সে চিরকাল দাসত্ব আঁধারে।

স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে,

যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে ॥

যায় যাক্ প্রাণ যাক্, স্বাধীনতা বেঁছে থাক্,

বেঁচে থাক্ চিরকাল দেশের গৌরব।

বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার

ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।

এইবার বীরগণ! কর সবে দৃঢ় পণ,

মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,

যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,

শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত।)

মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,

যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।

(অকস্মাৎ বাত্যার আবির্ভাব।)

পুরু। ওঃ!—কি ভয়ানক ঝড়! আকাশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে, কাহাকেই যে আর দেখা যাচ্চে না।

একজন গুপ্তচরের প্রবেশ।

গুপ্তচর। (ত্রস্তভাবে।) মহারাজের জয় হউক!

পুরু। (গুপ্তচরের প্রতি।) কি সংবাদ বল দেখি? যবনগণ কি বিতস্তা নদী পার হতে পেরেছে?

গুপ্তচর। মহারাজ! এই কয় দিন হতে শত্রুগণ নদী পার হতে চেষ্টা কচ্চে; কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে নি। কাল সেকন্দবসার দুইজন সাহসী সেনাপতি কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে সাঁতার দিয়ে নদীর একটা দ্বীপে উঠেছিল। সেখানে আমাদের দুই চারি জন সেনা মাত্র ছিল, তারা সকলেই পরাভূত হয়, এমন সময় আমাদের আর কতকগুলি সৈন্য সাঁতার দিয়ে সেখানে গিয়ে পড়াতে, যবন-সৈন্যগণ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল; তাদের মধ্যে কেহ কেহ ডুবে গেল, কেহ কেহ স্রোতে যে কোথায় ভেসে গেল, তা কেহই দেখ্‌তে পেলে না। এইরূপে সেকন্দরসা বলে যতদূর হয়, তা চেষ্টা কত্তে ত্রুটি করেন নি। শেষকালে আর কিছুতেই না পেরে, আজ তিনি শৃগালের ধূর্ত্ততা অবলম্বন করেছেন।

পুরু। কি! সেকন্দরসা শৃগালের ধূর্ত্ততা অবলম্বন করেছেন?

গুপ্তচর। মহারাজ! আজ যেরূপ ভয়ানক দুর্য্যোগ, ঝড় বৃষ্টি ও অন্ধকার, তা তো আপনি স্বচক্ষে দেখ্‌ছেন। শত্রুগণ এই সুযোগ পেয়ে, অন্ধকারের আবরণে অলক্ষিতভাবে এ পারে এসেছে; কিন্তু তারা যে কোথায় আছে, আমরা এই অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, এক একবার কেবল তাদের কোলাহলমাত্র শোনা যাচ্চে।

পুরু। আমি শুনেছিলেম, পারসীকদিগের সহিত আরাবেলার যুদ্ধে সেকন্দরসার একজন সেনাপতি রাত্রে অলক্ষিতভাবে শত্রুগণকে আক্রমণ কর্‌বার পরামর্শ তাঁকে দেওয়াতে তিনি সদর্পে এইরূপ বলেছিলেন যে, "সেকন্দরসা কখন চোরের ন্যায় অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করে জয়লাভ কত্তে ইচ্ছা করেন না। তিনি প্রকাশ্য দিবালোকেই যুদ্ধ করেন।" যে সেকন্দরসা পারস্যদেশে এ কথা বলেছিলেন, সেই সেকন্দরসা কি ভারতভূমিতে ঠিক্ তার বিপরীতাচরণ কল্লেন? সৈন্যগণ! সেই ধূর্ত্ত শৃগালেরা যেখানে থাকুক্ না কেন, তোমরা সিংহের ন্যায় গিয়ে তাদের আক্রমণ কর।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত।) জয় ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়!

(পুরু ও সৈন্যগণের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে—"জয় সেকন্দরসার জয়," "জয় ভারতের জয়," ঘোর যুদ্ধ-কোলাহল।)

গুপ্তচর। (ভয়ে কম্পমান) (স্বগত) এইবার বুঝি উভয় সৈন্যের

পরস্পর দেখা হয়েছে। উঃ! কি ভয়ানক যুদ্ধ! কোলাহল ক্রমেই নিকট হয়ে আস্‌চে দেখ্‌চি। এখন আমি কোথায় পালাই? একে এই ঘোর অন্ধকার, জনপ্রাণী দেখা যাচ্চে না—তাতে আবার মুহুর্ম্মুহু বজ্রধ্বনি হচ্চে, এ সময় আমি যাই কোথায়? হে ভগবান্! আমাকে এইবার রক্ষা কর। কেন মর্‌তে আমি এখানে খবর দিতে এসেছিলেম? আ! কি বিপদেই পড়েছি! এই যে একটু আলো হয়েছে দেখ্‌চি, ঝড়টাও থেমেছে, এইবার একটা পালাবার রাস্তা দেখা যাক্, উঃ কি ভয়ানক কোলাহল! (নেপথ্যে—"সকলে শ্রবণ কর! ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ, যুদ্ধে ক্ষান্ত হও") (পুনরায় নেপথ্যে—"গ্রিশীয় সৈন্যগণ! তোমরাও ক্ষান্ত হও, রাজা পুরু কি বলেন শোন।") ওকি ও! বোধ হয় আমাদের মহারাজের পরাজয় হয়েছে, আর এখানে থাকা না।

(গুপ্তচরের পলায়ন।)

সৈন্যগণের সহিত সেকন্দরসার প্রবেশ।

সেকন্দরসা। গ্রিশীয় সৈন্যগণ! রাজা পুরু কি বলেন শোন। ওঁর সমস্ত সৈন্যই তো প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। বোধ হয়, উনি এখন অস্ত্র পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হচ্চেন।

কতিপয় সৈন্যের সহিত পুরুর প্রবেশ।

পুরু। সকলে শ্রবণ কর, আমি সেকন্দরসাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান কচ্চি। আমাদের দুইজনে যখন যুদ্ধ হবে, তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যকে নিরস্ত থাক্‌তে হবে। এ প্রস্তাবে সেকন্দরসা সম্মত আছেন কি না?

সেকন্দরসা। (অগ্রসর হইয়া।) সেকন্দরসাকে যেই কেন যুদ্ধে আহ্বান করুক্ না, তিনি যুদ্ধে কখনই পরাঙ্মুখ নন্। দেখা যাক্, মহারাজ পুরুর কিরূপ অস্ত্রশিক্ষা, কিরূপ বিক্রম আমি পুরুরাজের প্রস্তাবে সম্মত হলেম।

পুরু। (অগ্রসর হইয়া।) তবে আসুন।

(পুরু ও সেকন্দরসাব অসিযুদ্ধ—পবে যুদ্ধ কবিতে করিতে পুরুর অসির আঘাতে সেকন্দরসার অসি হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া দূরে পতন।)

সেকন্দরসা। ধন্য পুরুরাজের অস্ত্রশিক্ষা!

পুরু। মহারাজ! নিরস্ত্র হয়েছেন, অস্ত্র নিন; ক্ষত্রিয়গণ নিরস্ত্র যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন না।

সেকন্দরসা। (অসি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া মহারোষে।) ক্ষত্রিয়-বীর! যোদ্ধামাত্রেরই এই নিয়ম।

(পুনর্ব্বার যুদ্ধ—ও সেকন্দরসার অসির আঘাতে পুরুরাজের অসির অগ্রভাগ ভগ্ন হওন।)

পুরু। ধন্য বাহুবল!

সেকন্দরসা। মহারাজ! নূতন অসি গ্রহণ করুন।

(পুরুরাজের একজন সেনা ত্বরিত আসিয়া আপনার অসি পুরুরাজকে প্রদান।)

পুরু। (মহারোষে।) যবনরাজ! ক্ষত্রিয়রক্ত উত্তপ্ত হইলে ত্রিভুবনেরও নিস্তার নাই; সতর্ক হউন।

(পুনর্ব্বার যুদ্ধ—যুদ্ধ করিতে করিতে পুরু সবলে সেকন্দরসার গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অসি বিদ্ধ করিতে উদ্যত)

সেকন্দরের সৈন্যগণ। (দৌড়িয়া আসিয়া।) মহারাজকে রক্ষা কর,—মহারাজকে রক্ষা কর!

একজন সেনা। (দৌড়িয়া আসিয়া পুরুরাজকে অসির দ্বারা আহত করত।)—আমরা জীবিত থাক্‌তে,—আমাদের মহারাজের অপমান!—

(পুরু আহত হইয়া ভূমিতে পতন।)

সেকন্দরসা। (ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া) নরাধম! আমার নিষেধের অবমাননা! শত্রুকে অন্যায় রূপে আহত ক'রে সেকন্দর সার নির্ম্মল যশে তুই আজ কলঙ্ক দিলি? দেখ্ দিকি তোর এই জঘন্য আচরণে সমস্ত গ্রীশদেশকে আজ হাস্যাস্পদ হতে হ'ল?—এফেষ্টিয়ন! আমি ওর মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা দিলেম, এখনি ওকে শিবিরে নিয়ে যাক।

এফেষ্টিয়ন। (দুইজন রক্ষকের প্রতি) ঐ নরাধমকে অবরুদ্ধ ক'রে এখনি শিবিরে নিয়ে যাও। ওর ব্যবহারে আমাদের সকলকেই লজ্জিত হ'তে হয়েছে।

(দুইজন রক্ষক কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া উক্ত সেনার প্রস্থান।)

পুরুর সৈন্যগণ। (ক্রোধে অসি নিষ্কোষিত করিয়া) ওরূপ অন্যায়

আর সহ্য হয় না। এস আমরাও যবনরাজকে অসির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেলি।

পুরু। সৈন্যগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও, ক্ষত্রিয়ের এরূপ নিয়ম নয় যে, কথা দিয়ে আবার তার বিপরীতাচরণ করে। আমি কথা দিয়েছি, আমার সৈন্যগণ আমাকে সাহায্য কর্‌বে না, অতএব তোমরা নিরস্ত হও।

পুরুর সৈন্যগণ। যবনেরা যখন অন্যায় যুদ্ধে আপনাকে আহত কল্লে, তখন আমরাও আমাদের কথা রাখ্‌তে বাধ্য নই।

পুরু। যবনগণ অন্যায় যুদ্ধ করুক্‌, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যেন কথার ব্যতিক্রম না ঘটে। "ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং।" ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত হলেও সে ত্রিভুবনজয়ী।

সেকন্দরসা। (এফেষ্টিয়নের প্রতি) হস্তে অস্ত্র ধারণ ক'রেও যে পামরগণ যুদ্ধ-নিয়মের অনভিজ্ঞ, তারা এখনি আমার সৈন্যদল হ'তে দূরীভূত হউক্‌।

এফেষ্টিয়ন। মহারাজ! ওরূপ বর্ব্বরগণকে সৈন্যদল হ'তে দূরীভূত ক'রে, তবে আমার অন্য কাজ।

সেকন্দরসা। (স্বগত) আজ আমাকে বড়ই লজ্জিত হতে হয়েছে। আর আমি এখানে থাক্‌তে পাচ্ছিনে। শিবিরে গিয়েই সৈন্যদিগকে উচিত মত শিক্ষা দিতে হবে। (প্রকাশ্যে) শোন এফে-ষ্টিয়ন!

(সেকন্দরসার সহসা প্রস্থান।)

এফেষ্টিয়ন। আজ্ঞা মহারাজ! (যাইতে যাইতে সৈন্যগণের প্রতি) তোমরা এখানে থাক, আমি এলেম ব'লে।

(দুই তিন জন রক্ষকের সহিত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এফেষ্টিনের প্রস্থান।)

পুরুর-সৈন্যগণ। মহারাজ যে মূর্চ্ছা হয়েছেন দেখ্‌ছি, এস আমরা এখন এঁকে ধরাধরি করে আমাদের শিবিরের মধ্যে নিয়ে যাই।

(মূর্চ্ছাপন্ন পুরুকে তুলিয়া সৈন্যগণের গমনোদ্যোগ।)

যবন-সৈন্যগণ। আমাদের বন্দীকে তোরা কোথায় নিয়ে যাস্? রাখ্ এখানে, না হলে দেখ্‌তে পাবি।

পুরুর-সৈন্যগণ। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কি, মহাবীর পুরু যবনের বন্দী! আমরা একজন বেঁচে থাকৃতেও যবনকে কখনই মহারাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেব না।

যবন সৈন্যগণ। (অগ্রসব হইয়া ও অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কি! এখনও বল প্রকাশ? রাখ্ এখানে চলচি।

(কলহ কবিতে করিতে উভয় সৈন্যের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তক্ষশীলের শিবির মধ্যস্থিত একটী গৃহ।

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (ব্যগ্রভাবে ইতস্তত পরিভ্রমণ করত স্বগত) সেই কাপুরুষ তক্ষশীল আমাকে দেখ্ছি এখানে বন্দী করেছে। তার প্রহরিগণ আমাকে শিবির হতে নির্গত হতে দিচ্চে না। কেন আমি মর্‌তে এখানে এসেছিলেম? কেন আমি তখন পুরুরাজের কথা শুন্‌লেম না? হায়! আমি এই যুদ্ধের সময় আমার সৈন্যগণের মধ্যে থাক্‌তে পাল্লেম না? যুদ্ধে না জানি কার জয় হল? পুরুরাজকে আমি বলেছিলেম যে, আমি শীঘ্রই তাঁর শিবিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব।—না জানি তিনি কি মনে কচ্চেন,—না জানি তিনি এখন কোথায় আছেন। হয় তো রণক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন করেছেন। হায়! এখন কি করব, এই পিঞ্জর থেকে এখন আমি কি করে বেরুই, কে এখন আমাকে উদ্ধার করে? আমি যে পত্রখানি লিখে রেখেছি, তাই বা এখন কার হাত দিয়ে পুরুরাজের নিকট পাঠাই? কিছুই তো ভেবে পাচ্চিনে।

নেপথ্যে গান।—

মিলে সবে ভারত-সন্তান, এক তান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান। ইত্যাদি।—

(কিয়ৎকাল পরেই গান থামিল।)

ও কি ও। স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ না? এখানে ভারতের জয় গান কে কচ্চে? তবে কি আমাদের জয় হয়েছে? রোস, এই গবাক্ষ দিয়ে দেখি। ও!—আমাদের দেশের সেই উদাসিনী গায়িকাটী না? হাঁ সেই তো বটে! এখানে সে কি করে এল? রোস, আমি ওকে এখানে ডাকি। উদাসিনীর বেশ দেখে বোধ হয়, প্রহরিগণ ওকে এখানে আস্‌তে নিবারণ কর্‌বে না। (হস্ত সঞ্চালন দ্বারা উদাসিনীকে আহ্বান।) এইবার আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে। এই যে আসচে! এইবার বেশ সুযোগ পেয়েছি, এর দ্বারা পত্রখানি পুরু-রাজের নিকট পাঠিয়ে দিলে হয়।

বীণাহস্তে উদাসিনী গায়িকার প্রবেশ।

ঐলবিলা। তুমি এ দেশে কি জন্য এসেছ? তোমাকে দেখে আমার যে কি আহ্লাদ হয়েছে, তা বল্‌তে পারিনে।

উদাসিনী। রাজকুমারি। আমি তো আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছিলেম যে, আমি "হোক ভারতের জয়" এই গানটী দেশ বিদেশে গেয়ে গেয়ে বেড়াই, এই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাতে সমস্ত ভারতভূমি ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমার মনের একান্ত বাসনা।

ঐলবিলা। যুদ্ধে কার জয় হল, তা কি তুমি কিছু শুন্‌তে পেয়েছ?

উদাসিনী। রাজকুমারি! আমি এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছিছি, এখনও যুদ্ধের কোন সংবাদ পাইনি। আপনিও কি কিছু সংবাদ পান্‌নি?

ঐলবিলা। না, আমি কোন সংবাদ পাচ্ছিনে। শত্রুদের সঙ্গে যোগ ক'রে আমাকে রাজা তক্ষশীল এখানে বন্দী করে রেখেছে।

উদাসিনী। কি রাজকুমারি! আপনি এখানে বন্দী হয়েছেন? রাজা তক্ষশীল, আমাদের দেশের একজন প্রধান রাজা, তিনি স্বদেশকে পরিত্যাগ ক'রে, শত্রুগণের সহিত যোগ দিয়েছেন? কি আশ্চর্য্য! ভারতভূমি এরূপ নরাধমকেও গর্ভে ধারণ করেন? হা ভারতভূমি! এখন জান্‌লেম, বিধাতা তোমার কপালে অনেক দুঃখ লিখেছেন। রাজকুমারি! আপনাকে আমি এখন কি ক'রে উদ্ধার করি, ভেবে পাচ্ছিনে! (চিন্তা করিয়া) রাজা তক্ষশীলের সৈন্যগণ আমার গানে অনেকে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দেখি যদি তাদের দ্বারা আপনাকে উদ্ধার কর্‌তে পারি।

ঐলবিলা। তোমার আর কিছু কর্‌তে হবে না, যদি এই পত্রখানি তুমি পুরুরাজের হস্তে দিয়ে আস্‌তে পার, তাহলে আমি এই কারাগার হতে মুক্ত হলেও হতে পারি।

উদাসিনী। রাজকুমারি! আমাকে দিন্ না। তিনি যদি এখন ভীষণ সমরতরঙ্গের মধ্যেও থাকেন, আমি নির্ভয়ে সেখানে গিয়ে আপনার পত্রখানি দিয়ে আস্‌ব। আপনার জন্য, দেশের জন্য, আমি কি না কর্ত্তে পারি?

ঐলবিলা। এই নেও, তুমি আমার বড় উপকার কল্লে। (পত্র প্রদান।)

উদাসিনী। ও কথা বল্‌বেন না রাজকুমারি! আমার ব্রতই এই। আমি চল্লেম।

(উদাসিনীর প্রস্থান।)

ঐলবিলা। (স্বগত) আঃ। পত্রখানি পাঠিয়ে যেন আমার হৃদয়ের ভার অনেকটা লাঘব হল!

অম্বালিকার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমাকে রক্ষকগণ শিবিরের বাহিরে যেতে দিচ্চে না কেন? তবে কি আমি এখানে বন্দী হলেম? আপনার ভাই মুখে বলেন যে, তিনি আমাকে ভাল বাসেন। এই কি তাঁর প্রেমের পরিচয়? কোথায় আমি বিশ্বস্ত চিত্তে তাঁর এখানে এলেম, না তিনি কি না বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমার স্বাধীনতা হরণ কল্লেন?

অম্বালিকা। ও কথা বল্‌বেন না রাজকুমারি! তিনি তো বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কাজ করেন নি, বরং তিনি প্রণয়িজনের ন্যায়ই ব্যবহার করেছেন। এই তুমুল সংগ্রামের সময় আপনাকে যে এখান হতে বেরুতে দিচ্চেন না, এতে তো তাঁর প্রগাঢ় প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। এই সময়ে কি কোন স্ত্রীলোকের বাহিরে বেরন উচিত? এ স্থানটী দেখুন দেকি কেমন নিরাপদ—কেমন চারিদিকেই শান্তি —

ঐলবিলা। এমন শান্তিতে আমার কাজ নাই। যখন আমার সৈন্যগণ পুরুরাজের সহিত আমার জন্য রণস্থলে প্রাণ বিসর্জ্জন কচ্চে, তখন কিনা আমি এখানে একাকী নিরাপদে শান্তি উপভোগ কর্‌ব? যখন আমার মুমূর্ষু সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ প্রাচীর ভেদ করে এখানে আস্‌চে, তখন কিনা আমাকে শান্তির কথা বল্‌চেন?

অম্বালিকা। রাজকুমারি! মহারাজ তক্ষশীল আপনার ন্যায় অমন সুকোমল পুষ্পকে কি, প্রবল যুদ্ধ পবনের মধ্যে নিক্ষেপ ক'রে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন?

ঐলবিলা। আপনি আর তাঁর কথা বল্‌বেন না। কোথায় পুরুরাজ দেশের জন্য প্রাণ দিচ্চেন, আর আপনার কাপুরুষ ভাই কি না মাতৃভূমিকে পরিত্যাগ কল্লেন ও অবশেষে আমার পর্য্যন্ত স্বাধীনতা হরণ কল্লেন।

অম্বালিকা। পুরুরাজের কি সৌভাগ্য! তাঁর ক্ষণমাত্র অদর্শনে আপনার মন দেখ্‌ছি, একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আপনি যেরূপ উদ্বিগ্ন হয়েছেন তাতে বোধ হয়, যেন তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আপনি রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে পারেন।

ঐলবিলা। রণক্ষেত্র কি? তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আমি যমপুরী পর্য্যন্ত যেতে পারি। আর বোধ হয় রাজকুমারী অম্বালিকাও সেকন্দরসার জন্য মাতৃভূমি পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে পারেন।

অম্বালিকা। (রুষ্ট হইয়া) আপনি এ বেশ জান্‌বেন, বিজয়ী সেকন্দরসাকে আমার প্রণয়ী বলে স্বীকার কর্‌তে আমি কিছুমাত্র

লজ্জিত নই। আপনি কি মনে কচ্চেন, ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন?

ঐলবিলা। লজ্জাহীন না হলে, কি কোন হিন্দুমহিলা যবনের প্রেমাকাঙ্ক্ষা করে? সে যা হোক্, আপনি যে এর মধ্যেই সেকন্দরসাকে বিজয়ী বলে সম্বোধন কচ্চেন, তার মানে কি? কে জয়ী, কে পরাজয়ী এখনও তার কিছুই স্থিরতা নেই।

অম্বালিকা। অত কথায় কাজ কি? এই যে আমার ভাই এখানে আস্‌চেন, ওঁর কাছ থেকেই সব শুন্‌তে পাওয়া যাবে এখন। (স্বগত) ঐলবিলা। তুই আজ আমার মর্ম্মে আঘাত দিয়েচিস্, আজ অবধি তোকে আমার শত্রু বলে জ্ঞান কর্‌লেম!

তক্ষশীলের প্রবেশ।

তক্ষশীল। (ঐলবিলার প্রতি) যদি পুরুরাজ তখন আমার কথা শুন্‌তেন, তাহলে একটা অশুভ সংবাদ শুনিয়ে আপনাকে আমার আর কষ্ট দিতে হত না।——

ঐলবিলা। ("অশুভ" এই কথাটীমাত্র শুনিয়া পুরুরাজের নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে, অনুমান করিয়া) কি।—অশুভ—অশুভ সংবাদ!—বুঝেছি—বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! এই কথা বল্‌বার জন্যই কি তুই এখানে এসেছিস? হা পুরুরাজ!—পুরুরাজ! পুরুরাজ!——

(মূর্চ্ছা হইয়া পতন।)

তক্ষশীল। ও কি হল? রাজকুমারী মূর্চ্ছা হলেন? অম্বালিকে! বাতাস কর, বাতাস কর। পুরুরাজের পরাভব সংবাদ স্পষ্ট না দিতে দিতেই দেখ্‌ছি উনি আগু থাক্‌তে তা অনুমান ক'রে নিয়েছেন।

(ঐলবিলাকে ব্যজন)

ঐলবিলা। (একটু পরেই চেতন পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া স্বগত) আর আমার বেঁচে সুখ নেই। যখন পুরুরাজ গেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও জন্মের মত বিদায় নিয়েছেন, যখন পুরুরাজ গেছেন, তখন ভারত ভূমির মস্তকে ভীষণ বজ্রাঘাত হয়েছে। যখন পুররাজ গেছেন, তখন আমার সকলি গিয়েছে, আমার পৃথিবীর আশা ভরসা সকলি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু হৃদয়! এখনও ধৈর্য্য ধর! যদিও আমার প্রেমের প্রস্রবণ জন্মের মত শুষ্ক হয়ে গেল, তবু দেশ উদ্ধারের এখনও আশা আছে। আর একবার আমি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌ব। তার পরেই এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন ক'রে পুরুরাজের সহিত স্বর্গে সম্মিলিত হব, (প্রকাশ্যে) আমাদের সমস্ত সৈন্যই কি পরাজিত হয়েছে? আর একজনও কি বীরপুরুষ নেই যে, মাতৃভূমির হয়ে অস্ত্র ধারণ করে? বীরপ্রসূ ভারতভূমি কি এর মধ্যেই বীরশূন্য হলেন?

তক্ষশীল। সেকন্দরসার সম্পূর্ণ জয় হয়েছে ও পুরুরাজের সৈন্য-গণ একেবারে পরাস্ত হয়েছে।

ঐলবিলা। ধিক্ রাজকুমার! আপনি অম্লানবদনে ওকথা মুখে বল্‌তে পাচ্ছেন? দেশের জন্য আপনার কি কিছুমাত্র দুঃখ কি লজ্জা বোধ হচ্ছে না? দেখুন দিকি, আপনার জন্যই তো পুরুরাজ পরা-

ভূত হলেন, দেশ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হল। পুরুরাজ একাকী সহায়বিহীন হয়ে কতকাল অসংখ্য যবন সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে পারেন?

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আমি তো তাঁর হিতের জন্যই বলেছিলেম যে, সেকন্দরসার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কাজ নেই, তা তিনি শুন্‌লেন না তো, আমি কি করব?

ঐলবিলা। যদি তিনি কাপুরুষ হ'তেন, তা হ'লে আপনার কথা শুন্‌তেন। যদিও আমাদের প্রাণ যায়, রাজ্য যায়, তাতেই বা কি? আমাদের হাতে তো ক্ষত্র-কুল-গৌরব কলঙ্কিত হয়নি।

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আপনার রাজ্য কেন যাবে? সেকন্দরসা সেরূপ লোক নন। স্ত্রীলোকের সম্মান কিরূপে রাখ্‌তে হয়, তা তিনি বেশ জানেন, আর আমি যখন আপনার সহায় আছি, তখন কার সাধ্য আপনার সিংহাসন স্পর্শ করে।

ঐলবিলা। আপনার মুখে আর পৌরুষের কথা শোভা পায় না। সেকন্দরসা কি ইচ্ছা কচ্চেন যে, তিনি আমার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে আবার তিনি সেই সিংহাসন আমাকে দান কর্‌বেন? আমি তেমন কুলে জন্মগ্রহণ করি নি যে, শত্রুহস্ত হতে কোন দান গ্রহণ কব্‌ব? এইরূপ দান ক'রে তিনি কি মনে কচ্চেন তাঁর বড়ই গৌরব বৃদ্ধি হবে? দানে গৌরব বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এ কি সেইরূপ দান? আমার সিংহাসন আমার কাছ থেকে অপহরণ ক'রে কি না তাই আবার তিনি আমাকে দান কর্‌বেন?

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আপনি সেকন্দরসাকে জানেন না।

পরাজিত ব্যক্তির প্রতি তিনি এমনি ব্যবহার করেন যে, অবশেষে সেই পরাজিত ব্যক্তিও তাঁর চিরবন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হয়। দেখুন, পরাজিত দারায়ুস রাজার মহিষী, সেকন্দরসাকে এখন ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন ও দারায়ুস রাজার মাতা, তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন।

ঐলবিলা। হীনবল পারসীকেরা ওরূপ পারে, কিন্তু কোন ক্ষত্রিয়-কন্যা কখনই স্বরাজ্যাপহারী দস্যুকে বন্ধু বলে স্বীকার কত্তে পারে না, ও তার অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে, কখনই রাজত্ব কত্তে পাবে না। স্বর্ণশৃঙ্খল কি শৃঙ্খল নয়? প্রভু আপনাব ক্রীতদাসকে যতই কেন বেশ ভূষাতে ভূষিত করুক্ না, তাতে কেবল প্রভুরই গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাতে কি কখন দাসের দাসত্ব ঘোচে? সেকন্দরসাব অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে, যদি আমাদের রাজত্ব রাখ্‌তে হয়, তা সে তো রাজত্ব নয়,—সে দাসত্বের আর এক নাম মাত্র;—না, আমাদের অমন রাজত্বে কাজ নেই। ওরূপ রাজত্ব আপনি স্বচ্ছন্দে করুন্ গে, বরং সেকন্দরসা আপনার বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ, আমার ও পুরুরাজের সিংহাসন অপহরণ ক'রে আপনাকে প্রদান করুন; আমরা তাতে কাতর নই। কিন্তু সেকন্দরসা যদি তেমন লোক হন, তা হলে আপনার মতন অকৃতজ্ঞ, স্বদেশদ্রোহী নরাধমকে, তাঁর ক্রীতদাস বলেও লোকের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জিত হবেন।

(সদর্পে বেগে প্রস্থান।)

তক্ষশীল। এই ব্যাঘ্রিণীকে এখন কি করে বশীভূত করি, ভেবে পাচ্চিনে।

অম্বালিকা। তার জন্য মহারাজ! চিন্তা করবেন না। সেকন্দর-সার সাহায্যে ঐ ব্যাঘ্রিণীকে বন্ধন ক'রে, আপনার হস্তে এনে দেব।

তক্ষশীল। বল কি ভগ্নি! বাহুবলে কি কখন প্রেমলাভ হয়?

অম্বালিকা। আচ্ছা, বলে না হয়, ছলে তো হতে পারে! (চিন্তা করিয়া) আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। মহারাজ! পুরুরাজ এখন কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় আছেন?

তক্ষশীল। শুনেছি, তিনি যুদ্ধে আহত হয়েছেন, কোথায় আছেন, তা বল্‌তে পারিনে।

অম্বালিকা। মহারাজ! তবে লেখ্‌বার উপকরণ আন্‌তে আদেশ করুন।

তক্ষশীল। কে আছিস্ ওখানে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। আজ্ঞা মহারাজ।

তক্ষশীল। (রক্ষকের প্রতি) লেখ্‌বার উপকরণ শীঘ্র নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞে মহারাজ।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

তক্ষশীল। তুমি কাকে পত্র লিখ্‌বে?

অম্বালিকা। তা মহারাজ। পরে দেখ্‌তে পাবেন।

(রক্ষকের লিখিবার উপকরণ লইয়া প্রবেশ ও প্রস্থান।)

(পত্র লিখিয়া) এই আমার লেখা হয়েছে, শুনুন।

পত্র।

রাজাধিরাজ মহারাজ তক্ষশীল প্রবল-প্রতাপেষু।

প্রাণেশ্বর! তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে আমি এখানে রয়েছি, আপনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে এখনও ফিরে আস্‌চেন না দেখে, আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখা দিয়ে অধীনীর উদ্বেগ দূর করুন।

আপনারি প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী——

ঐলবিলা।

এই পত্রখানি যদি কোন রকম ক'রে পুরুরাজের হাতে গিয়ে পড়ে, তা হলে বেশ হয়। তা হলে তিনি নিশ্চয় মনে কর্‌বেন যে, রাজকুমারী ঐলবিলা আপনাকেই আন্তরিক ভাল বাসেন, ও এইরূপ তাঁর একবার সংস্কার হলে, তিনি স্বভাবতই ঐলবিলার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর্‌বেন, এবং ঐইরূপ উপেক্ষিত হলে, ঐলবিলাও পুরুরাজের প্রতি বীতরাগ হবেন; তখন মহারাজ! আপনি চেষ্টা কল্লে অনায়াসে তার মন পেতে পার্‌বেন।

তক্ষশীল। ঠিক বলেছ, অম্বালিকা! তোমার মতন বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক আমি আর কোথাও দেখিনি। রোস, আমি এক জন রক্ষককে দিয়ে এই পত্র খানি পাঠিয়ে দি, ও রে! কে আছিস ওখানে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজ!——

তক্ষশীল। মহারাজ পুরু কোথায় আছেন, জানিস্?

রক্ষক। মহারাজ! আমি শুনেছি, তিনি তাঁর শিবিরে আছেন।

তক্ষশীল। আচ্ছা—দেখ্, তুই তোর পোষাক্ টোসাক্ খুলেফেলে সামান্য বেশে এই পত্রখানি নিয়ে পুরুরাজের হস্তে দিয়ে আয়। তিনি যদি বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে এই রকম বল্‌বি;—"আমি রাণী ঐলবিলার একজন প্রজা, সম্প্রতি আমার দেশ থেকে এসেছি। এখানকার কাউকে আমি চিনিনে, রাণীর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমাকে বল্লেন যে, রাজা তক্ষশীল রণক্ষেত্রে রয়েছেন, তাঁকে এই পত্রখানি গোপনে দিয়ে এস। এই কথা ব'লে, তিনি রাজা তক্ষশীলের শিবিরে চলে গেলেন। তাই আমি এখানে এসেছি।" এর মধ্যে যেটা জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, ঠিক তারি উত্তর দিস্; বেশি কথা বলিস্‌নে,—বুঝিছিস্?

রক্ষক। আমি বুঝেছি মহারাজ।

(পত্র লইয়া রক্ষকের প্রস্থান।)

অম্বালিকা। আচ্ছা মহারাজ! যুদ্ধের পর সেকন্দরসার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল? তিনি কি আমাদের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

তক্ষশীল। দেখা হয়েছিল বৈ কি। তিনি যুদ্ধে জয় লাভ ক'রে,

গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে, আমাকে এই কথা বল্লেন যে, "তুমি যাও, শীঘ্র রাজকুমারী অম্বালিকাকে এই শুভ সংবাদটী দিয়ে এস। আমি সত্বর তাঁকে দর্শন ক'রে আমার নয়ন সার্থক করব।" তিনি এখানে এলেন ব'লে, আর বিলম্ব নেই। ভগ্নি! তোমার প্রেমে আমি কিছুমাত্র বাধা দেব না, কিন্তু আমিও যাতে রাজকুমারী ঐলবিলার প্রেম লাভ কত্তে পারি, তার জন্য তোমাকেও চেষ্টা কত্তে হবে।

অম্বালিকা। মহারাজ। বিজয়ী সেকন্দরসা যদি আমাদের সহায় থাকেন, তা হলে আর ভাবনা কি? অবলা রমণী আর কত দিন আপনার হৃদয়-কপাট বন্ধ করে রাখ্‌তে পারে?

তক্ষশীল। এই যে সেকন্দরসা এইখানেই আস্‌ছেন।

সেকন্দরসা, এফেষ্টিয়ন ও রক্ষকগণের প্রবেশ।

সেকন্দরসা। একটা জনরব উঠেছে যে, পুরুরাজ মরেছেন। এফেষ্টিয়ন! তুমি শীঘ্র জেনে এস দেখি, এ কথা সত্য কি না? যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে তাঁকে এখানে নিয়ে এস। দেখ যেন উন্মত্ত মচ সৈন্যগণ কিছুতেই তাঁর প্রাণ বিনষ্ট না করে। ওরূপ বীরপুরুষকে আমি কখনই হনন করতে ইচ্ছা করি নে।

এফেষ্টিয়ন। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

(এফেষ্টিয়ন ও রক্ষকগণের প্রস্থান।)

তক্ষশীল। (স্বগত) ভগবান করেন, যেন এই জনরবটী সত্য

হয়। এত লোক যখন বল্‌চে, তখন নিশ্চয়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আ!—এত দিনে বুঝি আমার পথের কণ্টক অপসৃত হ'ল।

সেকন্দরসা। মহারাজ তক্ষশীল! এ কথা কি সত্য যে, কুমু-পর্ব্বতের রাণী ঐলবিলা আপনার প্রতি অন্ধ হয়ে, সেই দুর্ম্মতি, দুঃসাহসিক পুরুরাজকে তাঁর হৃদয় দান করেছেন? মহারাজ! চিন্তা করবেন না, আপনার রাজ্য তো আপনারই রইল। এতদ্ব্যতীত পুরুরাজের রাজ্য ও রাণী ঐলবিলার রাজ্যও আমি আপনাকে প্রদান কল্লেম। আপনি এখন তিন রাজ্যের অধীশ্বর হ'লেন, এই তিন রাজ্যের ঐশ্বর্য্য নিয়ে সেই সুন্দরীর চরণে সমর্পণ করুন, তা হলেই নিশ্চয় তিনি প্রসন্ন হবেন।

তক্ষশীল। মহারাজ! আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ কল্লেন। কি ক'রে যে, এখন আমার মনের কৃতজ্ঞতা আপনার নিকট প্রকাশ করি তা;———

সেকন্দরসা। এখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থাক্, আপনি এখন শীঘ্র রাণী ঐলবিলার নিকট গিয়ে, তাঁকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করুন।

তক্ষশীল। মহারাজ! এই আমি চল্লেম।

(মহা আহ্লাদিত হইয়া তক্ষশীলের প্রস্থান।)

সেকন্দরসা। রাজকুমারি! রাজা তক্ষশীলের যাতে প্রেম-লালসা চরিতার্থ হয়, তজ্জন্য তাঁকে তো আমি সাহায্য কল্লেম, কিন্তু আমার জন্য কি আমি কিছুই করব না? আমার জয়ের ফল কি অন্যকে প্রদান করেই সন্তুষ্ট থাকব? সে যাই হোক্, আমি আপনাকে বলে-

ছিলেম যে, জয় লাভ করেই আমি আপনার নিকট এসে উপস্থিত হব। দেখুন, আমি আমার কথা মত এসেছি; আপনিও আমাকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, এইবার সাক্ষাৎ হলে, আপনি আপনার হৃদয় আমার প্রতি উন্মুক্ত কর্‌বেন, আপনি এখন আপনার কথা রাখুন।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমার হৃদয়-দ্বার তো আপনার প্রতি সততই উন্মুক্ত রয়েছে, তবে,—আমার এখন শুদ্ধ এই ভয় হচ্চে, পাছে আমার মন প্রাণ সকলই আপনার হাতে সমর্পণ ক'রে, শেষে না আমায় অকুল পাথারে ভাস্‌তে হয়। যে বস্তু বিনা আয়াসে ও সহজে লাভ হয়, তার প্রতি রাজকুমার। স্বভাবতই উপেক্ষা হয়ে থাকে। আপনাদের ন্যায় বীর-পুরুষের হৃদয় জয়লালসাতেই পরিপূর্ণ, তাতে কি প্রেম কখন স্থান পায়? আর যদিও কখন প্রেমের উদ্রেক হয়, তাও বোধ হয়, ক্ষণস্থায়ী। আমার হৃদয়ের উপর একবার জয়লাভ কত্তে পাল্লেই আপনার জয়লালসা চরিতার্থ হবে ও তা হলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। তার পরেই আবার আপনি অন্যান্য নূতন জয়ের অনুসরণে ধাবিত হবেন। এ অধীনকে তখন আপনার মনেও থাক্‌বে না। রাজকুমার! আপনারা জয় কত্তেই পারেন,—প্রেম কি পদার্থ, তা আপনারা চেনেন না।

সেকন্দরশা। রাজকুমারি! আপনি যদি জান্‌তেন, আপনার জন্য আমার হৃদয় কিরূপ ব্যাকুল হয়েছে, তা হলে ও কথা বল্‌তেন না। সত্য বটে, পূর্ব্বে আমার হৃদয়ে যশঃস্পৃহা ভিন্ন আর কিছুই স্থান পেত না। পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য ও রাজাকে জয় করব, এই আমার

মনের একমাত্র চিন্তা ছিল। পারস্য রাজ্যে অনেক সুন্দরী রমণী আমার নয়ন-পথে পতিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের রূপ লাবণ্য আমার মনকে বিচলিত কত্তে পারে নি। যুদ্ধ-গৌরবে উন্মত্ত হয়ে তাদের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করি নি। কিন্তু যে অবধি আপনার ঐ সুকোমল নয়নবাণ আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে, সেই অবধি আমার হৃদয়ে অন্য ভাবের সঞ্চার হয়েছে। বিশ্বজয় কত্তেই আমি ইতিপূর্ব্বে ব্যস্ত ছিলেম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, "বিশ্ব যায় গড়াগড়ি ও চারু চরণে।" এখন আমি পৃথিবীর যেখানেই জয় সাধন কত্তে যাই না কেন, আপনাকে না দেখ্‌তে পেলে আমার হৃদয় কিছুতেই তৃপ্তি লাভ কত্তে পারবে না।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনি যেখানে যাবেন, জয়ও বন্দীর ন্যায় আপনার অনুগামী হবে, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, প্রেমও সেইরূপ আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে? বিস্তীর্ণ রাজ্য, অপার সমুদ্র, দুস্তর মরুভূমি সকল, যখন আমাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করবে, তখন কি এই অধীনী আপনার স্মরণপথে আস্‌বে? যখন সসাগরা ধরা আপনার বাহুবলে কম্পিত হ'য়ে, আপনার পদানত হবে, তখন কি আপনার মনে পড়্‌বে যে, একজন হতভাগিনী রমণী, কোন দূরদেশে আপনার জন্য নিশিদিন বিলাপ কচ্চে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার ন্যায় সুন্দরীকে এখানে ফেলে কি আমি যেতে পারি? আপনি কি আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করেন না?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনি তো জানেন রমণী চিরকালই পরাধীন। আমার ভায়ের বিনা সম্মতিতে আমি কিছুই কত্তে পারিনে। সকলই তাঁর উপর নির্ভর কচ্চে।

সেকন্দর। তিনি যদি আমার বাসনা পূর্ণ করেন, তাহলে, আমি তাকে সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর করে দিয়ে যাব।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনার আর কিছুই কত্তে হবে না। রাজকুমারী ঐলবিলা যাতে আমার ভায়ের প্রতি প্রসন্ন হন, এইটী আপনি করে দিন। তাহলে তাঁর সম্মতি গ্রহণ কত্তে আমার কোন কষ্ট হবে না। ঐলবিলাকে যেন পুরুরাজ লাভ কত্তে না পারেন।

সেকন্দর। আচ্ছা রাজকুমারি! যাতে রাণী ঐলবিলা রাজা তক্ষশীলের প্রতি প্রসন্ন হন, তজ্জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব। রাজা তক্ষশীলের উপর যখন আমার সমস্ত সুখ শান্তি নির্ভর কচ্চে, তখন তারও যাতে মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তজ্জন্য আমি চেষ্টা কত্তে ত্রুটি করব না। ঐলবিলা এখন কোথায়?

অম্বালিকা। মহারাজ! তিনি পার্শ্বের ঘরে আছেন।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি তবে তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে দেখি।

(সেকন্দরসা ও অম্বালিকার প্রস্থান।)

তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

তক্ষশীলের শিবির মধ্যস্থিত একটী ঘর।

ঐলবিলা। (স্বগত) এখন কেবল শত্রুগণের জয়ধ্বনিই চতু-র্দ্দিকে শোনা যাচ্চে। এই দুঃখের সময় আমি কি একদণ্ডও একাকী বিরলে বসে বিলাপ করতেও পাব না? আমি যেখানে যাই, তক্ষশীলের লোকজন আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কিন্তু আমাকে ওরা আর কত দিন এখানে ধরে রাখ্‌তে পারবে? হায়! পুরুরাজ! তুমি নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে এখানে একাকী ফেলে চলে গেলে? যাও, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়্‌ব না। শীঘ্র তোমার সহিত পরলোকে গিয়ে সম্মিলিত হব। না—পুরুরাজ তো নিষ্ঠুর নন্—আমিই নিষ্ঠুর। যুদ্ধে যাবার অগ্রে যখন তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, সেই সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে আমি তাঁকে আমার হৃদয় সমর্পণ করেছি কি না? কিন্তু আমি পাষাণ হৃদয়ের ন্যায় তাকে বল্লেম "যান যুদ্ধে যান, এখন প্রেমালাপের সময় নয়।" পুরুরাজ! আমি অমন কথা আর বলব না; এখন বল্‌চি, শ্রবণ করুন,—আমার প্রাণ, হৃদয়, মন, সকলি আপনাকে সমর্পণ করেছি। সে সময়ে আমি তাঁকে বল্লেম না,—এখন আর কাকে বল্‌চি? আমার কথা কে শুন্‌বে? পুরু-রাজ! আর একবারটী এসে আমাকে দেখা দিন! আর আ-

আপনাকে যুদ্ধে যেতে বল্‌ব না। কৈ—পুরুরাজ কৈ? হায়! আমি কেন বৃথা অরণ্যে রোদন কচ্চি? আমার কথা বায়ুতে বিলীন হয়ে যাচ্চে। পুরুরাজ! তোমার কি ইচ্ছা যে, আমি যবনের অধীনতা স্বীকার কর্‌ব? তবে কেন তুমি আমাকে উদ্ধার কত্তে আস্‌চ না? আমি শুন্‌চি আজ যবনরাজ আমাকে সান্ত্বনা কর্‌বার জন্য এখানে আস্‌বেন, আসুন। যবনের সাধ্য নেই যে আমাকে ভুলায়। পুরুরাজ! তুমি এ বেশ জান্‌বে, আমি তোমার অযোগ্য নই। তুমি যেমন বীর-পুরুষের ন্যায় প্রাণত্যাগ করেছ—আমিও তেমনি বীরপত্নীর ন্যায় তোমারই অনুগামিনী হব।

সেকন্দরসার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (সেকন্দরসাকে দেখিয়া) এখানে আপনি কেন? পরের ক্রন্দন শুন্‌তে আপনার কি ভাল লাগে? বিরলে বসে ক্রন্দন কর্‌বার আমার যে একটু স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতাটুকু হতেও কি আপনি আমাকে বঞ্চিত কর্‌বেন? ক্রন্দনেও কি আমার স্বাধীনতা নাই?

সেকন্দর। রাজকুমারি! ক্রন্দন করুন আমি আপনাকে নিবারণ কত্তে চাইনে। আপনার ক্রন্দনের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনি যে অশুভ সংবাদ শুনেছেন, তা মিথ্যা হলেও হতে পারে। কারণ জনরবের কথা কিছুই বলা যায় না। পুরুরাজের ন্যায় সাহসী বীরপুরুষ আমি আর কোথাও দেখিনি। যদিও আমি তাঁর শত্রু;

তথাপি এ আপনার কাছে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি। ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার পূর্ব্বেই আমি তাঁর নাম শুনেছিলেম। অন্যান্য রাজাদের অপেক্ষাও তাঁর যশ ও কীর্ত্তি —

ঐলবিলা। পরের যশে পরের গুণে আপনার কি তবে ঈর্ষা হয়? আপনি সেই জন্যই কি এত দেশ অতিক্রম ক'রে তাঁকে নিধন কত্তে এসেছিলেন?

সেকন্দর। রাজকুমারি! তা নয়। তাঁকে বধ করবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। আমি শুনেছিলেম, যে পুরুরাজকে কেহই জয় কত্তে পাবে না। তাই শুনেই আমার জয়স্পৃহা উত্তেজিত হয়েছিল। আগে আমি মনে কত্তেম বুঝি আমার কীর্ত্তি কলাপে বিস্মিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীর চক্ষু একমাত্র আমার উপরেই নিপতিত রয়েছে। কিন্তু যখন শুন্‌লেম, পৃথিবীর লোক পুরুরাজেরও জয়ঘোষণা কচ্চে, তখন আমি বুঝ্‌লেম, পৃথিবীতে আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। আমি যত দেশে জয় করবার জন্য গিয়েছি, প্রায় সকল দেশই বিনা যুদ্ধে আমার নামমাত্র শুনেই আমার শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু ওরূপ সহজ জয়লাভে আমার তৃপ্তি বোধ হ'ত না। যখন পুরুরাজের নাম আমি শুন্‌লেম, তখন ভারতভূমিকে আমার গৌরব অর্জ্জনের উপযুক্ত ক্ষেত্র ব'লে মনে করলেম; পুরুরাজের যেরূপ পৌরুষ ও বিক্রমের কথা পূর্ব্বে শুনেছিলেম, কার্য্যে তার অধিক পরিচয় পেয়েছি। যখন তাঁর সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করলেন। আমি তাতে সম্মত হয়েছিলেম, আমাদের দুজনে

যুদ্ধ হচ্ছিল, এমন সময়ে আমার মূঢ় সৈন্যগণ আমার আজ্ঞার বিপরীতে, পুরুরাজকে আহত কল্লে। সমস্ত সৈন্যের সহিত তিনি যদিও এখন পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু এতে তাঁর গৌরবের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি।

ঐলবিলা। হ্রাস কি, তাঁর গৌরব বরং এতে আরও বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু আপনি কি তাঁকে এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে নিহত ক'রে কিছুমাত্র গৌরব অর্জ্জন কত্তে পাল্লেন? আপনি জয়লাভ করেছেন, এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিন। কিন্তু আপনি এ বেশ জান্‌বেন যে, সেই কাপুরুষ, পুরুষাধম তক্ষশীলও মনে মনে আপনার বিজয়ী নামে সন্দেহ কচ্চে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি যেরূপ মনোবেদনা পেয়েছেন, তাতে আমার প্রতি আপনার কোপ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। এ জন্য আপনাকে আমি দোষ দেব না। কিন্তু দেখুন, আমি অগ্রে পুরুরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করবার জন্য দূত প্রেরণ করেছিলেম, কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে, আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান কল্লেন। কিন্তু অবশ্য এ আপনার মান্‌তে হবে—

ঐলবিলা। আমাকে আপনি কি মান্‌তে বল্‌ছেন? আচ্ছা আমি মান্‌লেম যে আপনি পৃথ্বীবিজয়ী, আপনি অজেয়, আপনার কিছুই অসাধ্য নেই। মনে করুন আমি এ সকলি মান্‌লেম। কিন্তু এত দেশ জয় ক'রে, এত রাজা বিনষ্ট ক'রে, এত মনুষ্যের রক্তপাত ক'রেও কি আপনার শোণিত-পিপাসার শান্তি হয় নি? পুরুরাজ আপনার

কি অনিষ্ট করেছিলেন? আপনি এখানে না এলে আমরা দুজনে পরম সুখে জীবন যাপন কত্তে পারতেম। আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে যে সুকোমল গ্রন্থিটী ছিল, সেটী ছিন্ন করবার জন্যই কি আপনি এত দেশ অতিক্রম ক'রে এখানে এসেছিলেন? অন্য লোকে আপনাকে যাই মনে করুক, আমি আপনাকে পররাজ্যাপহারী নিষ্ঠুর দস্যু বই আর কিছুই জ্ঞান করিনে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমার বেশ বোধ হচ্চে, আপনি ইচ্ছা কচ্চেন যে আমি আপনার কটূক্তি শ্রবণ ক'রে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে আমিও আপনার প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করব। কিন্তু না, তা মনে করবেন না। সেকন্দরসা পৃথিবীকে নিগ্রহ কত্তে পারেন, কিন্তু তিনি অবলা রমণীর মনে কখনই কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। আপনি হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন, আপনার দুঃখের যথেষ্ট কারণও আছে। কিন্তু রাজকুমারি! সকলই দৈবের অধীন। গত বিষয়ের জন্য বৃথা কেন শোক কচ্চেন? আমি জানি, পুরুরাজ আপনার প্রতি যেরূপ অনুরাগী আর একজন রাজকুমারও আপনার প্রতি তদপেক্ষা অধিক অনুরাগী আছেন, রাজা তক্ষশীল আপনার জন্য ——

ঐলবিলা। কি! সেই বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, নরাধম ——

সেকন্দর। আপনি তাঁর উপর কেন এত রুষ্ট হয়েছেন? তিনি আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখে দুজনে রাজ্যভোগ করুন। এই যে রাজা তক্ষশীল এইদিকেই আসচেন।

তিনি আপনার মনোগত ভাব স্বয়ং আপনার নিকট ব্যক্ত করুন, আমি চল্লেম।

(সেকন্দরসার প্রস্থান।)

তক্ষশীলের প্রবেশ।

ঐলবিলা। এই যে ক্ষত্রিয়কুল-প্রদীপ, ভারতভূমির গৌরবসূর্য্য, মহাবীর মহারাজ তক্ষশীল!—আপনি এখানে কি মনে ক'রে? আপনি যান, বিজয়ী যবনরাজের জয় ঘোষণা করুন গে, আপনার প্রভুর পদসেবা করুন গে, এখানে কেন বৃথা সময় নষ্ট কত্তে এসেছেন?

তক্ষশীল। আমাকে আর গঞ্জনা দেবেন না। আমার প্রতি অত নির্দ্দয় হবেন না, আমাকে যা আপনি কত্তে বল্‌বেন, তাই আমি কচ্চি। আমি আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস।

ঐলবিলা। আমাকে সন্তুষ্ট কর্‌বার যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আমি যেরূপ যবনরাজকে ঘৃণা করি, আপনিও তেমনি তাঁকে ঘৃণা করুন। যবনসৈন্যদের বিরুদ্ধে এখনি যাত্রা করুন। যবন-শোণিতে ভারতভূমি প্লাবিত করুন,—মাতৃভূমিকে উদ্ধার করুন,—জয় লাভ করুন,—রণক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করুন।

তক্ষশীল। রাজকুমারি! এত করেও কি আপনার হৃদয়লাভ কত্তে সমর্থ হব?

ঐলবিলা। আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, তা হলে আমার নিকট আপনি ঘৃণাস্পদ হবেন না। দেখুন, পুরুরাজ নেই, তবু তাঁর সৈন্য-

গণের উৎসাহ কমেনি; এমন কি আপনার সৈন্যগণও যবন-বিরুদ্ধে যুদ্ধ কত্তে উৎসুক হয়েছে। আপনি তাদের যুদ্ধে নিয়ে যান, তাদিগকে উৎসাহ প্রদান করুন, -পুরুরাজের স্থলাভিষিক্ত হউন,—দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন,—ক্ষত্রিয়কুলের নাম রাখুন।——কি!—চুপ ক'রে রয়েছেন যে? আপনার কাছে তবে কি আমি এতক্ষণ বৃথা বাক্য ব্যয় কল্লেম? যান- তবে আপনি দাসত্ব করুন গে,—আপনার প্রভুর পদসেবা করুন গে,—এখানে কেন আমাকে ত্যক্ত বত্তে এসেছেন?

তক্ষশীল। আপনি জানেন,—আপনি এখন আমার হাতে আছেন?

ঐলবিলা। আমি জানি, আপনি আমার শরীরকে বন্দি করে-ছেন; কিন্তু আমার হৃদয়কে আপনি কখনই বন্দি কত্তে পার্‌বেন না। আপনি হাজার আমাকে ভয় দেখান, আমি তাতে ভীত নই। আমাকে কেন ত্যক্ত কচ্চেন?

(ঐলবিলার প্রস্থান।)

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আমাকে মার্জনা করুন, যাবেন না, যাবেন না।

অম্বালিকার প্রবেশ।

অম্বালিকা। কেন মহারাজ! আপনি ঐ কুহকিনীর আশায় এখনও রয়েছেন? ওকে আপনার মন থেকে একেবারে দূর করে দিন। ওর জন্য আমাদের ভারি জ্বালাতন হ'তে হচ্চে।

তক্ষশীল। না,—আমি ওঁকে আমার মন থেকে কিছুতেই দূর কত্তে পারব না। দেখদেখি ভগ্নি! তোমার জন্যই তো আমার এই দশা হ'ল। তোমার পরামর্শ শুনেছিলেম বলেই তো ওঁর নিকট আমাকে ঘৃণাস্পদ হ'তে হয়েছে; আর আমার সহ্য হয না। আমি ওঁর ঘৃণিত হ'য়ে আর ক্ষণকালও থাক্‌তে পাচ্চিনে। যাই,—আমি ঐ সুন্দরীর পদতলে এখনি গিয়ে পড়ি। আমি তাঁকে বলিগে যে, আমি সেকন্দরসার বিরুদ্ধে এখনি অস্ত্র ধারণ কত্তে প্রস্তুত আছি,—যুদ্ধে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি।

অম্বালিকা। (কষ্ট হইয়া) যান মহারাজ! এখনি আপনি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যান, আর আমি আপনাকে নিবারণ করব না, শীঘ্র যান, পুরু-রাজ আপনার প্রতীক্ষা কচ্চেন।

তক্ষশীল। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি পুরুরাজের এখনও মৃত্যু হয়নি? তবে কি জনরব মিথ্যা হ'ল। পুরুরাজ আবার যমপুরী থেকে ফিরে এলেন না কি? তবে দেখ্‌ছি, আমার সব আশা ফুরিয়ে গেল, হা অদৃষ্ট!

অম্বালিকা। দেখুন গিয়ে মহারাজ! পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন। তিনি খানিক অচেতন অবস্থায় ছিলেন ব'লে, জনরব উঠেছিল, তাঁর মৃত্যু হয়েছে! তিনি এখনি সসৈন্য এসে বল পূর্ব্বক রাজকুমারী ঐল-বিলাকে আপনার নিকট হ'তে নিয়ে যাবেন। যান মহারাজ! আর বিলম্ব করবেন না, পুরুরাজের সাহায্যে এখনি গমন করুন। পুরু-রাজের মত হিতৈষী বন্ধু তো আর আপনার দ্বিতীয় নেই, আমি চল্লেম।

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

তক্ষশীল। (স্বগত) আমার অদৃষ্ট কি মন্দ! আমি মনে করেছিলেম, পুরুরাজ মরেছেন, আমার পথের কণ্টক অপসৃত হয়েছে। কিন্তু বিধি আমার প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ে আবার তাঁকে জীবিত ক'রে তুলেছেন! যাই,—রণক্ষেত্রে গিয়ে একবার দেখি, এ কথা সত্য কি না।

(তক্ষশীলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুরুরাজের শিবির।

পুরু আহত হইয়া পালঙ্কোপরি শয়ান তাঁহার

কতিপয় সৈন্য দণ্ডায়মান।

সৈন্যগণ। মহারাজ দেখ্‌ছি সংজ্ঞা লাভ করেছেন।

পুরু। সৈন্যগণ! আমি কি সেকন্দরসার বন্দি হয়েছি? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছ?

একজন সেনা। মহারাজ! সেকন্দরসার সৈন্যগণ আপনাকে বন্দি কর্‌বার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের আমরা বল্লেম যে, আমরা একজন প্রাণী জীবিত থাকতেও যবনকে মহারাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে কখনই দেবো না। এই কথা ব'লে, আপনার দেহকে রক্ষা কত্তে কত্তে আমরা শত্রুগণের সঙ্গে সংগ্রাম কত্তে লাগ্‌লেম। এখন মহারাজ! আপনি আপনারই শিবিরে রয়েছেন। শত্রুগণ পলায়ন করেছে, কিন্তু আমাদের প্রায় সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হ'য়ে গেছে। আমরা এই কয়েক জন মাত্র অবশিষ্ট আছি।

পুরু। সৈন্যগণ! তোমরা ক্ষত্রিয়ের ন্যায়ই কার্য্য করেছ। ঘরে ব'সে ব্যাধিতে মরা ক্ষত্রিয়গণের অধর্ম্ম। রণস্থলে প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র ধর্ম্ম।—দেখ, তোমরা যুদ্ধের সময় কি রাজ-কুমারী ঐলবিলাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলে?

সৈন্যগণ। কৈ না মহারাজ!

পুরু। (স্বগত) তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়েই, শিবিরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। তা কৈ?—তিনি কি তবে আমাকে প্রতারণা কল্লেন?—তবে কি তিনি রাজা তক্ষশীলের প্রতিই যথার্থ অনুরাগিণী?—তিনি কি তবে তক্ষশীলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ছল ক'রে তাঁর শিবিরে রইলেন?—না, এমন কখনই হতে পারে না। রাজকুমারী ঐলবিলার কখনই এরূপ নীচ অন্তঃকরণ নয়। কিন্তু কিছুই বলা যায় না,—রমণীর মন!

একজন পত্রবাহকের প্রবেশ।

পত্রবাহক। রাণী ঐলবিলা আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন,—
(পুরুকে পত্র প্রদান।)

পুরু। (মহা আহ্লাদিত হইয়া পত্র গ্রহণ করত স্বগত) রাজ-কুমারী ঐলবিলা পত্র পাঠিয়েছেন, আ! বাঁচলেম। এতক্ষণে যে জীবন এল। (মনের আগ্রহতা বশতঃ শিরোনামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই পত্র পাঠ।)

পত্র।

"প্রাণেশ্বর! তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনাব পথ চেয়ে আমি এখানে রয়েছি, আপনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে এখনও ফিরে আস্‌চেন না দেখে, আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখা দিয়ে অধিনীর উদ্বেগ দূব করুন।

আপনারি প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী—

ঐলবিলা।"

"প্রাণেশ্বর!"—"প্রাণেশ্বর!" আ!—কি মধুর সম্বোধন! আমার শরীবের যন্ত্রণা এখন আর যেন যন্ত্রণাই ব'লে বোধ হচ্চে না। এখন যেন আমি আবার নূতন বলে বলী হলেম। আ!—প্রেমের কি আশ্চর্য্য মৃত সঞ্জীবনী শক্তি! (পুনরায় পত্র পাঠ।) "চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে এখানে রয়েছি," এর অর্থ কি?—তাঁরই তো এখানে আস্‌বার কথা ছিল, আমার সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার তো কোন কথা ছিল না, তবে কেন তিনি আমার প্রতীক্ষা কচ্চেন, বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। তবে বোধ হয় কোন কারণ বশতঃ তিনি এখানে আসতে পারেন নি, কিন্তু তা হ'লেও তো কারণটা তিনি পত্রে উল্লেখ কত্তেন। এর তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। যাই হোক, তাঁর অদর্শনে তাঁর সুধাময় হস্তাক্ষরই এখন আমার জীবন। এই রোগ-শয্যায় তাঁর পত্রই একমাত্র ঔষধি। আর একবার পাড়ি। (পত্র পৃষ্ঠ দর্শন)

শিরোনামা।

"রাজাধিরাজ মহারাজ তক্ষশীল প্রবল-প্রতাপেযু।"

(বিস্মিতভাবে একটু উঠিয়া বসিয়া) এ কি ?—এতো আমার পত্র না, এ যে রাজা তক্ষশীলের পত্র — রাজকুমারী ঐলবিলা সেই কাপুরুষ নরাধমকে এইরূপ পত্র লিখ্‌বেন ?—একি কখন সম্ভব ?—"প্রাণেশ্বর।"—"প্রাণেশ্বর!" - তক্ষশীল তার "প্রাণেশ্বর!" আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি, না আমার পড়্‌তে ভ্রম হ'ল ? দেখি (পুনর্ব্বার পাঠ) না আমার তো ভ্রম হয় নি, এযে স্পষ্টাক্ষরে তার নাম লেখা রয়েছে,—হা! অবশেষে কি এই হ'ল ? (হতাশ হওত শয্যায় পুনর্ব্বার শুইয়া পড়ন) একটু পূর্ব্বে কোথায় আমার মন গগন স্পর্শ কচ্ছিল, এখন কি না তেমনি দারুণ পতন। নিষ্ঠুর প্রেম! মানব-হৃদয়কে নিয়ে তোর কি এইরূপ ক্রীড়া?—আর তোর কুহকে আমি ভুল্‌ব না, আর তোর মায়ায় মুগ্ধ হব না। পৃথিবীর ধন, পৃথিবীর যশ, পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর আর সকলি যেরূপ,—আজ জান্‌লেম, পার্থিব প্রেমও সেইরূপ। (পত্রবাহকের হস্তে পত্র প্রদান করত প্রকাশ্যে) এই নেও,--রাজা তক্ষশীলের পত্র তুমি আমার কাছে কেন নিয়ে এসেছ ?

পত্রবাহক। আজ্ঞা,—আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বেন। আমি রাণী ঐলবিলার একজন প্রজা, সম্প্রতি আমি দেশ থেকে এসেছি, এখানকার কাহাকেও চিনিনে। রাণী বলেছিলেন যে, রাজা তক্ষশীল সমরক্ষেত্রে আছেন, লোকের মুখে সন্ধান পেয়ে রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত আ

চিনে আস্‌তে পেরেছিলেম, কিন্তু সেখানে কাহাকে দেখ্‌তে পেলেম না। তার পর এই সৈন্যগণকে দেখে মনে কল্লেম, বুঝি এই খানেই রাজা তক্ষশীল আছেন। তাই আমি -----

পুরু। আমি অত কথা শুন্‌তে চাইনে, আমার ও পত্র নয়, যার পত্র তাকে দেও গে।

(পত্রবাহকের প্রস্থান।)

পুরু। (স্বগত) "প্রাণেশ্বর" "তৃষিতা চাতকিনী"—"প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী" (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ) ওঃ!—আর সহ্য হয় না। আমি যা সন্দেহ কচ্ছিলেম, তাই কি ঘট্‌ল! আমি কেন সেই ভুজঙ্গিনীকে এত দিন আমার হৃদয় মধ্যে পুষে রেখেছিলেম? হা! কেন আমি বেঁচে উঠ্‌লেম? রণক্ষেত্রেই কেন আমার প্রাণ বহির্গত হলো না? আমার সৈন্যগণ বিনষ্ট হ'ল—জন্মভূমি স্বাধীনতা হারালেন,—আমি রাজসিংহাসন হ'তে পরিভ্রষ্ট হলেম, অবশেষে আমার প্রেমের প্রস্রবণও কি শুষ্ক হ'য়ে গেল!—কিন্তু কেন আমি স্ত্রীলোকের মত বৃথা বিলাপ কচ্চি? হৃদয়! বীরপুরুষোচিত ধৈর্য্য অবলম্বন কর, সেই মায়াবিনী, কুহকিনী, ভুজঙ্গিনীকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।

(নেপথ্যে—রণবাদ্যের শব্দ ও যবনসৈন্যগণের সিংহনাদ।)

পুরুর সৈন্যগণ। সকলে সতর্ক হও! যবন সৈন্যগণ বুঝি আবার আস্‌চে।

পুরু। তোমরা এই কয়জনে কি অসংখ্য যবন সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে পারবে?

সৈন্যগণ। মহারাজ! আমরা একজনও বেঁচে থাক্‌তে আপনাকে কথনই বন্দি ক'রে নিয়ে যেতে দেব না। এস আমরা সকলে দুর্গের ন্যায় বেষ্টন ক'রে মহারাজকে রক্ষা করি।

(নিষ্কোষিত অসি হস্তে সৈন্যগণ পুরুরাজকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান।)

এফেষ্টিয়ন ও যবনসৈন্যগণের প্রবেশ।

যবনসৈন্যগণ। জয় সেকন্দরসার জয়!

পুরুর সৈন্যগণ। জয় ভারতের জয়! জয় পুরুরাজের জয়!

এফেষ্টিয়ন। (যবন সৈন্যের প্রতি) সাবধান! তোমরা ওদের কিছু ব'ল না, (পুরুরাজের প্রতি) মহারাজ! বিজয়ী সেকন্দরসা আপনাকে তাঁর সমীপে উপনীত করবার জন্য আমাকে আদেশ করে-ছেন। অতএব আপনি যুদ্ধ সজ্জা পরিত্যাগ ক'রে সহজে আত্ম সমর্পণ করুন। আপনার সৈন্যগণকে যুদ্ধ হ'তে নিবারণ করুন। বৃথা কেন মনুষ্য-রক্ত পাত করেন?

পুরুর সৈন্যগণ। (পুরুর প্রতি) মহারাজ! ওরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা দেবেন না। তা হলে আমাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট হবে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে স্বর্গলোক লাভ কত্তে পারি।

পুরু। (এফেষ্টিয়নের প্রতি) দেখুন দূতরাজ! আমি তে আহত হয়ে নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। আমার তো আর যুদ্ধ কর-বার বিছুমাত্র শক্তি নাই। আমি যদি এখন সৈন্যগণকে যুদ্ধ হ'তে

নিবারণ করি, তা হলে ওদের মনে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। দেখুন দূতরাজ! রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়গণের একমাত্র ধর্ম্ম।

এফেষ্টিয়ন। (যবন-সৈন্যগণের প্রতি) তবে সৈন্যগণ! পুরুরাজকে বলপূর্ব্বক বন্দি করে নিয়ে চল।

পুরুর সৈন্যগণ। আমরা একজন থাক্‌তে মহারাজকে বন্দি হতে দেব না।

(উভয় সৈন্যের যুদ্ধ। একে একে পুরুরাজের সকল সৈন্যের পতন।)

এফেষ্টিয়ন। সৈন্যগণ! এখন পুরুরাজকে শিবিরের বাহিরে নিয়ে চল।

(সৈন্যগণ পালঙ্গ ধরিয়া পুরুরাজকে রঙ্গভূমির কিঞ্চিৎ পুরোভাগে আনয়ন,—এই সময় পুরুর মৃত সৈন্যগণকে আবরণ করিয়া রঙ্গভূমি বিভাগ করত আর একটী পট নিক্ষেপ।)

(দৃশ্য রণক্ষেত্র।)

তক্ষশীলের প্রবেশ।

তক্ষশীল। পুরুরাজ মরেছেন না কি? কৈ দেখি? (নিকটে গিয়া স্বগত) এযে এখনও বেঁচে আছে। তবেই দেখ্‌ছি জনরবের কথাটা মিথ্যা হল। (প্রকাশ্যে এফেষ্টিয়নের প্রতি) আপনি এঁকে বন্দি করে নিয়ে যাচ্চেন নাকি? (পুরুর প্রতি) ভায়া। তোমাকে এত করে ব'লে ছিলেম যে সেকন্দরশার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে যেও না, তা

তো তুমি শুন্‌লে না। এখন তার ফল ভোগ কর। তখন যে এত আস্ফালন করেছিলে, এখন সে সব কোথায় গেল?

পুরু। (স্বগত) আর সহ্য হয় না। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্চে, গায়ে যেন এখন একটু বল পেলেম, নরাধমকে সমুচিত শাস্তি না দিয়ে থাক্‌তে পাচ্চিনে।

(হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া তক্ষশীলের প্রতি আক্রমণ।)

(অসি দ্বারা আঘাত করিয়া) এই নে,—এই তোর পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত; কিন্তু আমার অসি আজ কাপুরুষের রক্তে কলঙ্কিত হল।

তক্ষশীল। উঃ! গেলেম!

(তক্ষশীল আহত হইয়া পতন)

যবনসৈন্যগণ। ওকিও? ওকিও? ধর ধর ধর!

(সকলে পুরুরাজকে ধরিয়া নিরস্ত্র করণ ও বল পূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ।

তক্ষশীল। (স্বগত) আমি তো মলেম, কিন্তু রাণী ঐলবিলার প্রেম ওকে সুখে কখনই উপভোগ কত্তে দেব না, ওকে এর উচিত প্রতিশোধ দেব (প্রকাশ্যে) আমাকে যেমন তুই অস্ত্রাঘাতে মার্‌লি, তুইও তেমনি হৃদয় জ্বালায় দগ্ধ হ'য়ে আজীবন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বি। তুই কি মনে করেচিস্‌,—ঐলবিলা,—তোর প্রতি অনুরাগিণী?—ও! গেলেম!

(তক্ষশীলের মৃত্যু।)

পুরু। (স্বগত কাঁপিতে কাঁপিতে) আর কোন সন্দেহ নাই, তবে নিশ্চয় পত্রে যা ছিল তাই ঠিক, হা! আর আমি দাঁড়াতে পাচ্চিনে, শরীর অবসন্ন হয়ে এল।

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা হইয়া পতন।)

এফেষ্টিয়ন। পুরুরাজ আবার মূর্চ্ছা গেছেন, এস আমরা এঁকে নিয়ে যাই। রাজা তক্ষশীলের মৃত দেহও শিবিরে নিয়ে চল।

(সৈন্যগণ পুরুকে ও তক্ষশীলের দেহকে লইয়া প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তক্ষশীলের শিবির।

সেকন্দরসা ও অম্বালিকার প্রবেশ।

সেকন্দরসা। কি রাজকুমারি! পরাজিত পুরুরাজকে আপনি এখনও ভয় কচ্চেন? আপনার কোন চিন্তা নেই। আমার সৈন্যগণ তাঁকে বন্দি করে নিয়ে আসবার জন্য অনেক ক্ষণ গেছে।

অম্বালিকা। রাজকুমার! পুরুরাজ পরাজিত হয়েছেন ব'লেই,

আমার এত ভয় হচ্চে। শক্র পরাজিত হলেই আপনি তাঁকে বন্ধু জ্ঞান করেন ও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।

সেকন্দর। না—পুরুরাজ আমার নিকট হ'তে এখন আর কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা কত্তে পারেন না। আমি তাঁর সঙ্গে প্রথমে সন্ধি কর্‌বার জন্য চেষ্টা করেছিলেম, কিন্তু তাঁর এত দূর স্পর্দ্ধা যে, আমার বন্ধুত্ব অগ্রাহ্য ক'রে, তিনি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কল্লেন! আমি এখন পৃথিবীর যাবতীয় লোককে দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই দেখাতে চাই যে যে সেকন্দরসার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তার অবশেষে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। আর বিশেষতঃ যখন রাজকুমারি! আপনি পুরুরাজের প্রতি প্রসন্ন নন——

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি পুরুরাজের উপর ক্রুদ্ধ নই; তাঁর দুর্দ্দশা দেখে বরং আমার দুঃখ হচ্চে। তিনি আমাদের দেশের একজন বলবান রাজা ছিলেন। আমি কেবল এই আশঙ্কা কচ্চি যে, পুরুরাজ বেঁচে থাক্‌তে আমার ভাই কখনই সুখী হ'তে পার্‌বেন না ও আমিও সুখী হ'তে পার্‌ব না। পুরুরাজ বেঁচে থাক্‌তে ঐলবিলা কখনই আমার ভাইকে তার হৃদয় প্রদান করবে না। তিনি ঐলবিলার প্রেমে বঞ্চিত হ'লে আমাকে বল্‌বেন যে আমার জন্যই তাঁর এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়েছে। আমার প্রতি তাঁর তখন একেবারে জাতক্রোধ হ'য়ে উঠ্‌বে! রাজকুমার! আপনি তো গাঙ্গেয় দেশ সকল জয় করবার জন্য শীঘ্রই যাত্রা কর্‌বেন। আপনি যখন এখান থেকে চলে যাবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা কর্‌বে?

আর আপনি এখান থেকে চলে গেলে, আমি কিরূপেই বা জীবন ধারণ ক'রব, হৃদয়জ্বালায় তা হ'লে আমাকে দিবানিশি দগ্ধ হ'তে হবে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার হৃদয় যখন আমি লাভ করেছি, তখন আর আমি কিছুই চাইনে। গঙ্গানদী-কূলবর্ত্তী দেশগুলি জয় করেই আপনার নিকট উপস্থিত হব। এত রাজ্য, এত দেশ যে জয় কচ্চি, সে কেবল আপনার চরণে উপহার দেবার জন্যই তো।

অম্বালিকা। না রাজকুমার! আমার অমন রাজ্য ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আপনি আমার নিকটে থাকুন, তা হলেই আমার সকল সম্পদ লাভ হবে। রাজকুমার! আপনার কি জয়স্পৃহা এখনও তৃপ্ত হয়নি? যথেষ্ট হ'য়েছে, আর কেন? আর কত দেশ জয় করবেন? আর কত যুদ্ধ করবেন? দেখুন, আপনার সৈন্যগণ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, আপনার অর্দ্ধেক সৈন্য প্রায় বিনষ্ট হ'য়ে গেছে। আহা! তাদের মুখ দেখ্‌লে আমার দুঃখ হয়। রাজকুমার! আপনি তাদের উপর একটু সদয় হ'ন্। আর তারা যুদ্ধ কত্তে পারে না, আপনি দেখ্‌বেন, তাদের মুখে অসন্তোষের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্চে।

সেকন্দর। রাজকুমারি। সে জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি তাদের মধ্যে গিয়ে দেখা দিলেই, তাদের মন পুনর্ব্বার নবোৎসাহে, নবোদ্যমে পূর্ণ হবে। তখন তারা আপনারাই যুদ্ধে যাবার জন্য লালায়িত হবে। সে যা হোক্, আপনি এ নিশ্চয় জান্‌বেন যে,

যাতে তক্ষশীলের বাসনা পূর্ণ হয়, তজ্জন্য আমি যথা-সাধ্য চেষ্টা করব। পুরুরাজ কথনই ঐলবিলাকে লাভ কত্তে পারবে না।

অম্বালিকা। এই যে,—রাণী ঐলবিলা এখানে আস্‌ছেন।

ঐলবিলার প্রবেশ।

সেকন্দর। (ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! দৈব আপনার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছেন, পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন।

ঐলবিলা। (আহ্লাদিত হইয়া) কি বল্লেন, পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন? সত্য বল্‌চেন,—না আমাকে বঞ্চনা কচ্চেন? বলুন, আর একবার বলুন। (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি সত্য বল্‌চি, তিনি জীবিত আছেন।

ঐলবিলা। যদিও আপনি আমার শত্রু, তথাপি আপনি যে শুভ সংবাদ দিলেন, এতে আপনাকে আমি মনের সহিত আশীর্ব্বাদ কল্লেম। (স্বগত) কিন্তু এখনও কিছু বলা যায় না, আবার হয় তো শুন্‌তে হবে তিনি রণস্থলে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে নিশ্চয় আমার উদ্ধার কর্‌বার জন্য তিনি এখানে আস্‌বেন, কিন্তু তিনি একাকী এই অসংখ্য সৈন্যগণের মধ্য থেকে কি করে আমাকে নিয়ে যাবেন? যাই হোক্ তিনি যখন জীবিত আছেন, তখন স্বাধীনতা-সূর্য্য কখনই একেবারে অস্তগামী হবে না। আহা! তাঁর সেই তেজোময় মূর্ত্তি আবার কবে আমি দেখতে পাব? এখন

যদি তাঁর কাছে যেতে পারি, তাহলে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হই, তা বল্‌তে পারিনে; কিন্তু সে বৃথা আশা,—আমি এখন তক্ষশীলের বন্দি।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার মুখ আবার ম্লান হ'ল কেন? আপনি কি আমার কথায় বিশ্বাস যাচ্চেন না? সৈন্যগণকে আমি বিশেষ ক'রে আদেশ ক'রে দিয়েছি যে, কেহই যেন তাঁর প্রাণ বিনষ্ট না করে। আপনি শীঘ্রই তাঁকে এখানে দেখ্‌তে পাবেন।

ঐলবিলা। তাঁর শত্রু হ'য়ে আপনি এরূপ আদেশ করেছেন? সেকন্দরসার অন্তঃকরণ কি এতই দয়ালু?

সেকন্দর। তিনি আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেছেন, অন্যে হ'লে তাঁর অহঙ্কারের সমুচিত শাস্তি দিত; কিন্তু আমি তাঁকে কিছুই বল্‌ব না। রাজা তক্ষশীলের হস্তে আমি তাঁকে সমর্পণ কর্‌ব, তিনি যেরূপ ইচ্ছা কর্‌বেন, তাই হবে। পুরুরাজের জীবন মৃত্যু সকলি রাজা তক্ষশীলের উপর নির্ভর কচ্চে। রাজা তক্ষশীলকে প্রসন্ন ক'রে, পুরুরাজের প্রাণ রক্ষা করুন।

ঐলবিলা। কি বল্লেন? রাজা তক্ষশীলের উপর তাঁর জীবন মৃত্যু নির্ভর কচ্চে? সেই কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী নরাধমের হস্তে তিনি জীবন লাভ কর্‌বেন? তাঁর এমন জীবনে কাজ নেই। ধিক্ সে জীবনে; বরং আমি তাঁর মৃত্যু সহস্র বার সহ্য কর্‌ব,—তবু এরূপ নীচ, জঘন্য মূল্যে তাঁর জীবন ক্রয় কত্তে আমি কখনই সম্মত হব না। তাঁর সঙ্গে ইহ জীবনে যদি আর না দেখা

হয়,—তো পরলোকে গিয়ে মিলিত হব। আপনি কি তবে তাঁকে দ'গ্ধে মার্‌বার জন্যই এতক্ষণ বাঁচিয়ে রেখেছেন? লোকে যে সেকন্দরসার দয়া ও মহত্ত্বের কীর্ত্তন করে, তবে কি, সে এইরূপ দয়া? এইরূপ মহত্ত্ব?—ধিক্!——

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি যদি পুরুরাজকে ভাল বাসেন, তা হ'লে তাঁর মরণ ইচ্ছা কর্‌বেন না। আমি আপনাকে পূর্ব্ব হতেই ব'লে রাখ্‌লেম যে, এতে আমার কোন হাত নেই। রাজা তক্ষশীলের উপরেই সমস্ত নির্ভর কচ্চে। যদি পুরুরাজের প্রাণ যায়, তা হলে, সেও আপনার দোষেই যাবে। আমাকে তখন আর আপনি দোষী কত্তে পার্‌বেন না। এই যে,—ওরা পুরুরাজকে এখানে নিয়ে আস্‌চে দেখ্‌ছি।

পুরুরাজকে লইয়া এফেষ্টিয়ন ও সৈন্যগণের প্রবেশ।

সেকন্দর। ক্ষত্রিয়বীর! তোমার অহঙ্কারের ফল এখন ভোগ কর। কেন তুমি জয় লাভের আশায় বৃথা আমার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে এসেছিলে বল দেখি?

পুরু। শৃগালের ন্যায় অলক্ষিতভাবে আক্রমণ ক'রে যে জয় লাভ হয়, সেরূপ জয় লাভে কোন বীর-পুরুষ কখনই উল্লাসিত হন না।

সেকন্দর। কি পুরু! তুমি এখনও নত হলে না? তোমার দেখ্‌ছি, ভারি স্পর্দ্ধা হয়েছে।———এর সমুচিত শাস্তি না দিয়ে আমি তোমাকে কখনই ছেড়ে দেব না।—রাজা তক্ষশীল দেখদিকি

কেমন আমার শরণাপন্ন হয়েছেন? তুমি যদি তাঁর দৃষ্টান্তের অনুগামী হ'তে তা হ'লে তোমার পক্ষে মঙ্গল ছিল,—দেখে নিও আমি মহারাজ তক্ষশীলকে সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর ক'রে দিয়ে যাব।

পুরু। কি?—তক্ষশীল?—

সেকন্দর। হাঁ, আমি তাঁরই কথা ব'লচি।

পুরু। আমি জানি সে তোমার বিস্তর উপকার করেছে। সে বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে, আমাদের সকলকে পরিত্যাগ ক'রে, তোমার পক্ষ অবলম্বন করেছে; সে তার যশোমান পৌরুষ সকলি তোমার নিকট বিক্রয় করেছে; এমন কি সে আপনার ভগ্নীকে পর্য্যন্ত তোমাকে সমর্পণ করেছে। এরূপ উপকারী বন্ধুর প্রত্যুপকার করবার জন্য তোমার যে সর্ব্বদাই চেষ্টা হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? কিন্তু সেকন্দরসা! সে বিষয় আর কেন বৃথা চিন্তা করচ? যাও দেখে এস, তোমার সেই পরমবন্ধুর মৃত দেহ এখন আমার শিবিরের মধ্যে গড়াগড়ি যাচ্চে।

সেকন্দর। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি! রাজা তক্ষশীলের মৃত্যু হয়েছে?

অম্বালিকা। কি? আমার ভাই?—আমার মাথায় বজ্রাঘাত পোল্লো না কি?—হা! আমার কি হবে—

(ক্রন্দন।)

এফেষ্টিয়ন। হাঁ মহারাজ! রাজা তক্ষশীলের সত্য সত্যই মৃত্যু হয়েছে। আমরা মহারাজের আদেশমতে পুরুরাজকে বন্দি কত্তে

গিয়েছিলেম। পূর্ব্বকার যুদ্ধে পুরুরাজের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হ'য়ে গিয়ে, যে কয়েকজন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তারা তো প্রথমে কোনমতেই ওঁকে বন্দি কত্তে আমাদের দেবে না, তারা ঐ কয়েকজনে দুর্গের ন্যায় ওঁর চতুর্দ্দিকে বেষ্টন ক'রে আমাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ কত্তে লাগ্‌ল। মহারাজ! তাদের কি বীরত্ব! আমি এমন কখন দেখিনি। বল্‌ব কি, তাদের মধ্যে একজনও বেঁচে থাক্‌তে, আমাদিগকে পুরু-রাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেয়নি।

সেকন্দর। ধন্য পুরুরাজের সৈন্যগণ! এমন সৈন্য পেলে আমি সমস্ত পৃথিবী অনায়াসে জয় কত্তে পারি। তার পর?

এফেষ্টিয়ন। তার পরে মহারাজ! একে একে সেই সমস্ত সেনা-গুলিই নিহত হ'লে, ধ্বজবাহক পর্য্যন্ত নিহত হ'লে, তবে আমরা ওঁকে বন্দি কত্তে সমর্থ হলেম। তার পরে ওঁকে আমরা নিয়ে আস্‌চি, এমন সময়ে রাজা তক্ষশীল এসে ওঁকে একটা কি উপহাস কল্লেন, তাতেই পুরুরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে হঠাৎ পালঙ্ক থেকে উঠেই দৌড়ে গিয়ে তক্ষশীলকে আক্রমণ কল্লেন ও অসি আঘাতে তাঁর প্রাণ বধ কল্লেন।

অম্বালিকা। (সেকন্দরসার প্রতি) রাজকুমার! আমার কপালে কি এই ছিল? শেষে কি আমাকেই ক্রন্দন কত্তে হ'ল? সমস্ত বজ্র কি অবশেষে আমারই মস্তকে পতিত হ'ল? আপনার আশ্রয়ে থেকে আমার ভায়ের শেষকালে কি এই গতি হ'ল? আমার ভাইকে বধ ক'রে ঐ পাষণ্ড আমার সম্মুখে ও আপনার সম্মুখে নিঃশঙ্কচিত্তে স্পর্দ্ধা কল্লে,—তা শুনেও আপনি সহ্য কল্লেন? হা!

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি আর ক্রন্দন করবেন না। যা ভবিতব্য, তা কেহই নিবারণ কর্ত্তে পারে না। আমি পুরুরাজকে এর জন্য সমুচিত শাস্তি দিচ্ছি।

ঐলবিলা। রাজকুমারী অম্বালিকা তক্ষশীলের জন্য তো বিলাপ কর্ত্তেই পারেন। উনিই তো পরামর্শ দিয়ে তক্ষশীলকে ভীরু ও কাপুরুষ ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু উনি যে তাঁকে বিপদ হ'তে রক্ষা করবার জন্য এত চেষ্টা কল্লেন, কিন্তু অবশেষে কি তাঁর প্রাণ রক্ষা কর্ত্তে সমর্থ হলেন? কাপুরুষের মৃত্যু এই রূপেই হ'য়ে থাকে। পুরুরাজ তো আগে ওঁকে কিছু বলেন নি, ওঁকে উপহাস করাতেই উনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁর প্রাণ বধ ক'রেছেন; পুরুরাজের এতে কিছুমাত্র দোষ নেই।

পুরু। (ঐলবিলাকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) ও!—মায়াবিনীর কি চাতুরী! এখন তক্ষশীল মরে গেছে,—এখন আবার দেখাতে চেষ্টা কচ্চে যে, ও তক্ষশীলকে ভাল বাসে না, আমাকেই ভাল বাসে। কি শঠতা! (প্রকাশ্যে সেকন্দরের প্রতি) তক্ষশীলকে বধ ক'রে, আমি এই সকলকে শিক্ষা দিলেম যে, দুর্ব্বল অবস্থাতেও যেন শত্রুগণ আমাকে ভয় করে। শোন সেকন্দরসা। যদিও এখন আমি নিরস্ত্র, অসহায়, তথাপি আমাকে উপেক্ষা ক'র না। এখনও আমার ইঙ্গিতে শত শত ক্ষত্রিয় যোদ্ধা তোমার বিরুদ্ধে উঠ্‌তে পারে। আমাকে বধ করাই তোমার শ্রেয়। তা হ'লে তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে ও নির্ব্বিবাদে সমস্ত পৃথিবী জয় কর্ত্তে সমর্থ হবে। তোমার নিকট আমার আর অন্য

কোন প্রার্থনা নাই। কেবল এই মাত্র জান্‌বার ইচ্ছা আছে যে, তুমি জয় ক'রে, জয়ের ব্যবহার জান কি না ?

সেকন্দর। কি—পুরু! তোমার দর্প এখনও চূর্ণ হয়নি? এখনও তুমি নত হ'লে না? এখনও তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন কত্তে সাহস কচ্চ? এখন্ মৃত্যুদণ্ড ভিন্ন তুমি আমার কাছ থেকে আর কি প্রত্যাশা কত্তে পার?

পুরু। তোমার কাছ থেকে আর আমি অন্য কিছুই প্রত্যাশা করিনে।

সেকন্দর। তোমার এখন শেষ দশা উপস্থিত, এখন তোমার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত কর,—কিরূপ মৃত্যু তোমার অভিপ্রেত?—এই অন্তিম কালে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কত্তে হবে বল?

পুরু। ক্ষত্রিয়েরা যেরূপ মৃত্যু ইচ্ছা করে, সেই রূপ মৃত্যু ও রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কত্তে হয়, সেইরূপ ব্যবহার।

সেকন্দর। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তোমার প্রতি আমি রাজার ন্যায়ই ব্যবহার ক'রব। (এফেষ্টিয়নের প্রতি) দেখ, এফেষ্টিয়ন! ওঁর অসি ওঁকে প্রত্যর্পণ কর।

এফেষ্টিয়ন। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(অসি প্রত্যর্পণ।)

অম্বালিকা। (দৌড়িয়া আসিয়া ব্যাকুলভাবে) ও কি কচ্চেন মহারাজ! ওঁর হাতে অসি দেবেন না,—দেবেন না, এখনি আপনার প্রাণ বধ কর্‌বেন।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি অধীর হবেন না, শক্রর হস্তে অসি দিতে সেকন্দরসা ভয় করেন না। অসি আমার ক্রীড়া সামগ্রী।

পুরু। রাজকুমারি! আপনি চিন্তা করবেন না। আমি দস্যু নই। আমি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় কাহাকেও বধ করিনে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত চিত্তে আমার হাতে অসি অর্পণ করে, যুদ্ধে আহূত না হলে, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায়, আমি তার প্রতি কখনই আক্রমণ করিনে।

ঐলবিলা। (স্বগত) সেকন্দরসার কি অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। উনি আবার পুরুরাজকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান কর্‌বেন না কি? পুরুরাজ এরূপ দুর্ব্বল শরীরে কি ক'রে যুদ্ধ কর্‌বেন? নিশ্চয় দেখছি, যুদ্ধে হত হবেন। যা হ'ক, বন্দী হ'য়ে জল্লাদের হাতে মরা অপেক্ষা যুদ্ধে মরাই ভাল।

পুরু। সেকন্দর! আর কত বিলম্ব আছে? আমি মৃত্যুদণ্ড প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষা কচ্চি।

সেকন্দর। পুররাজ! তোমার প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা দিচ্চি, শ্রবণ কর,——তুমি যে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছ,--শেষকাল পর্য্যন্ত বরাবর সমানরূপে তোমার তেজস্বিতা ও বীরত্ব প্রকাশ ক'রে এসেছ,—এত ভয় প্রদর্শনেও যে তুমি আমার নিকট নত হওনি, এতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি ও বাস্তবিক মনে মনে তোমার উপর সন্তুষ্ট হ'য়েছি। আমি স্বীকার কচ্চি, তোমার উপরে আমি যে জয় লাভ করেছিলেম, তাহা বাস্তবিক জ

নয়। তোমার রাজ্য তুমি ফিরে লও, আমি তা চাইনে। লৌহ-শৃঙ্খল হ'তে তুমি এখন মুক্ত হ'লে,—এখন রাজকুমারী ঐলবিলার সহিত প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'য়ে দুজনে সুখে রাজত্ব ভোগ কর; এই একমাত্র কঠিন দণ্ড তোমাকে প্রদান কল্লেম। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমার এইরূপ ব্যবহারে আপনি আশ্চর্য্য হবেন না। সেকন্দরসা এইরূপেই প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। আপনারও মহৎ বংশে জন্ম, আপনি পূর্ব্বের কথা সমস্ত ভুলে গিয়ে, উদারভাবে পুরুরাজের সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করুন।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমিও আপনার নিকটে এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি যে, যে বীরপুরুষকে আপনি হৃদয় দান করেছেন, তাঁর অন্তঃকরণ বাস্তবিক মহৎ ও উদার বটে।

পুরু। (সেকন্দরের প্রতি) মহারাজ! আপনার গুণে আমি বশীভূত হলেম! আপনি যেমন স্বীকার কল্লেন, আপনি যে জয় লাভ করেছেন, তা বাস্তবিক জয় নয়, আমিও তেমনি আপনার কাছে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি যে, আপনার অসাধারণ মহত্ত্ব ও উদারতা দেখে, আমি অতীব চমৎকৃত হয়েছি। আজ হ'তে আপনি আমাকে আপনার হিতৈষী বন্ধুগণের মধ্যে গণ্য কর্‌বেন।

সেকন্দর। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আপনার মুখ এখনও যে ম্লান দেখ্‌ছি? পুরুরাজের প্রতি আমি যেরূপ ব্যবহার কল্লেম, তা কি আপনার মনঃপূত হয়নি?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি আর কি বল্‌ব, আমার ভায়ের

শোকে আমার হৃদয় অভিভূত হ'য়ে রয়েছে। যেরূপ উদারতা আপনি প্রকাশ কল্লেন, এ আপনারই উপযুক্ত।

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

সেকন্দর। (পুরু ও ঐলবিলার প্রতি) অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর আপনারা একত্র আবার সম্মিলিত হয়েছেন। এক্ষণে দুজনে নির্জ্জনে আলাপ করুন, আমরা চল্লেম।

(সেকন্দরসা ও সকলের প্রস্থান।)

ঐলবিলা। (পুরুর নিকট আসিয়া) পুরুরাজ! আজ আমার কি আনন্দ! এত দিনে আমার হৃদয় পূর্ণ হ'ল। যতদিন আপনাকে দেখ্‌তে পাইনি, ততদিন সমস্ত জগত অন্ধকার দেখ্‌ছিলেম। আজ যে দিকেই চোক্ ফেরাচ্ছি,—সকলি মধুময় ব'লে বোধ হচ্চে; চন্দ্র মধু বর্ষণ কচ্চে,—সমীরণ মধু বহন কচ্চে,—শত্রুর মুখ থেকেও মধুর বাক্য শুন্‌তে পাচ্চি। আমার চেয়ে এখন আর কেহই সুখী নয়; কিন্তু পুরুরাজ! আপনার মুখ ম্লান দেখ্‌ছি কেন? কি হয়েছে আমাকে বলুন? কি ভাব্‌চেন? চুপ ক'রে রয়েছেন যে? কেন পুরুরাজ! কেন ওরকম ক'রে রয়েছেন?

পুরু। কুহকিনীর বাক্যে আর আমি মুগ্ধ হইনে।

(প্রস্থান করিতে উদ্যত।)

ঐলবিলা। সে কি পুরুরাজ! কোথায় যান?

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও পুরুর হস্ত ধরিতে উদ্যত।)

পুরু। (ঐলবিলার হস্ত ঠেলিয়া ফেলিয়া) মায়াবিনি! আমাকে স্পর্শ করিস্ নে।

(পুরুর বেগে প্রস্থান।)

ঐলবিলা। "মায়াবিনী আমাকে স্পর্শ করিস নে!" এই নিদারুণ বাক্য পুরুরাজার মুখ থেকে কেন আমায় শুনতে হ'ল! এর অর্থ কি? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, ও কথা আমাকে তিনি কেন বল্লেন? আমি তাঁর কাছে কি অপরাধ করেছি? তিনি কি উন্মাদ হয়েছেন? না—তিনি তো বেশ জ্ঞানের সহিত সেকন্দরসার সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন। তবে কি সত্যই আমি কোন অপরাধ করেছি? আমি যে হৃদয় মন প্রাণ সকলি তাঁকে সমর্পণ করেছি;—যাঁর অদর্শনে আমি ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ কত্তে পারিনে,—যাঁর সুখে আমার সুখ,—যাঁর দুঃখে আমার দুঃখ,--আমি জেনে শুনে কি তাঁর কোন অপরাধ করব? এ কি কখন সম্ভব? না—আমি তাঁর কোন অপরাধ করিনে। তবে আমি যে তাঁকে বলেছিলেম যে, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে উত্তেজিত করে দিয়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, সেই কথা রাখ্‌তে পারিনি বলেই কি তিনি আমার উপর রাগ করেছেন? উদাসিনীর হাত দিয়ে তাঁকে যে পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তবে কি তা তিনি পান্‌নি? আমি যে তক্ষশীলের বন্দি হয়েছিলেম, তা কি তিনি তবে জান্‌তে পারেন নি? হায়! প্রথমে যেমন আমার আনন্দ হয়েছিল, এখন তেমনি বিষাদ উপস্থিত। যাই,—আর একবার চেষ্টা করে

দেখি। (ক্রন্দন) পুরুরাজের চরণ ধ'রে,—একবার জিজ্ঞাসা করব, তিনি কি অপরাধে আমাকে অপরাধিনী করেছেন, যাই!—

(ঐলবিলার প্রস্থান।)

অম্বালিকার প্রবেশ।

অম্বালিকা। (স্বগত) পুরুরাজকে আমি যে বিষতুল্য পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তার কার্য্য দেখ্‌ছি এর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। আমি আড়াল থেকে ঐলবিলা ও পুরুরাজের সমস্ত কথা বার্ত্তা শুনেছি। পুরুরাজের মন ওঁর প্রতি দেখ্‌ছি একেবারে চটে গেছে। আমার দ্বারাই এই বিষানল প্রজ্বলিত হয়েছে। আহা! দুইটী প্রেমিকের হৃদয়ে হৃদয়ে যে প্রেম-গ্রন্থিটী ছিল, আমার কঠোর হস্তই তা ছিন্ন করেছে। তাদের চির জীবনের সুখ শান্তি আমিই অপহরণ করেছি, আমার ন্যায় পাপীয়সী পিশাচিনী জগতে আর কে আছে? যে ভায়ের জন্য আমি এই সমস্ত পাপাচরণ কল্লেম, সে ভাইও নির্দ্দয় হ'য়ে আমার নিকট হতে চলে গেল। এখন আর কার জন্য এই দুঃসহ পাপ-ভার বহন করি? আর সহ্য হয় না, আমার হৃদয়ে নরক-জ্বালা দিবানিশি জ্বল্‌ছে।

সেকন্দরসার প্রবেশ।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমাকে বিদায় দিন, আমার সমস্ত সৈন্যগণ সজ্জিত হ'য়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা কচ্চে। গঙ্গানদী-কূলবর্ত্তী প্রদেশগুলি জয় করবার জন্য আমায় এখনি যাত্রা কত্তে হবে। যুদ্ধ

থেকে যদি ফিরে আস্‌তে পারি, তা হলে আবার হয় তো দেখা হবে। আপনি তত দিন এখানে সুখে রাজত্ব করুন, এই আমার মনের একমাত্র বাসনা।

অম্বালিকা। রাজকুমার! এই হতভাগিনীকে ফেলে আপনি কোথায় যাবেন? আমার আর কেহই নেই, আমি রাজ্য চাইনে, ঐশ্বর্য্য চাইনে, আমি আপনাকেই চাই। আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেইখানে যাব। পূর্ব্বে যখন আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে বলেছিলেন, তখন আমি সম্মত হইনি, কেন না, আমার ভায়ের বিনা সম্মতিতে আমি তখন কিছুই কত্তে পাত্তেম না। এখন যখন আমার ভাই নেই, তখন আমার আর কেউই নেই। (ক্রন্দন) এখন আপনিই আমার ভাই, বন্ধু, স্বামী, সর্ব্বস্ব।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার ন্যায় কোমল পুষ্প কি পথের ক্লেশ, যুদ্ধক্ষেত্রের ক্লেশ সহ্য কত্তে পারবে?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনার সঙ্গে আমি সকল ক্লেশ, সকল বিপদ সহ্য কত্তে পারব। অরণ্যে যান,—মরুভূমে যান,—সমুদ্রে যান,—পর্ব্বতে যান,—যুদ্ধক্ষেত্রে যান, আপনার সঙ্গে আমি কোন স্থানে যেতে ভয় করব না।

(নেপথ্যে—একবার বাদ্যোদ্যম ও সৈন্য-কোলাহল।)

সেকন্দর। রাজকুমারি! ঐ শোন, সৈন্যগণ প্রস্তুত হয়েছে। আমি আর বিলম্ব কত্তে পারিনে; ঘোরতর সংগ্রামের মধ্যে আপনাকে কেমন করে নিয়ে যাই। আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

অম্বালিকা। (সেকন্দরসার পদতলে পড়িয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে) রাজকুমার! এ অধীনীকে ত্যাগ কর্‌বেন না। এখন আপনিই আমার ভগ্ন হৃদয়ের একমাত্র অবলম্বন,—আপনিই এখন আমার আশা ভরসা সকলি। আমাকে ছেড়ে গেলে, আমি এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ কত্তে পার্‌ব না।

সেকন্দর। ও কি রাজকুমারি! উঠুন,—ক্রন্দন কর্‌বেন না। (স্বগত) আমি যে এমন পাষাণ-হৃদয়, ওঁর ক্রন্দন শুনে আমারও হৃদয় বিগলিত হ'য়ে যাচ্চে। যাওয়া যাক্,—আর এখানে থাকা নয়, এখনও অনেক দেশ জয় কত্তে বাকি আছে।

একজন সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি। মহারাজ! সৈন্যগণ সকলি প্রস্তুত, আপনার জন্য আমরা প্রতীক্ষা কচ্চি, যাত্রার শুভ লগ্ন উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়।

(সেনাপতির প্রস্থান।)

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি বিদায় হলেম।

(সেকন্দরসার প্রস্থান।)

অম্বালিকা। (দণ্ডায়মান হইয়া সতৃষ্ণ-লোচনে একদৃষ্টে তাঁহার পথের দিকে লক্ষ্য করিয়া) সত্য সত্যই আমাকে ত্যাগ করে গেলেন? আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না? আর একবার এসে আমাকে দেখা দিন,—এই শেষ বিদায়, আর আমি আপনাকে ধরে রাখ্‌ব না। অধীনীর কথা রাখলেন না?—চলে—গেলেন? (সেকন্দরসা দৃষ্টির

বহির্ভূত হইলে নিরাশ হইয়া) হা—নিষ্ঠুর!—নিষ্ঠুর!—নিষ্ঠুর—পুরুষজাতি——

(অবসন্ন হইয়া পতন।)

(কিয়ৎকাল পরে) হা সেকন্দরসা! তুমি কি নিষ্ঠুর, আমি শেষ বিদায় নেবার জন্য তোমাকে এত ডাক্‌লেম, তুমি কি না একবার ফিরেও তাকালে না?

(কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া পরে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গান)

রাগিণী জংলা ঝিঁঝিট,—তাল আড়াঠেকা।

আগে করিয়ে যতন, কেন মজাইলে মন।
প্রেমফাঁশি গলে দিয়ে বধিলে জীবন॥
ভাল ভাল ভাল হল, দু-দিনে সব জানা গেল,
দিলে ভাল প্রতিফল, রহিল স্মরণ॥——"

সেকন্দরসা! তোমার জন্য আমি দেশকে বলিদান দিলেম, বন্ধু বান্ধবকে পরিত্যাগ কল্লেম, শেষে তুমি কি না আমাকে এখানে ত্যাগ করে গেলে? আমার ভাই গেল, বন্ধু গেল, মান গেল, সম্ভ্রম গেল, এখন আমি শূন্য সিংহাসন নিয়ে কি করব? দেশবিদেশে আমার কলঙ্ক রটে গেছে, এখন আমি কি করে ক্ষত্রিয়গণের নিকট, আমার প্রজাগণের নিকট মুখ দেখাব?—হা! প্রেমই রমণীর জীবন। আমার যখন প্রেম গেছে, তখন আমার সকলি গেছে। এখন আমি সকলই

শূন্যময় দেখ্‌ছি। কেন বিধাতা আমাদিগকে এরূপ সৃষ্টি কল্লেন? আমরা ভালবাসি, ভালবেসে প্রাণ যায়, তবু ভাল বাস্‌তে ছাড়িনে।—না, আর আমি এখন কিছুই চাইনে, এখন সন্ন্যাসিনী হ'য়ে দেশবিদেশ পর্য্যটন ক'রে কাল কাটাব। ভালবাসা জন্মের মত ভুলে যাব।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী,—তাল আড়াঠেকা।

"যাবত জীবন রবে কারে ভাল বাসিব না।
ভালবেসে এই হল, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥
ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভাল বাসে না॥"

আমি যেমন দুইটী প্রেমিকের সুকোমল প্রেমবন্ধন ছিন্ন ক'রে দিয়েছি, বিধাতাও তেমনি আমার হৃদয়ের প্রেমকুসুম শুষ্ক ক'রে আমার পাপের উচিত প্রতিফল দিলেন। বিধাতঃ! এতেও কি তুমি সন্তুষ্ট হও নি? এখনও কেন আমার হৃদয়কে নরক-জ্বালায় দগ্ধ কচ্চ? বল আমি কি ক'রে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব?—উঃ! আর সহ্য হয় না। যাই পুষ্করাজ যেখানেই থাকুন, তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা প্রকাশ ক'রে বলি, তা হলেও হৃদয়ের ভার অনেকটা কমে যাবে। যাই,——

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুরুরাজের শিবির-পার্শ্বস্থ আম্রবন।

নিশীথ সময়—গগনমধ্যে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান।

পুরুর প্রবেশ।

পুরু। (গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়া সঞ্চরণ করিতে করিতে) হায়! এমন পূর্ণিমার চন্দ্র সমুদিত—কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন তীব্র বিষ-কিরণ বর্ষণ কচ্চে। সুখ আমার হৃদয় থেকে জন্মের মত বিদায় নিয়েছে; প্রকৃতির এরূপ স্নিগ্ধ ভাব আর আমার এখন ভাল লাগ্‌চে না। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে গগন আচ্ছন্ন হ'য়ে যাক্,—মেঘের গর্জ্জনে দিগ্বিদিক্ কম্পমান হোক্,—মুহুর্মুহু ভীষণ বজ্রপাত হোক্,—প্রলয় ঝড়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যাক্, তা হলে প্রকৃতির সঙ্গে আমার মনের কিছু সামঞ্জস্য হবে। এখন আমার মনে হচ্চে যেন আমার দুঃখে সকলেই হাস্‌ছে—চন্দ্রমা হাস্‌ছেন,—চন্দ্রের হাস্যে সমস্ত প্রকৃতিই হাস্‌ছে। হায়! আমার এখন আর কিছুই ভাল লাগ্‌চে না; রণক্ষেত্রে যদি আমার প্রাণ বহির্গত হ'ত, তা হলে আমার এত যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হ'ত না। কিন্তু কি!——এখনও আমি সেই মায়াবিনীকে বিস্মৃত হ'তে পাল্লেম না? এক জন চপলা রমণীর জন্য বীর পুরুষের হৃদয় অধীর হবে?—ধিক!—

ও কে ও!—সেই মায়াবিনীর মূর্ত্তি না?—হাঁ সেই তো! আমি যতই ভুল্‌তে চেষ্টা কচ্চি, ততই কি বিধাতা আমাকে ওকে ভুল্‌তে দেবেন না? এখানে আবার কি কত্তে আস্‌ছে?

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (স্বগত) পুরুরাজ কোথায় গেলেন? তাঁকে শিবিরে তো দেখ্‌তে পেলেম না; শুন্‌লেম, তিনি আম্রবনে আছেন। তা কৈ?—এখানেও তো দেখ্‌তে পাচ্চিনে। শশাঙ্ক! তুমি সাক্ষী;—বল, তোমার ন্যায় আমার হৃদয়ে কি কোন কলঙ্কের চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্চ? তবে কেন পুরুরাজ আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হয়েছেন? কোথায় তিনি? তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে একবার আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তিনি কেন "মায়াবিনী" "কুহকিনী" ব'লে আমাকে ঘৃণা কচ্চেন?— গাছের আড়ালে ও কে? পুরুরাজ না? হাঁ তিনিই তো। আমি তো কোন দোষ করিনি,—তবু ওঁকে দেখে আজ আমার বুক্‌টা কেন কেঁপে উঠ্‌লো?

(অগ্রসর হইয়া পুরুর নিকট গমন।)

(প্রকাশ্যে) পুরুরাজ!——

পুরু। মায়াবিনি! আবার এখানে?

ঐলবিলা। পুরুরাজ!—

পুরু। ভুজঙ্গিনি! আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।

ঐলবিলা। পুরুরাজ! বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি?

আমাকে বিনা অপরাধে কেন দোষী কচ্চেন? (ক্রন্দন) বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি? (চরণে পতন)

পুরু। তক্ষশীলকে যে পত্র লেখা হয়েছিল, তা কি আমি জান্‌তে পারিনে?

ঐলবিলা। (চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান) কি!—আমি—তক্ষ-শীলকে—পত্র!——ঈশ্বর সাক্ষী। আমি আমার আত্মাকে স্পর্শ ক'রে বলছি, আমি তক্ষশীলকে কোন পত্র লিখিনে, বরং একজন উদাসিনীর হাত দিয়ে আপনার নিকটই একখানি পত্র পাঠিয়েছিলেম। আমি যে তক্ষশীলের শিবিরে বন্দি হয়েছিলেম, সেই সংবাদটী তাতে ছিল।

পুরু। মিথ্যাবাদিনীর, কলঙ্কিনীর কথা আমি শুন্‌তে চাইনে।

ঐলবিলা। কি!—মিথ্যাবাদিনী?—কলঙ্কিনী?—তবে আর না—আর আমি কোন কথা কব না—যা আমার বল্‌বার ছিল, তা আমি বলেছি। আমার কথায় যদি না বিশ্বাস হয়,—যদি কলঙ্কিনী ব'লে আমাকে মনে করে থাকেন, তা হলে আর বিলম্ব করবেন না, আপ-নার অসি দিয়ে এখনি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করুন। (ক্রন্দন) আপনার কাছে আমার এই শেষ ভিক্ষা। আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না; বিলম্ব কর্‌বেন না, পুরুরাজ! আমার দোষের সমুচিত প্রতিফল দিন।

পুরু। (গম্ভীর স্বরে) স্ত্রীলোককে বধ ক'রে আমার অসিকে কলুষিত কত্তে চাইনে।

ঐলবিলা। (করুণস্বরে) আচ্ছা আপনি না পারেন, আমি স্বয়ং আমার হৃদয় বিদীর্ণ কচ্চি,—হৃদয়ে যদি কোন পাপ লুকায়িত থাকে, তা হলে আপনি স্পষ্ট পাঠ কত্তে পাব্‌বেন। (ছুরিকা নির্গত করিয়া) শশাঙ্ক! তুমিই সাক্ষী, বনদেবি! তুমিই সাক্ষী, অন্তর্যামী পুরুষ! তুমিই সাক্ষী। আমি নির্দ্দোষী হ'য়ে প্রাণ ত্যাগ কচ্চি! আমি পুরুবাজকে মার্জ্জনা কল্লেম। জগদীশ্বরও যেন তাঁকে মার্জ্জনা করেন।

(হৃদয়ে বসাইবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন।)

অম্বালিকা। (আলুলায়িত কেশে সন্ন্যাসিনী বেশে হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া ঐলবিলাব হস্ত ধারণ করত) ক্ষান্ত হোন্! ক্ষান্ত হোন্!

ঐলবিলা। (ভয় ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া পশ্চাতে নিরীক্ষণ কবত চমকিয়া দণ্ডায়মান ও হস্ত হইতে ছুবিকা পতন) এ কি! বনদেবী নাকি?—(কিয়ৎকাল পরেই চিনিতে পারিয়া) রাজকুমারী অম্বালিকা? আপনি এ সময় এসে আমাকে কেন ব্যাঘাৎ দিলেন?

অম্বালিকা। (পুরুরাজের প্রতি) রাজকুমার! রাজকুমাবী ঐলবিলার কোন দোষ নেই, উনি নির্দোষী, নির্দ্দোষীর প্রতি কেন মিথ্যা দোষারোপ কচ্চেন? যে বাস্তবিক দোষী, সে আপনার নিকট উপস্থিত, আমাকে বধ করুন।

পুরু। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি রাজকুমারি! আপনি এরূপ প্রলাপ বাক্য বল্‌ছেন কেন? আপনাকে উন্মাদিনীর ন্যায় দেখ্‌ছি

কেন? আপনার এ বেশ কেন? আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি উন্মাদিনী নই, আমি দুশ্চারিণী, আমি পাপীয়সী, আমি পিশাচিনী। আপনি আমাকে বধ করুন। আমিই এক খানি পত্র স্বহস্তে লিখে, মিথ্যা করে রাণী ঐলবিলার নাম স্বাক্ষরিত করে, আমার ভায়ের শিরোনামা দিয়ে, আপনার নিকট পাঠিয়ে ছিলেম। এই দেখুন আমি সেই পত্রই এনেছি।

(পুরুকে পত্র প্রদান।)

পুরু। (পত্র পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া) কি! রাজকুমারি! এ লেখা তবে কি আপনার? (স্বগত) কি! তবে কি আমি প্রতারিত হয়েছি?

অম্বালিকা। রাজকুমার! রাণী ঐলবিলার ন্যায় এক-নিষ্ঠা সতী আমি আর কোথাও দেখিনি। রাজা তক্ষশীল ওর মন আকর্ষণ করবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। অবশেষে অন্য কোন উপায় আমরা না দেখে, এইরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন কত্তে বাধ্য হয়েছিলেম। আপনাদের নিকট এখন সমস্ত প্রকাশ করে আমার মনের ভার অনেক লাঘব হ'ল। এখন আমাকে যে শাস্তি দিতে হয় দিন,—আমি তা অনায়াসেই সহ্য কর্‌ব।

পুরু। (স্বগত) এর কথা কি সত্য? সত্য বলে তো অনেকটা বোধ হচ্চে। কিন্তু এখনও——

উদাসিনী গায়িকার প্রবেশ।

পুরু। এ আবার কে? এরও যে উদাসিনীর বেশ দেখছি।

উদাসিনী। (ঐলবিলার প্রতি) এই যে রাজকুমারী দেখ্‌ছি কারাগার হতে মুক্ত হয়ে এসেছেন। তবে এ পত্র পুরুরাজকে দেবার বোধ করি আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি তাঁর শিবিরে গিয়েছিলেম, কিন্তু সেখানে তাঁকে দেখ্‌তে পেলেম না। শুন্‌লেম তিনি এইখানে আছেন। কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনিনে।

পুরু। (উদাসিনীর প্রতি) এই যে আমি এখানে আছি, কি পত্র এনেছ আমাকে দেও।

উদাসিনী। আপনি মহারাজ পুরু? আপনি যবনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?—আশীর্ব্বাদ করি আপনি চিরজীবী হউন। এই পত্র নিন, (ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! এখানকার কার্য্য আমার হয়ে গেল। (পুরুকে পত্র প্রদান) আমি চল্লেম। শুন্‌চি যবনগণ গঙ্গাকূলবর্ত্তী-দেশ সকল জয় কর্‌বার জন্য যাত্রা কচ্চে। যাই,—আমি তাদের আগে গিয়ে রাজা নন্দকে সতর্ক করে দিয়ে আসি; রাজকুমারি! আমি বিদায় হলেম।

("জয় ভারতের জয়"—গান করিতে করিতে উদাসিনীর প্রস্থান।)

পুরু। (পত্র পাঠ)

পত্র।

পুরুরাজ! তক্ষশীলের শিবিরে আমি বন্দি হয়েছি। আপনার

সঙ্গে সাক্ষাৎ কববার আর কোন উপায় দেখ্‌ছি নে। সেখঁন্দর সাকে জয় করে আমাকে শীঘ্র এখান থেকে উদ্ধার করুন। চাতকিনীর ন্যায় আপনার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ঐলবিলা।—

পুরু। (পত্র পাঠ কবিয়া স্বগত) এখন আমার সকল সংশয় দুব হয়ে গেল। আমি কি নির্ব্বোধ, আমি কি নিষ্ঠুর!—আমি কি মূঢ়!—আমি রাজকুমারী ঐলবিলাব নির্ম্মল চরিত্রে সন্দেহ করেছিলাম? (নিকটে আসিয়া ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! আপনার পবিত্র মুখেব দিকে আর চাইতে আমার ভর্সা হয় না। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি,—আমি অত্যন্ত অপবাধী হয়েছি,—আমাকে মার্জনা করুন। আমার যে কি মোহ হয়েছিল, তা আমি বল্‌তে পাবিনে। আমি যে কত কটু বাক্য আপনার প্রতি প্রয়োগ করেছি, কত আপনাব মনে দুঃখ দিয়েছি, তা স্মরণ ক'রে আমাব হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে। বলুন, আপনি আমাকে মার্জনা কল্লেন,—মনেব সহিত মার্জনা কল্লেন, না হলে এই দণ্ডে আপনাব পদতলে আমি প্রাণ বিসর্জ্জন কব্‌ব।

ঐলবিলা। রাজকুমার! আপনি যেরূপ প্রতারিত হয়েছিলেন, তাতে সহজেই আমাব প্রতি আপনাব সন্দেহ হ'তে পারে। আপনি আব সে বিষয় কিছু মনে কব্‌বেন না। আমি আপনাকে মনেব সহিত মার্জনা কল্লেম।

পুরু। আ—এখন আমা অপেক্ষা সুখী আব কেহই নাই।

(অম্বালিকার প্রতি) আমিও আপনাকে মার্জনা কল্লেম। আজ আপনারই প্রসাদে সংসারকে আর শ্মশানময় দেখ্‌তে হোলো না।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) আজ হ'তে আমি আপনাকে আমাব ভগ্নির ন্যায় জ্ঞান কল্লেম।

পুরু। অনেক রাত্রি হ'য়ে গেছে, এখন আর এ বনে কেন? চলুন, আমরা এখান থেকে সকলেই প্রস্থান করি।

(সকলের প্রস্থান।)

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

অশ্রুমতী নাটক মূল্য ১॥০

সরোজিনী নাটক " ১।০

পুনর্ব্বসন্ত। (গীতিনাট্য) মূল্য ॥০ (ভারত সঙ্গীতসমাজে প্রাপ্তব্য)

বসন্ত-লীলা। ঐ " ।০

ধ্যান-ভঙ্গ। ঐ " ।৵০

হিতেবিপরীত। (প্রহসন) " ।৵০

অলীক বাবু। ঐ " ॥০

হঠাৎনবাব ঐ " ॥০

অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটক " ১৲

উত্তর-চরিত নাটক " ১।০

রত্নাবলী নাটক (যন্ত্রস্থ)

মালতীমাধব " (ঐ)

২০১ নং কর্ণওয়ালীস্ ষ্ট্রীট। শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

মালতী-মাধব।

মহাকবি ভবভূতি-বিরচিত নাটক অবলম্বনে

৺ লোহারাম শিরোরত্ন-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

বলরাম দেব ষ্ট্রীট ৬ নং ভবনস্থ

নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৩ সাল।

বিজ্ঞাপন।

মহাকবি ভবভূতি প্রণীত মালতীমাধব নাটকের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লিখিত হইল। কোন কোন স্থলে মূল গ্রন্থের বর্ণনারীতির ব্যতিক্রম করিয়াছি, কোন কোন স্থলের কোন কোন ভাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং মূল সংস্কৃত গ্রন্থের সহিত মিলাইলে অনেক ভিন্ন ভাব লক্ষিত হইবে। সংস্কৃত মালতীমাধব পাঠ করিলে যাদৃশ প্রীতি লাভ হয়, ইহাতে তাহার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না; তথাপি বঙ্গ-ভাষানুরাগী মহাশয়েরা অনুগ্রহ করিয়া এই পুস্তক এক এক বার পাঠ করিলে, আমার সমুদয় প্রযত্ন সফল হয়। এই পুস্তকের রচনা ও মুদ্রাঙ্কণ বিষয়ে কতিপয় আত্মীয় ব্যক্তি বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর।
[illegible] আশ্বিন, সংবৎ ১৯১১। } শ্রীলোহারাম শর্ম্মা।

কবি-বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগে পদ্মনগর নামে এক নগর ছিল। কাশ্যপবংশীয় কতিপয় বেদপারগ ব্রাহ্মণ তথায় বাস করিতেন। তাঁহারা নিয়ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ব্যাপৃত থাকাতে সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। নিয়ত যাগযজ্ঞাদি এবং ব্রহ্মচর্য্য প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। ঐ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা তত্ত্ববিনিশ্চয়ের নিমিত্ত নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন, যজ্ঞ ও খাতাদি কর্ম্মের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করিতেন, অপত্য উৎপাদনার্থ দার-পরিগ্রহ করিতেন এবং তপশ্চর্য্যার নিমিত্ত পরমায়ুর যত্ন করিতেন। ঐ বংশে ভট্টগোপাল নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্ম হয়। নীলকণ্ঠ নামে অতি পবিত্রকীর্ত্তি তাঁহার এক পুত্র ছিলেন। তাঁহার ঔরসে জাতুকর্ণীর গর্ভে মহাকবি ভবভূতি জন্ম গ্রহণ করেন। ভবভূতির অপর নাম শ্রীকণ্ঠ।

মহাকবি ভবভূতির সহিত নটদিগের অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ থাকাতে তিনি এই নানা গুণালঙ্কৃত নাটক

প্রস্তুত করিয়া নটদিগকে সমর্পণ করেন। ঐ নাটকের বিষয়ে কবি লিখিয়াছেন –"যে ব্যক্তিরা এই সংস্কৃত নাটকে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন, তাঁহারা কিছু বিশেষ জানেন, তাঁহাদিগের নিমিত্ত আমার এ প্রয়াস নহে। তবে, কালও নিরবধি, পৃথিবীও বিশালা, যদি আমার সমানধর্ম্মা কোন ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন, বা কোন স্থানে থাকেন, তাঁহারই পরিতোষার্থ এই নাটক রচনা করিতেছি। আর বেদাধ্যয়নই হউক, বা সাংখ্য, উপনিষৎ এবং যোগশাস্ত্রের জ্ঞানই হউক, নাটকে তাহার বর্ণনায় কোন প্রয়োজন বা ফলোদয় নাই, নাটকে যদি বাক্যের পরিপক্কতা ও ঔদার্য্য থাকে এবং অর্থের গৌরব থাকে, তবেই নাটক রচনার পাণ্ডিত্য ও চাতুর্য্য।"

সেই মহাকবি ভবভূতি এই মালতীমাধব নাটকের প্রণয়ন করেন। ঐ দেশে কালপ্রিয়নাথ নামে এক মহেশ্বর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তদীয় যাত্রা মহোৎসব-প্রসঙ্গে নানা দিগন্ত-বাসী জনগণ সমবেত হইত। তথায় তাঁহাদিগের অনুমোদন ক্রমে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হইয়াছিল।

মালতীমাধব।

উপক্রমণিকা।

বিদর্ভ দেশে* কুণ্ডিনপুর † নামে এক নগর আছে। তথায় দেবরাত নামে সুধীর সুচতুর এক রাজমন্ত্রী বাস করিতেন। কালক্রমে মন্ত্রীর পুত্র জন্মিল। পুত্রের নাম মাধব রাখিলেন। মাধব অত্যন্ত রূপবান্ ও অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। শিশুকালেই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। ক্রমে তাঁহার দার-পরিগ্রহ-যোগ্য বয়স উপ-স্থিত হইল।

---

* বিদর্ভ দেশের নাম বেবার। বিদর বেবারের অন্তর্গত। বিদর উহার মধ্যে আছে বলিয়া সমস্ত দেশকে বিদর্ভ বলে।

† এক্ষণে যে স্থান কন্দাবার বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহাই কুণ্ডিনপুর হইতে পারে। কারণ নামের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে।

মালব দেশে পদ্মাবতী* নামে এক নগর আছে। পদ্মাবতী নগর অতি মনোহর, সিন্ধু ও মধুমতী নামে দুই নদীর সঙ্গমস্থলে সন্নিবেশিত। ঐ স্থানে বিশাল বিমল বারিরাশির অন্তরালে নানাবিধ সুরম্য হর্ম্ম্যের প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন আকাশ হইতে অধোমুখ করিয়া স্বর্গপুরীকেই পরিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। ঐ স্থানে লবণা নামে আর একটি নদী আছে। তাহার পুলিন দেশ সুস্নিগ্ধ নব তৃণে সুশোভিত। ঐ স্থানের অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড জলপ্রপাত আছে। তাহার জল এত বেগে পড়ে, যে দেখিলে বোধ হয়, যেন রসাতল পর্য্যন্ত বিদীর্ণ হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ অন্তরে বৃহৎ দ্রোণী নামে এক শৈল আছে। তাহার পরিসর শাল তাল তমাল রসাল-প্রভৃতি তরুমণ্ডলীতে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে রমণীয় নিকুঞ্জ-বন, দরীগৃহে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুগণ বাস করে। ক্ষণে ক্ষণে ভল্লুকেরা বিকট স্বরে অস্ফুট চীৎকার করিয়া হীনবল জীবদিগকে চকিত করিয়া দেয়। হস্তিগণ শৈলজাত সুগন্ধি তরুলতা দলিত করে, তদীয় আমোদে বন অতিমাত্র সুবাসিত হয়। ঐ স্থানে সুবর্ণবিন্দু নামে প্রসিদ্ধ চরাচরগুরু ভগবান্ মহা-দেবের এক মন্দির আছে।

---

* পদ্মাবতী প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরের পুরাতন নাম। কিন্তু নদী দ্বয় যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পদ্মাবতীকে উজ্জয়িনী বলা যাইতে পারে না।

পদ্মাবতীশ্বরের ভূরিবসুনামা এক অমাত্য ঐ নগরীতে বাস করিতেন। তাঁহার মালতী নামে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী এক কুমারী দুহিতা ছিল। মালতী স্ত্রীরত্ন, সুতরাং যৌবন-সীমায় পদার্পণ না করিতেই অনেকের প্রলোভনস্বরূপ হইয়া উঠিল। নন্দন নামে রাজার একজন নর্ম্মসচিব ছিলেন। ঐ কন্যার প্রতি তাঁহার সাতিশয় লোভ জন্মিল। তখন তিনি নৃপতি দ্বারা ভূরিবসু সমীপে মালতীকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

বিদর্ভরাজমন্ত্রী দেবরাত ও অমাত্য ভূরিবসু উভয়ে শৈশবকালে একত্র বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের এই প্রতিজ্ঞা হয়, যদি আমাদিগের পরস্পরের পুত্র কি কন্যা জন্মে, তবে অবশ্যই বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতে হইবেক। এক্ষণে দেবরাত নিজ তনয়ের পরিণয়োচিত বয়ঃক্রম দেখিয়া পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা পরিপূরণার্থ তর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন ব্যপদেশে তাঁহাকে পদ্মাবতী নগরে প্রেরণ করিলেন। মকরন্দ নামে এক জন বালমিত্র ও কল হংস নামে এক জন ভৃত্য তাঁহার সঙ্গে ছিল। মালতী ও মাধব স্ব স্ব পিতার প্রতিজ্ঞার বিষয় কিছুই জানিতেন না।

পদ্মাবতী নগরে কামন্দকী নামে এক পরিব্রাজিকা বাস করিতেন। তিনি মন্ত্রিদ্বয়ের প্রতিজ্ঞার বিষয় জানিতেন। পরিব্রাজিকা অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও তত্রত্য জন সাধারণের মান্যা ছিলেন। অমাত্য ভূরিবসু নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহাকেই গোপনে সমীহিত সম্পাদনের ভার দিয়াছিলেন।

মাধব পদ্মাবতী আসিয়া কামন্দকীর আশ্রমে অভিমত বিদ্যার আলোচনায় কাল যাপন করিতে লাগিলেন। কামন্দকীও সমুচিত যত্নে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং যাহাতে দুই সতীর্থ প্রিয় সুহৃদের পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সফল হয়, তদ্বিষয়ে একান্ত যত্ন করিতে লাগিলেন।

গ্রন্থসূচনা।

একদা কামন্দকী প্রিয় শিষ্যা অবলোকিতাকে কহিলেন, বৎসে অবলোকিতে! আহা দেবরাততনয় মাধব ও ভূরিবসুদুহিতা মালতীর কি পরস্পর পাণিগ্রহণ কার্য্য সম্পন্ন হইবে? আহা আমার বাম চক্ষু নৃত্য করিতেছে! চক্ষুই শুভসূচক হইয়া মনের সংশয় দূর করিল। চক্ষু নামে বাম, কিন্তু কাজে নিতান্ত দক্ষিণ। অবলোকিতা কহিল, আপনার চিত্তচাঞ্চল্যের এই একটা আবার গুরুতর কারণ উপস্থিত। কি আশ্চর্য্য! আপনি একে এই তপঃক্লেশে ক্লিষ্ট, তাহাতে আবার অমাত্য ভূরিবসু এই আয়াসকর ব্যাপারে আপনাকেই নিযুক্ত করিয়াছেন। আপনি বিষয় বাসনায় বিরত হইয়াও এ ব্যাসঙ্গের হাত এড়াইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, বৎসে! না না ও কথা বলিও না, দেখ তিনি যে আমাকে কর্ত্তব্য বিষয়ে নিযুক্ত করেন, ইহা কেবল একমাত্র স্নেহ ও বিশ্বাসের কার্য্য। অতএব যদি আমার প্রাণ অথবা তপস্যার দ্বারাও সুহৃদের অভিমত কার্য্য সিদ্ধি হয়, সেই আমার প্রধান কর্ম্ম।

অবলোকিতা কহিল, ভগবতি! যেমন বিদর্ভরাজ-মন্ত্রী এখানে মাধবকে প্রেরণ করিয়াছেন, তেমনি অমাত্য ভূরিবসুও তাঁহাকে স্বয়ং মালতী সমর্পণ না করেন কেন ও চৌরবিবাহের নিমিত্তই বা আপনাকে যত্ন করিতে কহেন কেন? তিনি উত্তর করিলেন, জান না, ওটা কেবল ছলনা মাত্র। রাজার নর্ম্মসচিব নন্দন, রাজা দ্বারা মালতীকে চাহিতেছে; বাচনিক নিষেধ করিলে পাছে রাজার কোপ হয়, এই নিমিত্ত এই শুভ পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। অমাত্য মাধবকে জানিয়া শুনিয়াও নিতান্ত নিরপেক্ষ হইয়া আছেন। মালতী-মাধব অপরিণত বয়স্ক, মনের ভাব গোপন করিতে পারিবে না বলিয়া তাহাদের কাছে স্বাভিপ্রায় প্রকাশিত করেন নাই। অমাত্যের উদ্দেশ্য এই, তাহাদিগের উভয়ের অনুরাগ প্রবাদ সকলে জানুক, তাহা হইলে রাজা ও নন্দন সহজেই প্রতারিত হইবে। দেখ চতুর লোকেরা বাহিরে এমত রমণীয় ব্যবহার করে, যে পরে তর্ক করিয়াও তাহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পারে না। সকলকে কপটজালে আচ্ছন্ন করে এবং আপনি যেন কিছুই নহে এই রূপ দেখাইয়া কার্য্য সিদ্ধি করে অথচ বিবাদ বিসম্বাদ করিতে হয় না।

অবলোকিতা কহিল, ভগবতি! আমি আপনার আদেশানুসারে নানা বচন বিন্যাস পূর্ব্বক মাধবকে অমাত্যভবনের আসন্ন রাজপথে সঞ্চারিত করিয়া থাকি। পরিব্রাজিকা বলিলেন, হাঁ আমি মালতীর ধাত্রীকন্যা

লবঙ্গিকার মুখে শুনিয়াছি, মাধব যখন অমাত্যভবনের আসন্ন নগরীরথ্যায় পুনঃ পুনঃ পর্য্যটন করিতেন, তখন মালতী বাতায়ন হইতে তদীয় মদনমোহন মূর্ত্তি দেখিয়াছেন ও তদবধি গাঢ় উৎকণ্ঠায় দিন দিন ক্ষীণ হইতেছেন। অবলোকিতা কহিল, আমিও শুনিয়াছি মালতী উৎকণ্ঠাবিনোদনের নিমিত্ত মাধবের প্রতিরূপ চিত্রিত করিয়া লবঙ্গিকা দ্বারা বিহারদাসী মন্দারিকার হস্তে দিয়াছে। কামন্দকী শুনিয়া ভাবিলেন, মাধবের অনুচর কলহংসের সহিত মন্দারিকার প্রণয় আছে, ঐ সুযোগে উহা মাধবের হস্তগত হইবে, এই অভিপ্রায়ে লবঙ্গিকা এই কাণ্ড করিয়াছে। অবলোকিতা পুনরায় কহিল, ভগবতি! অদ্য মদনোদ্যানে মদন মহোৎসব, তথায় মালতী আসিবে। যদি পরস্পরের দর্শনে মাধবেরও অনুরাগ সঞ্চার হয়, এই আশয়ে মাধবকে ভুলাইয়া কৌতুকাবিষ্ট করিয়া তথায় পাঠাইয়াছি। তিনি শুনিয়া কহিলেন, সাধু বৎসে! সাধু, মনের মত কাজ করিয়াছ, বড়ই প্রীত হইলাম। সে কহিল, ভগবতি! যদি মাধবের বালমিত্র মকরন্দের সহিত নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার পরিণয় ঘটে, তবে বোধ করি, মাধবের আরও প্রিয় কার্য্য হয়। তিনি কহিলেন, বৎসে! সে কথা বলিতে হইবে না। তদ্বিষয়ে মদয়ন্তিকার প্রিয় সখী বুদ্ধরক্ষিতাকে নিযুক্তই রাখিয়াছি। এক্ষণে চল, মাধবের সংবাদ জানিয়া একবার মালতীর কাছে যাই। মালতী ত অতি

উদারপ্রকৃতি, অতএব কৌশল পূর্ব্বক স্বয়ংই দূতী-
কৃত্য করিতে হইবেক। যেরূপেই হউক, শরচ্চন্দ্রিকা
যেমন কুমুদের প্রমোদকরী, তেমনি সেই বিনোদিনী মাধ-
বের আনন্দদায়িনী হউক, যুবক যুবতী চরিতার্থ হউক
এবং বিধাতার পরস্পরের গুণ নির্ম্মাণ কৌশল সফল ও
মনোরম হউক। এই ভাবিতে ভাবিতে মাধবের অন্বেষণে
চলিলেন।

গ্রন্থারম্ভ।

প্রথম অঙ্ক।

মাধব মদনোদ্যানে গমন করিলে মকরন্দ বন্ধুবিরহে কাতর হইয়া ইতস্ততঃ তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, অবলোকিতার মুখে শুনিলাম, বয়স্য মদনোদ্যানে গিয়াছেন, অতএব সেই দিকেই যাই, এই স্থির করিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে মাধবকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিলেন। তখন ঐ বয়স্য আসিতেছেন, এই বলিয়া তাঁহার ভাব ভঙ্গী নিরীক্ষণ করত চিন্তা করিতে লাগিলেন। এ কি! বয়স্যের গমন আলস্যে মন্থর, দৃষ্টি লক্ষ্যশূন্য, শরীর অব্যবস্থিত এবং নিঃশ্বাস অত্যায়ত দেখিতেছি। এ কি, এ যে মনোবিকারের লক্ষণ! অথবা তাহা ভিন্ন আর কি হইতে পারে; কারণ, ভুবনে কন্দর্পের আজ্ঞা অপ্রতিহত, যৌবনকালও দুর্নিবার বিকারের হেতু এবং ললনাগণের সেই সকল সুললিত মধুর ভাবেও ধৈর্য্যহানি হইয়া থাকে। মনোবিকারের এই সমুদায় কারণকলাপ থাকিতে আর অন্য সম্ভাবনা করা বৃথা। মকরন্দ এই রূপে নানা তর্ক করিতে লাগিলেন।

মাধব মদনোৎসবে মালতীর দর্শন লাভ করিয়া নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার এই প্রথম বিকার, মন যে কেমন অস্বচ্ছন্দ, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিতে লাগিলেন, যখন সেই চন্দ্রমুখীকে মনে করি, তখন লজ্জা দূরীভূত, বিনয় অপনীত, ধৈর্য্য উন্মথিত ও সদসদ্বিবেচনা অস্তমিত হয়; মন কোন মতেই তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না। কি আশ্চর্য্য! আমার যে হৃদয় তাঁহার সন্নিধানে বিস্মিত, ভাবান্তর রহিত, আনন্দে জড়িত ও অমৃতসাগরে প্লাবিত ছিল, এক্ষণে তাঁহার অদর্শনে সেই হৃদয় যেন জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিচুম্বিত হইতেছে। এই চিন্তা করিতেছেন ইত্যবসরে মকরন্দ, 'বয়স্য এ দিকে, এ দিকে' এই বলিয়া ডাকিলেন। মাধব সন্নিহিত হইলে কহিলেন, সখে! সূর্য্যের কিরণ অতি প্রখর, ক্ষণকাল এই উদ্যানে বিশ্রাম করা যাউক। দেখ, ঐ কাঞ্চন বৃক্ষের মূল বিকসিত কুসুমে সুবাসিত ও স্নিগ্ধ ছায়ায় সুশীতল। চল ঐ খানে গিয়া বসি। মাধব কহিলেন, তোমার যথা অভিরুচি। অনন্তর উভয়ে তরুতলে গিয়া শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন।

পরে মকরন্দ মাধবের মনোগত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসু হইয়া কহিলেন, সখে! নগরাঙ্গনাদিগের মদন মহোৎসব দেখিয়া যদবধি তুমি প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছ, সেই অবধি তোমাকে যেন অন্যবিধ বোধ হইতেছে। তুমি কি রতিপতির শরগোচরে পতিত হইয়াছ? মাধব কিছুই

উত্তর দিলেন না, লজ্জাবনত মুখে রহিলেন। মকরন্দ বুঝিয়া সস্মিত মুখে কহিলেন, বয়স্য! বিনম্রবদনে রহিলে কেন? দেখ কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ, কি নীচ কি মহৎ সকলের উপরই মনোভবের সমান প্রভুত্ব। তদীয় দুষ্পরিহরণীয় প্রভাবের বশম্বদ নহে এমন ব্যক্তি ত্রিভুবনে দুর্লভ। অন্যের কথা কি, বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাও তদীয় বাণপাতপথে পতিত হইয়া বিপথে পদার্পণ করিয়াছিলেন; অতএব লজ্জা কি, গোপন করিবার প্রয়োজন নাই, বল।

মাধব কহিলেন সখে! তোমাকে কেনই বলিব না? বলি, শুন। অদ্য অবলোকিতার কথায় কৌতুকাবিষ্ট হইয়া মদনযাত্রা দর্শনে কামদেবের মন্দিরে গিয়াছিলাম; তথায় ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ ও পৌরজনের প্রমোদ দেখিয়া নিতান্ত শ্রান্তি বোধ হইল। তখন মন্দির সন্নিহিত বাল বকুল বৃক্ষের আলবাল সমীপে বসিলাম। দেখিলাম, বিকসিত মুকুলাবলীর মধুর পরিমলে লোলুপ হইয়া অলিকুল চতুর্দ্দিক আকুলিত করিতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন ঐ তরুই ঐ স্থলের মনোহর আভরণ স্বরূপ। নিরন্তর যদৃচ্ছাক্রমে উহার পুষ্প সকল পড়িতেছিল; আমি ঐ সকল কুসুমাবলী সঙ্কলিত করিয়া রচনাচাতুরীসম্পন্ন এক মনোহর মালা গাঁথিতে আরম্ভ করিলাম। ইত্যবসরে ভবনমধ্য হইতে কুমারীজনোচিত উজ্জ্বল বেশভূষায় বিভূষিত কোন কুমারী পরিজনে পরিবেষ্টিত হইয়া কামদেবের

জগতের জয় পতাকার ন্যায় সেই খানে উপনীত হইলেন। দেখিলাম, তাঁহার শরীর সকল রমণীয়তার আধার বা সমুদায় সৌন্দর্য্যসারের নিকেতন। বোধ হয়, যেন স্বয়ং মদন, সুধাকর সুধা চন্দ্রিকা প্রভৃতি রমণীয় উপাদানে সেই মনোহর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরে তিনি কুসুমচয়নকারিণী অনুচারিণী সখীগণের অভ্যর্থনানুসারে সেই বাল বকুল বৃক্ষের দিকে আসিলেন। তখন দেখিলাম, তাঁহার শরীর ম্লান, গণ্ডস্থল পাণ্ডুবর্ণ, আর এরূপ অন্যমনস্ক, যে পরিজনেরা পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিলেও অনাস্থা পূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছেন। এইরূপ ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল, যে কোন ভাগ্যবান্ পুরুষের উদ্দেশে যেন চিরসঞ্চিত মদনবেদনা তাঁহাকে জর্জ্জরিত করিতেছে। দর্শন মাত্র সেই সুলোচনা অমৃতপ্রদীপের ন্যায় আমার লোচন সুশীতল ও প্রীত করিয়াছিলেন। পরে চুম্বক যেমন লৌহ আকর্ষণ করে, সেই রূপ তিনি আমার মন হরণ করিলেন। আর কি বলিব, যখন কোন কারণ না দেখিয়া মন তাঁহাতে আসক্ত হইয়াছে, তখনই স্থির করিয়াছি, নিরন্তর সন্তাপ ভোগ করিতে হইবে। আমার ইচ্ছায় কি হয়, শুভই হউক বা অশুভই হউক, ভবিতব্যতাই সকলের মূলাধার। মকরন্দ কহিলেন, সখে! নিমিত্ত ব্যতিরেকে কখনই প্রণয়সঞ্চার হইতে পারে না। দেখ, সূর্য্যোদয়ে যে পদ্ম বিকসিত হয় ও চন্দ্রোদয়ে যে চন্দ্রকান্ত মণি দ্রবীভূত হয়, ইহার বাহ্য কারণ আমরা কিছুই অনুভব

করিতে পারি না বটে, কিন্তু আন্তরিক কোন হেতু আছেই আছে, সন্দেহ নাই। আন্তরিক হেতু অবলম্বন করিয়াই প্রণয়সঞ্চার হয়, বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন করে না। যা হউক, তার পর বল।

মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, অনন্তর তাঁহার সখীগণেরা ভ্রূবিলাস পূর্ব্বক আমাকে দেখিল এবং যেন পরিচিতের ন্যায় 'এই সেই তিনি' এই বলিয়া আমার প্রতি স্মিতমধুর কটাক্ষ বর্ষণ করিল। অনন্তর সেই অনু-গামিনী কামিনীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বিভ্রম বিলাসের সহিত করতালিকা প্রদান করিয়া কহিল, ভর্ত্তৃদারিকে! আমাদিগের কি পরম সৌভাগ্য! দেখিয়াছ, এখানে কাহারও কেহ আছে, এই বলিয়া অঙ্গুলীর সঞ্চালনা দ্বারা আমাকে দেখাইয়া দিল। মকরন্দ শুনিয়া ভাবি-লেন কি রূপে পরিচয় হইল। যাহা হউক, এ ত গুরু-তর পূর্ব্বরাগের লক্ষণ। ভাল, সমস্ত বৃত্তান্ত শুনা যাউক; এই ভাবিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! তার পর, তার পর। মাধব উত্তর করিলেন যখন ঐ রূপে নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইল, ইত্যবসরে সেই সুলোচনার শরীরে বিবিধ অনির্ব্বচনীয় সাত্ত্বিক বিকা-রের লক্ষণ লক্ষিত হইল; তাহার বাক্‌পথাতীত বিচি-ত্রতা, ও সুললিত বিভ্রম বিলাস প্রকাশ পাইতে লাগিল; বোধ হইল যেন তিনি অধীর হইয়া মনোভবের বশম্বদ হইয়াছেন। পরে তিনি কখন স্থির ও বিকসিত নয়নে, কখন বা সভ্রূভঙ্গ বিলোকনে, কখন বা মুকুলিত লোচনে,

কখন বা অপাঙ্গ প্রসারিত দর্শনে আমাকে দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার ও আমার চারি চক্ষু একত্র হয়, তখনই তিনি নয়ন কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করেন; পরে দেখিলাম, তাঁহার নয়নযুগল আলস্যে মুকুলিত ও নিমেষশূন্য হইয়া যেন আন্তরিক কোন আনন্দে হাসিতেছে। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমার হৃদয় একে ত অত্যন্ত অব্যবস্থিত ছিল, তাহাতে আবার সুনয়নার কটাক্ষপাতে অপহৃত, পীত, বিদ্ধ ও উন্মোহিত হইল।

এইরূপে সেই মনোহারিণী কামিনীর অবশ্য সম্ভাবনীয় প্রণয় রসে প্লবমান হইয়াও আপন চাপল্য সংগোপন নিমিত্ত প্রারব্ধ বকুলমালার শেষভাগ যথাকথঞ্চিৎ গাথিলাম; অনন্তর কতকগুলি অস্ত্রপাণি বর্ষবরপ্রায় পুরুষ আসিয়া উপনীত হইল। তাহাদিগের সহিত সেই চন্দ্রমুখী এক করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নগরগামী মার্গ অলঙ্কৃত করিয়া চলিলেন। যাইবার সময়ে গ্রীবাভঙ্গ পূর্ব্বক আমাকে অমৃতসিক্ত ও বিষলিপ্ত কটাক্ষে বিদ্ধ করিয়া গেলেন।

তদবধি আমার যে কেমন বিকার জন্মিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করিতে ও বাক্য দ্বারা সমুদায় ব্যক্ত করিতে পারি না; আর জন্মাবধি যে কখন ঈদৃশ দুঃসহ যাতনা ভোগ করিয়াছি, তাহাও মনে হয় না। বিবেকশক্তি নাই, মহামোহ প্রবল এবং চিত্ত জড়ীভূ

ও তাপিত হইতেছে দেখিতেছি, কিন্তু বুঝিবার শক্তি নাই। অভ্যস্ত বিষয় মনে পড়িতেছে, কিন্তু তেমন ভাবোদয় হয় না বলিয়া বিরস লাগে। হিম সরোবরে অবগাহন করি বা সুধাকরের কিরণ স্পর্শ করি, কিছুতেই সন্তাপ যাইবার নহে। চিত্ত চঞ্চল ও চিন্তাকুল, বিষয়-বিশেষে ব্যাসক্ত হয় না।

মকরন্দ পূর্ব্বাপর সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ভাবিলেন, এ ত বড়ই আসক্তি দেখিতেছি। এখন সদুপদেশ দ্বারা বন্ধুকে কি নিষেধ করিব; অথবা যখন কুসুমায়ুধের অস্ত্রবল ও নবযৌবন এই দুইই বিকারের বলবৎ কারণ রহিয়াছে, তখন আর তুমি মদন বেদনায় অধীর হইও না, মনের বিকার দূর কর বলিয়া উপদেশ দিলে কি ফলোদয় হইবে? দেখ কুসুমায়ুধ কি দুরন্ত! যে ব্যক্তি এক বার দুস্তর অনঙ্গতরঙ্গে নিপতিত হয়, সে আর সহসা উঠিতে পারে না। শত শত বার দুরুত্তর দুঃখ আবর্ত্তে ঘূর্ণিত হইয়াও আপনাকে সুখী জ্ঞান করে; মোহান্ধতা-বশতঃ সদুপদেশ-তরি অবলম্বন করিতে পারে না। এই রূপে কখন নানা বিপজ্জালে জড়িত, কখন বা দুর্মোক্ষ-ব্যাধি তিমি মকর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া চির দিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যৌবন অতি বিষম কাল। এই সময়ে বিষয়বাসনা বলবতী হয়, রাগাদি রিপু সকল নিয়ত সবল থাকে, সুতরাং অপরিণামদর্শী যুবগণ প্রায়ই বিপথে পদার্পণ করেন। যুবগণ পরিণামবিরস ভোগসুখে মত্ত

থাকিয়া কিছুই দেখিতে পান না। যখন তাঁহাদের চিত্তকরীর দুর্নিবার মত্ততা স্ফুরিত হয়, তখন কোথায় বা ধৈর্য্যশৃঙ্খল, কোথায় বা সদাচার-স্তম্ভ, কোথায় বা লজ্জা-রজ্জু, এবং বিনয়-অঙ্কুশই বা কোথায় থাকে। কিছুতেই প্রবলতর মনোবেগ নিবৃত্ত হইবার নহে। অতএব এক্ষণে নিষেধ দ্বারা কোন উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। এই বিতর্ক করিয়া মকরন্দ জিজ্ঞাসিলেন, কেমন সখে! তিনি কে ও কাহার কন্যা, জানিয়াছ। তিনি উত্তর করিলেন, শ্রবণ কর, তাহার করেণু-কারোহণ সময়েই সখীমণ্ডল হইতে এক সুচতুরা সহচরী বিলম্ব করিয়া পুষ্পচয়ন ব্যাজে আমার সমীপে আইল, এবং সেই বকুলমালাচ্ছলে আমাকে কহিল, মহাভাগ! সমুচিত গুণে * সুমনঃ† সংযোগ হেতু ইহা‡ অতি রমণীয় হইয়াছে। আমাদিগের স্বামিদুহিতা অতিমাত্র কৌতুকাবিষ্ট আছেন। তাঁহার পক্ষে এ কুসুমরোপণ§ ব্যাপার অতি বিচিত্র। প্রার্থনা করি এই সামগ্রী|| স্বামি-কন্যার কণ্ঠে লম্বিত হইয়া মনোহর হউক, ইহার বিচিত্রতা চরিতার্থ হউক, এবং রচয়িতার¶ রচনা-চাতুরী সফল হউক। পরে আমি কুমারীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলে উত্তর করিল, ওটী অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা,

---

* সূত্র ও বিনয়াদি।

† পুষ্প ও ভাল মন।

‡ মালা ও প্রণয়।

§ পুষ্প বচনা ও কন্দর্প।

|| মালা ও তুমি।

¶ তোমার ও বিধাতার।

নাম মালতী। আমি তাহার ধাত্রীকন্যা, বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন, নাম লবঙ্গিকা।

মকরন্দ শুনিয়া বলিলেন, আহা মালা চাহিবার কি বচনকৌশল! যাহা হউক, অমাত্য ভূরিবসুর কন্যা, এ বহু মানের কথা। কামন্দকীও সর্ব্বদা মালতী মালতী করিয়া থাকেন। কিন্তু শুনিতেছি, রাজা নন্দনের পরিতোষার্থ মালতীকে চাহিতেছেন। কি হয়, কিছুই বলা যায় না। মন্ত্রিপুত্র কহিলেন, সখে! অপর বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। তিনি এই রূপে বকুলমালা চাহিলে আমি নিজ কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া দিলাম। মালতীর মুখপঙ্কজে দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট ছিল বলিয়া শেষভাগের রচনা পূর্ব্বের অনুরূপ হয় নাই; তথাপি তিনি তাহাই ভাল ও অসামান্য প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিলেন; অনন্তর মদন-যাত্রা ভাঙ্গিলে সে প্রচলিত জনতার অন্তরালে অন্তরিত হইলেন। পরে আমি তোমাদিগের অন্বেষণে আসিতেছি।

মকরন্দ কহিলেন, বয়স্য! যখন মালতীরও অনুরাগ-চিহ্ন ব্যক্ত হইয়াছে, তখন এ প্রণয় দৃঢ়তর, সন্দেহ নাই। মালতীর গণ্ডপাণ্ডুতা প্রভৃতি যে সমুদায় চির-সঞ্চিত বিরহ-লক্ষণ, সেও বোধ হয়, তোমার নিমিত্তই হইয়াছে। কিন্তু তোমাকে কোথায় দেখিয়াছে, বুঝিতে পারিলাম না। তাদৃশী কুলবালারা একের প্রতি অনুরাগিণী হইলে কখনই অন্যত্র সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করে না। ‘এখানে কাহারও কেহ আছে’ সখীদিগের এই পরিহাস বাক্য এবং ধাত্রীকন্যার মালা প্রার্থনার বচন-

বৈদগ্ধী এ উভয় দ্বারাই তোমার উদ্দেশে তাঁহার পূর্ব্বরাগ, ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হইতেছে।

এই রূপ কথোপকথন চলিতে লাগিল, এ দিকে মাধবের ভৃত্য কলহংস মন্দারিকার নিকট মাধবের এক চিত্রময় প্রতিমূর্ত্তি পাইয়া দেখাইবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিয়া পরিশেষে তথায় উপনীত হইয়া প্রণাম পূর্ব্বক চিত্রপট সমর্পণ করিল। মাধব ও মকরন্দ তাহা দেখিতে লাগিলেন। মকরন্দ জিজ্ঞাসিলেন, কলহংস! মাধবের ছবি কে লিখিয়াছে? সে উত্তর করিল, যে ইঁহার মন হরিয়াছে। পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, তবে কি মালতী? সে বলিল, হাঁ, শুনিলাম অমাত্য-দুহিতাই উৎকণ্ঠাশান্তির নিমিত্ত এই প্রতিরূপ চিত্রিত করিয়াছেন। তখন মাধব কহিলেন, সখে! তোমার বিতর্কই ঠিক হইল। মকরন্দ বলিলেন, প্রিয়তম! আর সন্দেহ নাই! আশ্বাসের পথ হইয়াছে; কেন না, যে বামলোচনা তোমার লোচনপ্রিয়া, আবার তুমিই তাহার চিত্তচোর ও হৃদয়বল্লভ। যেখানে প্রজাপতি ও রতিপতি উভয়েই লাগিয়াছেন, সেখানে আর কি সম্মিলনের কোন সংশয় আছে? যাহা হউক, বয়স্য! যে রূপ ভবাদৃশ ব্যক্তিরও বিকারহেতু, তাহা অবশ্যই দর্শনীয় বস্তু, সন্দেহ নাই; অতএব এই চিত্রপটেই তদীয় রূপ চিত্রিত কর, দেখি। তিনি কহিলেন, ভাল, তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে করিতেছি, চিত্রোপকরণ আনয়ন কর। মকরন্দ তৎক্ষণাৎ সমস্ত আহরণ করিলে তিনি লিখিতে প্রবৃত্ত

হইলেন। লিখিতে লিখিতে কহিলেন, সখে মকরন্দ! লিখিব কি, তাহার সঙ্কল্প মাত্র বাষ্পসলিলে দৃষ্টি তিরোহিত হইতেছে, শরীর স্তব্ধ ও রোমাঞ্চিত হইতেছে এবং অঙ্গুলি সকল স্বেদজলে প্লাবিত ও কম্পিত হইতেছে; তথাপি যেমন পারি লিখি; এই বলিয়া প্রতিকৃতি আলিখিত করিয়া একটি শ্লোক রচিয়া নিম্নে লিখিলেন। —এই জগতে নব শশিকলা প্রভৃতি স্বভাবমধুর অনেক মনোহর পদার্থই আছে বটে, কিন্তু এই নয়নমনোহর রূপ যে নয়নগোচর করিয়াছি, আমার জন্মের মধ্যে এই অদ্বিতীয় মহোৎসব। এই রূপে চিত্রকর্ম্ম সমাপন করিয়া মকরন্দকে দেখাইলেন। তিনি নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বয়স্য! হাঁ রূপ বটে, ইহাতে অনুরাগ হওয়া তোমার নিতান্ত অসঙ্গত নহে, এই বলিয়া শ্লোক পড়িতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মন্দারিকা কলহংসের অন্বেষণ নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া মাধব ও মকরন্দকে সমাসীন দেখিয়া লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইল এবং তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক কহিল, কলহংস! পদচিহ্ন দেখিয়াই বুঝিয়াছি, তুমি এখানে আছ; এখন আমার চিত্রফলক দাও। কলহংস তৎক্ষণাৎ চিত্রপট প্রদান করিলে সে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, কলহংস! ইহাতে কে কি নিমিত্ত মালতীকে লিখিয়াছে? সে বলিল, মালতী যে নিমিত্ত যাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। মন্দারিকা শুনিয়া প্রীতিপ্রসন্নমনে কহিল, আহা কি সৌভাগ্য! এত দিনে বিধাতার সৃষ্টিকৌশল সফল হইল। মকরন্দ

জিজ্ঞাসিলেন, মন্দারিকে! এ বিষয়ে কলহংস যাহা কহিয়াছে, তাহা কি সত্য? আর অমাত্য-তনয়া মাধবকে কোথায় দেখিলেন, বলিতে পার? সে কহিল মহাশয়! পরস্পরানুরাগের বিষয়ে আর সংশয়ই নাই। আর লবঙ্গিকার মুখে শুনিয়াছি, মন্ত্রি-তনয়া বাতায়ন দিয়া দেখিয়াছেন। শুনিয়া মকরন্দ কহিলেন, সখে! হইতে পারে, আমরা নিয়তই অমাত্য-ভবনের আসন্ন পথে সঞ্চরণ করিয়া থাকি, সেই স্থানেই মালতী তোমাকে দেখিয়া থাকিবেন। মন্দারিকা বলিল, আপনারা আজ্ঞা করুন, আমি যাইয়া প্রিয়সখী লবঙ্গিকাকে ভগবান্ কামদেবের এই সুবিধান জানাই, এই বলিয়া বিদায় লইয়া চিত্রপট গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল।

ক্রমে মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। দিবাকর গগনমণ্ডলের মধ্যভাগ হইতে অবিরত তীব্র কিরণ বিস্তার করিতে লাগিলেন। প্রচণ্ড রৌদ্র, পথ অত্যন্ত উত্তপ্ত, কাহার সাধ্য যে গমনাগমন করে; প্রাণান্তেও কেহ ঘরের বাহিরে যাইতে চাহে না। অনাতপ প্রদেশ স্বর্গসদৃশ বোধ করিয়া জীবগণ সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল। পক্ষিগণ নিজ নিজ নীড়ে নিস্তব্ধভাবে রহিল। পশুকুল স্বৈরবিহার পরিহার পুরঃসর ছায়াময় তরুতলে রোমন্থ করিতে লাগিল। পিপাসা বলবতী, জল জল করিয়া সকলেই ব্যগ্র। শরীর ক্ষণমাত্রে স্বেদ-সলিলে পরিপ্লুত হইতে লাগিল।

তখন মকরন্দ কহিলেন, বয়স্য! ভগবান্ সহস্র-কিরণ

দুঃসহ কিরণ বৃষ্টি করিতেছেন; চল, আমরা ছায়া-প্রধান প্রদেশে গমন করি। এই বলিয়া দু জনে চলিলেন। মাধবের আর অন্য চিন্তা ছিল না; তিনি যাইতে যাইতে বলিলেন, সখে! বোধ হয়, আতপতাপে বিগলিত স্বেদসলিলে তদীয় সহচরীবর্গের তিলকাবলীর লালিত্য এত ক্ষণ বিলুপ্ত হইতেছে। আঃ কি রৌদ্র! হে সমীরণ! তুমি বিকচ কুন্দকুসুমের মকরন্দ গন্ধ আহরণ করিয়া প্রথমতঃ সেই চঞ্চললোচনা কোমলাঙ্গীকে আলিঙ্গন কর, পশ্চাৎ আমার শরীর স্পর্শ করিও। মকরন্দ তদীয় ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আক্ষেপ পূর্ব্বক বলিলেন, হা, দুরাত্মা কন্দর্প কি নির্দ্দয়! সুকুমার বয়স্য মাধবকে এক কালে নষ্ট করিল! অনন্তর মাধবকে কহিলেন, সখে! তুমি বয়সে যুবা, কিন্তু জ্ঞানে বৃদ্ধ। বিচারপথে তোমার চক্ষু চিরদিনই অপ্রতিহত; এক্ষণে ইন্দ্রিয়স্রোতে প্রবাহিত হইয়া প্রাকৃত লোকের ন্যায় বিকলচিত্ত হওয়া কি ভবাদৃশ ব্যক্তির উচিত? যাহারা বিমার্গপ্রস্থিত মনের সংযম করিতে না পারে, তাহারা নিতান্ত অসার। অসার ব্যক্তির বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি সমুদায়ই উপহাসের কারণ হইয়া থাকে। তুমিও কি সামান্য লোকের ন্যায় ইতর সুখে অনুরক্ত হইয়া উপহাসাস্পদ হইবে? যদি বায়ুভরে দুইই সমভাবে প্রকম্পিত হয়, তবে তরু ও গিরিতে বিশেষ কি? নিরঙ্কুশ ইচ্ছার

বশবর্ত্তী হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ম্ম নহে। যখন নিরঙ্কুশ ইচ্ছা মনোরাজ্য অধিকার করে, তখন বিবেক শক্তির শরণাপন্ন হওয়া এবং তদীয় বিপক্ষে জ্ঞানাস্ত্র ধারণ করা বিধেয়। বিবেকশক্তির প্রভা প্রদীপ্ত থাকিলে কি আর দুষ্প্রবৃত্তি-তিমির প্রাদুর্ভূত হইতে পারে? প্রবোধ সুধাকরের সুধাপানে ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে কি কখন নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি জনিত কটুরসে প্রবৃত্তি হয়? অতএব চিরাভ্যস্ত জ্ঞানের আলোচনা কর, হৃদয়ের বেগ নিরুদ্ধ কর এবং অধীরতাকে মনোমন্দির হইতে নিষ্কাশিত কর। অধীর হইলে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না, বরং অবিচলিত চিত্তে অভীষ্টসিদ্ধির উপায় চিন্তা করিলে অনেক উপকার দর্শিতে পারে; অতএব চল, ভগবতী কামন্দকীর নিকট যাই, তিনি ভিন্ন এ বিপদে আর কে রক্ষা করিবে? মকরন্দ এই রূপে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু মাধবের অন্তঃকরণে তদীয় উপদেশ বাক্য স্থান প্রাপ্ত হইল না। যখন চন্দ্রিকাবিরহে কুমুদকুল মুকুলিত হয়, তখন কি দিনকরের মনোহর কিরণ তাহার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারে? তখন মাধব মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! কি পার্শ্বে, কি সম্মুখে, কি পশ্চাৎ, কি অন্তরে, কি বাহিরে, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই তাহারে দেখিতে পাই; বোধ হয়, যেন প্রফুল্ল কমলমুখী অপাঙ্গবিস্ফারিত নয়নে আমাকে দেখিতেছেন। পরে মকরন্দকে কহিলেন, বয়স্য! আমার কেমনই দেহ দাহ উপস্থিত। মোহ আসিয়া

ইন্দ্রিয়শক্তি তিরোহিত করিতেছে। শরীর অবশ, মনঃ অস্থির, চতুর্দ্দিক তন্ময় দেখিতেছি। এইরূপ নানা কথা বার্ত্তায় তাঁহারা উভয়ে কামন্দকীর আশ্রমে প্রস্থান করিলেন।

মালতীমাধব।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কামন্দকী মকরন্দ মুখে মদনোদ্যান বৃত্তান্ত অবগত হইলেন এবং অত্যন্ত প্রীত হইয়াও তৎকালে মনের ভাব গোপনে রাখিলেন। অনন্তর মালতী সমীপে যাইবার নিমিত্ত, তত্ত্ব জানিবার আশয়ে, অবলোকিতাকে অমাত্যভবনে প্রেরণ করিলেন। অবলোকিতা সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কামন্দকী-সমীপে নিবেদন করিলেন, ভগবতি! শুনিলাম, লবঙ্গিকা মদনোদ্যান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবা মাত্র অমাত্যতনয়া তাহার হাত ধরিয়া অট্টালিকার উপরে বসিয়া কি মন্ত্রণা করিতেছেন। পরিজনবর্গকে তথায় যাইতে নিষেধ করিয়াছেন। বোধ হয়, মাধবের কথাবার্ত্তা লইয়া আছেন। তাঁহার অনুরাগও অত্যন্ত উদ্বেল হইয়াছে। আবার এ দিকেও শুনিলাম, গত দিবস রাজা প্রিয়সুহৃৎ নন্দনের প্রীত্যর্থ মালতী চাহিলে, অমাত্য উত্তর করিয়াছেন যে, নিজ কন্যার প্রতি মহারাজের প্রভুত্বই আছে। অতএব বুঝিলাম, মালতী মাধবানুরাগ কেবল আমরণ হৃদয়শূল হইয়া রহিল। যদি ভগবতীর প্রভুত্বের কোন

ক্ষণ দর্শে তবেই যাহা হয়, হইবে। এই কথা শুনিতে শুনিতে পরিব্রাজিকা অবলোকিতার সহিত অমাত্যভবনে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে অমাত্যনন্দিনী প্রিয়বয়স্যা লবঙ্গিকাসমভি-ব্যাহারে বিজন সৌধ-শিখরে বসিয়া সমুৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসিলেন; হুঁ, সখি! তুমি পুষ্প চয়ন ব্যাজে গিয়া মালা চাহিলে। তার পর, তার পর। সে বলিল, তার পর সেই মহানুভব এই বকুলমালা আমাকে দিলেন। এই বলিয়া মালা সমর্পণ করিল। তিনি সমাদরে গ্রহণ ও হর্ষোৎফুল্ল লোচনে নিরীক্ষণ করত কহিলেন, সখি! ইহার এক পার্শ্বের রচনা যেমন, অপর পার্শ্বের তদনুরূপ হয় নাই। সে বলিল, ও বিষম বিরচনা বিষয়ে তুমিই অপ-রাধিনী। সে সময় সেই দূর্ব্বাদল শ্যামল যুবাকে যে ব্যস্ত করিয়াছিলে, মনে করিয়া দেখ। অমাত্যসুতা কহিলেন, আহা, প্রিয়সখি! কত আশ্বাস দিতেই শিখিয়াছ। সে কহিল, এ আবার আশ্বাস কি; আমি বলি, শুন।—যখন তিনি মন্দ মন্দ সমীরণে প্রচলিত কমলদলের ন্যায় চঞ্চল লোচনে তোমাকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন এবং প্রারব্ধ বকুলমালিকা রচনাচ্ছলে প্রসারিত নয়ন যুগল প্রযত্নে সঙ্কুচিত করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার হর্ষবিস্ময়াদি বিলাস লক্ষণ বিলক্ষণরূপেই প্রতীয়মান হইয়াছে। তুমি কি তাহা দেখ নাই? অমাত্যকুমারী শুনিয়া লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, সখি! যাহা দেখিলে ক্ষণ-সন্নিহিত জনের মনেও অলীক আশা সঞ্চারিত হয়, এ কি

সেই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বিলাস? কি তুমি যাহা ভাবিতেছ? সে ঈষৎ হাস্য করিয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশপূর্ব্বক কহিল, হাঁ তুমিও তখন বিনা গান বাদ্যে স্বভাবে নাচিয়া উঠিয়াছিলে। তিনি শুনিয়া ব্রীড়াবনতমুখে জিজ্ঞাসিলেন, হুঁ সখি! তার পর, তার পর। সে কহিল, তার পর যাত্রা ভঙ্গ হইলে তিনি প্রচলিত জনতার মধ্যে বিলীন হইলেন, আমিও মন্দারিকার গৃহে আসিলাম। অদ্য প্রভাতেই মন্দারিকার হস্তে চিত্রপট সমর্পিত হইয়াছিল। কেন না তাহার সহিত মাধবানুচর কলহংসের প্রণয় আছে, যদি ঐ সুযোগে উহা মাধবের হস্তগত হয়। এক্ষণে মন্দারিকার নিকট তদনুরূপ প্রিয় সংবাদও পাইলাম। মালতী শুনিয়া ভাবিলেন, বুঝি বা চিত্রপটই প্রদর্শিত হইয়া থাকিবে। অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, সখি! কি প্রিয় সংবাদ বল দেখি? লবঙ্গিকা কহিল, সখি! এই সেই চিত্রময় প্রতিরূপ আনিয়াছি, অললোকন কর। যখন দুর্লভ মনোরথ নিবন্ধন দুঃসহ আয়াসে চিত্ত দগ্ধ ও সন্তপ্ত হয়, সে সময় ইহা দেখিলেও মনে ক্ষণকাল সুখ জন্মে। এই বলিয়া সেই চিত্রফলক দিলেন। অমাত্যতনয়াও হর্ষোল্লাস সহকারে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে সন্দিগ্ধ হৃদয়! এখনও অবিশ্বাস; এমত আশ্বাসকেও প্রতারণা বলিয়া সম্ভাবনা করিতেছ। এ কি! অক্ষর যে! এই বলিয়া নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া এইরূপ আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।—হে মহাভাগ! তুমি নিজে যেমন মধুর মূর্ত্তি, তোমার শ্লোক রচনাও তেমনি

মধুর ; কিন্তু তোমার দর্শন তৎকালে মনোহর, পরিণামে দারুণ সন্তাপকর ! যাহারা তোমাকে দেখে নাই, সেই কুল-কন্যারাই ধন্যা ও তাহারাই স্বচ্ছন্দচিত্তে কাল যাপন করি-তেছে ! এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লবঙ্গিকা কহিল, সখি ! এততেও কি তোমার আশ্বাস হইল না ? দেখ, তুমি নবমালিকা কুসুমের ন্যায়, কোমলা. যাহার নিমিত্ত খণ্ডিত নব পল্লবের ন্যায় অনুদিন ক্ষীণ ও ক্লান্ত হইতেছ, ভগবান্ মন্মথপ্রসাদে তিনিও তোমার বিরহে দুঃসহ সন্তাপ ভোগ করিতেছেন। অমাত্যদুহিতা সাশ্রু-লোচনে কহিলেন, প্রিয়সখি ! এক্ষণে সেই জীবিতেশ্বরের মঙ্গল হউক, আমার মনোরথ চিরদুর্লভ হইয়াই রহিল। বিশেষতঃ অদ্য আমার মনস্তাপ তীব্র বিষধরের ন্যায় অবিরত সর্ব্ব শরীর জর্জ্জরিত করিতেছে, নির্ধূম হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেছে ও গুরুতর জ্বরের ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল দগ্ধ করিতেছে। এক্ষণে পিতাই হউন, অথবা তুমিই হও, আজি আমার কেহই রক্ষিতা নাই। লবঙ্গিকা কহিল, সখি ! সুজন সমাগমের রীতিই এই। তাঁহাদিগের প্রত্যক্ষে যেমন অশেষ সুখ, পরোক্ষে আবার তেমনি দুঃসহ দুঃখ ঘটিয়া থাকে। আর যাঁহাকে বাতায়ন হইতে ক্ষণমাত্র দেখিয়া অবধি দুর্ব্বিসহ যাতনা পরম্পরায় তোমার জীবন সংশয়িত হইয়া আছে এবং সুধাকরের কিরণও জ্বলন্ত অঙ্গার বোধ হয়, অদ্য তাঁহার সবিশেষ দর্শন লাভ করিয়াছ, তাপিত হইবে ; বলিবার অপেক্ষা কি। যাহা হউক, প্রিয়সখি ! এই রূপ মহানুভাব

প্রিয়জনের সমাগম লাভই সংসারের সারভূত ফল বলিতে হইবে। মালতী উত্তর করিলেন, সখি! মালতীর জীবনই তোমার পরম ধন, সুতরাং কতই সাহস দিতেছ। যাও তোমার আর কথায় কাজ নাই। অথবা তোমারই দোষ কি, আমিই বারংবার তাঁহার দর্শন ও অধীর হৃদয়ে নানা দুর্বিনয় প্রকাশ করিয়া স্বয়ং অপরাধিনী হইয়াছি; কাহার দোষ দিব। এক্ষণে গগনতল হইতে পূর্ণ শশী বিষ বর্ষণ করুন, অশরণা পাইয়া পঞ্চশর নিয়ত শরক্ষেপ করুন, ভ্রমর কোকিল নির্ঘাত নিস্বন করুক, মলয়বাত বজ্রপাতকল্প হউক, কুসুমমালা অগ্নিজ্বালা প্রসব করুক এবং দারুণ বিভাবরীও ঘোর বিষধরীর কার্য্য করুক; মৃত্যুর পর আর তাহারা কে কি করিবে! আমার পিতা এক জন শ্লাঘ্য লোক, মাতা সৎকুলপ্রসূতা, কুল অকলঙ্ক, ইহাই আমার সর্ব্বস্ব! আমি বা আমার জীবনধন অতি অকিঞ্চিৎকর! লবঙ্গিকা এবংবিধ বিবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণে কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতেছে; ইত্যবসরে প্রতীহারী আসিয়া নিবেদন করিল, ভগবতী কামন্দকী ভর্ত্তৃদারিকার দর্শনাভিলাষে উপস্থিত, যেমত আজ্ঞা হয়। অমাত্যনন্দিনী অবিলম্বে লইয়া আইস এই কথা বলিয়া চিত্রফলকাদি গোপন করিতে লাগিলেন। লবঙ্গিকা ভাবিল অতিউত্তম হইল।

প্রতীহারীর মুখে প্রবেশ সংবাদ পাইয়া পরিব্রাজিকা অবলোকিতার সহিত সৌধশিখরে মালতী সমীপে চলিলেন। যাইতে যাইতে বলিতে লাগিলেন, ভাল, সখে

ভূরিবসো ! ভাল বলিয়াছ । নিজ কন্যার প্রতি মহারাজের প্রভুত্বই আছে, এ বড় কৌশলের কথা। ইহাতে ইহ-লোক পরলোক দুই রক্ষা পাইয়াছে। আর মদনোদ্যান বৃত্তান্ত শুনিয়া বুঝিলাম, প্রজাপতি অনুকূল। বকুলাবলী ও চিত্রফলক বিধান মনে করিলে আনন্দ জলধি উচ্ছলিত হইয়া উঠে। যেহেতু দম্পতীর পরস্পর অনুরাগই বিবাহ কর্ম্মে প্রধান মঙ্গল। মহর্ষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন, 'যে খানে বাঙ্মনশ্চক্ষুর সবিশেষ সম্বন্ধ সেই খানেই দাম্পত্যনিবন্ধন সুখ সমৃদ্ধি।'—যে দম্পতীর মনের ঐক্য, বাক্যের ঐক্য ও কার্য্যের ঐক্য থাকে, সমস্ত অসুখ তাঁহাদিগের নিকট হইতে সুদূরে পলায়ন করে; এই ভূলোকেই তাঁহারা দ্যুলোকের সুখ অনুভব করেন। কি সুখ কি দুঃখ, কি সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য, কি যৌবন কি প্রৌঢ়কাল, কি সম্পত্তি কি বিপত্তি, সকল সময়েই দম্পতীর এক ভাব ও অনন্যসাধারণ প্রেম অনন্ত সুখের আকর। এই রূপ প্রেম সংসার ভারশ্রান্ত হৃদয়ের বিশ্রাম ধাম, অশেষ উৎসব প্রবাহের অবিচ্ছিন্ন উৎস এবং মঙ্গল পরম্পরার স্থিরতর সোপান। তথাবিধ প্রণয়রসে সন্তরণ করা ভাগ্যবলে অতি অল্প লোকের ঘটে। দম্পতীর পরস্প-রানুরাগ না জন্মিলে যে বৈবাহিক সম্বন্ধ নিরূপিত হইয়া থাকে, তাহা পরিণামে বিষম বিষময় ফল প্রসব করে। ঐ রূপ উদ্বাহসূত্রে বন্ধনকে শুদ্ধ অসুখসূত্রে বন্ধন বলি-লেও অসঙ্গত হয় না। যাহাদিগের পাণিগ্রহণ ভার অপরিণামদর্শী ও অবিমৃষ্যকারী জনক জননীর উপরি

বর্ত্তে, তাহাদিগের ভাগ্যে দুঃখের পরিসীমা থাকে না। পিতা মাতার অভিপ্রেত কতিপয় বিষয়ের নিষ্পত্তি হইলেই কন্যাপুত্রের শুভ সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হয়, তাঁহারা স্ব স্ব কন্যা পুত্রের মনের আসক্তি গুণের আসক্তি এবং ব্যবহারে আসক্তি কিছুই দেখেন না। এই রূপে বিষমবৈরীর ন্যায় তনয় তনয়ার সংসারসুখ চির জীবনের মত বিলুপ্ত করেন। এই রূপ বলিতে বলিতে দূর হইতে মালতীকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন, আহা! অমাত্যতনয়া বিরহসন্তাপে কৃশ ও কাতর; কিন্তু কদলীগর্ভের ন্যায় রসবতী ও একমাত্র শশিকলার ন্যায় নয়নের উৎসব হেতু। ইহাকে দেখিলে মনে যেমন হর্ষোদয় তেমনি ভয়ও হইতেছে। আহা! মালতীর কপোলপাণ্ডুতা প্রভৃতি কি চমৎকার শোভাই সম্পাদন করিয়াছে! যাহারা প্রকৃতিসুন্দর, তাহাদিগের বিকৃতিও অতি সুন্দর দেখায়। এই বলিতে বলিতে সমীপে গমন করিলেন।

মালতী মাধবের চিন্তায় বাহ্য জ্ঞান শূন্য ছিলেন। লবঙ্গিকা তাঁহার গাত্রচালনা করিয়া ঐ ভগবতী আসিতেছেন এই কথা বলিলে সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং প্রণাম পূর্ব্বক আসন প্রদান করিলেন। পরিব্রাজিকা "অভিমত ফলভাজন হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক আসন গ্রহণ করিলে, সকলে উপবিষ্ট হইলেন। অমাত্যসুতা কুশল প্রশ্ন করিলে কামন্দকী তদীয় মনের ভাব বুঝিবার আশয়ে কৃত্রিম দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, হাঁ এক প্রকার কুশলই বটে। লবঙ্গিকা শুনিয়া

ভাবিল, এ ত কপট নাটকের প্রস্তাবনা উপস্থিত। পরে জিজ্ঞাসিল, ভগবতি! কথা কহিতে বাষ্পভরে কণ্ঠস্বর মন্থর ও স্তম্ভিত হইতেছে এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস বহিতেছে, সংপ্রতি আপনার কি উদ্বেগের কারণ উপস্থিত? তিনি উত্তর করিলেন, সে প্রস্তাব আমাদিগের চীরচীবর ধারণের সমুচিত নহে। তুমি কি জান না, আমাদিগের এই মালতী সহজ বিভ্রম বিলাসের আধার, যুবগণের বশীকরণ মন্ত্র, স্থিরতর চিত্তের উন্মাদ হেতু, ধৈর্য্যতরুর নিশিত অস্ত্র এবং অনঙ্গদেবের অব্যর্থ শর। ইনি অনুচিত বরে সমর্পিত হইবেন এবং সকল গুণই বিফল হইবে, এ কি সামান্য তাপের বিষয়! ধাত্রী কন্যা কহিল, সত্য বটে, অমাত্য রাজার কথা ক্রমে নন্দনকে মালতী দিতে চাহিয়াছেন শুনিয়া সকলেই অমাত্যের নিন্দা করিতেছে। মালতী এত দিন কিছুই জানিতেন না, এক্ষণে শুনিবামাত্র ব্যাকুল হইয়া ভাবিলেন, হায়! নৃপতিসন্তোষের নিমিত্ত আমি পিতার উপহার সামগ্রী হইয়াছি! পরিব্রাজিকা কহিলেন, কি আশ্চর্য্য। গুণ বিচারে বিমুখ হইয়া অমাত্য কেনই বা ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন! যাহারা কুটিল নীতি অবলম্বন করে তাহাদিগের কি অপত্যস্নেহ আছে। কন্যাদান করিলে রাজার নর্ম্মসচিবনন্দন আত্মীয় হইবে, এই বিবেচনা কেবল স্নেহশূন্য পাষাণহৃদয়ের কর্ম্ম। লবঙ্গিকা বলিল, আপনি যে আজ্ঞা করিলেন সকলই সত্য, অপত্যস্নেহ থাকিলে সেই গতযৌবন ও বিরূপ বরে কন্যাদানের বিষয় কি অমাত্য বিচার করিতেন না। মালতী শুনিয়া

মনে মনে কহিতে লাগিলেন, হায়! রাজপ্রসাদ লাভই পিতার বড়, মালতী কি কিছুই নহে! হা হতাস্মি. হতভাগিনীর ভাগ্যে কি অনর্থবজ্রপাত উপস্থিত! লবঙ্গিকা কহিল, ভগবতি! এক্ষণে আপনি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিয়া উপস্থিত জীবন্মৃত্যু হইতে প্রিয়সখিকে রক্ষা করুন। আপনি ইহাকে নিজ কন্যাই জ্ঞান করিবেন। তিনি উত্তর করিলেন, অয়ি সরলে! আমার প্রভুত্বে কি হইতে পারে। দেখ, কুমারীদের প্রায় পিতাই প্রভু ও দেবতা। তবে যে কণ্বদুহিতা শকুন্তলার দুষ্মন্তকে বরণ, উর্ব্বশীর পুরুরবাকে আত্মসমর্পণ. ও পিতৃবাসনা উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক বাসবদত্তার বৎস রাজের পাণিগ্রহণ ইত্যাদি যে সকল উপাখ্যান আখ্যানবেত্তাদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, সে সকল সাহসের কথা উপদেশ দেওয়া উচিত হয় না। সুতরাং অমাত্য ভূরিবসু কার্য্যগৌরববশতঃ রাজার প্রিয়সুহৃৎ নন্দনকে কন্যা দান করিয়া সুখী হউন। আমাদিগের মালতীও বিরূপবরের হস্তগতা হইয়া রাহুগ্রস্ত বিমলা শশিকলার ন্যায় চিরশোচনীয়া হউন। মালতী শুনিয়া সজল লোচনে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, হা পিতঃ! আমার ভাগ্যক্রমে তুমিও এত নিদারুণ। হায় ভোগতৃষ্ণা কি বলবতী!

ইতি মধ্যে অবলোকিতা কহিল, ভগবতি! আপনি এখানে বিলম্ব করিতেছেন, কিন্তু মাধবের শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। কামন্দকী শুনিবামাত্র বিদায় চাহিলেন। ধাত্রীদুহিতা গোপনে পরামর্শ করিলেন, সখি! এখন ভগবতীর

কাছে সেই মহানুভবের বৃত্তান্ত শুনা যাউক। মালতী কহিলেন, সখি! মনের মত মন্ত্রণা করিয়াছ; আমারও বড় কৌতুক হইয়াছে; জিজ্ঞাসা কর। তখন লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্যে! যাহার প্রতি গুরুতর স্নেহভরে আপনার মন নিয়তই অবনত, সে মাধব কে? জানিতে ইচ্ছা করি। এ কথা অপ্রস্তাবিকী বটে, তথাপি অনুগ্রহ করিয়া বলিতে হইবে। তিনি কহিলেন, যদি নিতান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে শ্রবণ কর। বিদর্ভ দেশাধিপতির দেবরাত নামে নিখিল জনগণাগ্রগণ্য এক মন্ত্রী আছেন। ভুবনমণ্ডলে তাঁহার মহিমা ও গরিমার পরিসীমা নাই। তিনি আমাদিগের অমাত্য ভূরিবসুর সতীর্থ। তিনি যাদৃশ লোক, অমাত্যই বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার বিমল যশোরাশিতে দিঙ্মণ্ডল ধবলিত হইয়াছে। তিনি নানা সুখসমৃদ্ধির ভাজন, সমস্ত মহিমার বশীকরণ ও অখিল মঙ্গলের আয়তন। ইহ লোকে তাদৃশ জনের উৎপত্তি অতি বিরল। অমাত্য-পুত্রী কহিলেন, হাঁ শুনিয়াছি, তিনি বড় প্রসিদ্ধ লোক। পিতা সর্ব্বদাই তাঁহার নাম করিয়া থাকেন। লবঙ্গিকাও বলিলেন, প্রাচীন লোকদিগের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহারা একত্র বিদ্যাশিক্ষা করিতেন। পরিব্রাজিকা বলিতে লাগিলেন, তাহার পর শ্রবণ কর। এই জগতে নয়ন মাত্রেরই মহোৎসবহেতুভূত উজ্জ্বল কান্তি, সুন্দর, সকল কলা পরিপূর্ণ, এক বাল চন্দ্র সেই দেবরাত রূপ উদয়গিরি হইতে উদিত হইয়াছে। শুনিয়া লবঙ্গিকা গোপনে মালতীকে কহিলেন,

সখি! এই যা সেই মহানুভাব হয়। মহোদধি ভিন্ন পারিজাত তরুর উৎপত্তি আর কোথায় সম্ভবিতে পারে? কামন্দকী কহিলেন, শুন, সেই দেবরাততনয় শিশু বটে, কিন্তু সমস্ত বিদ্যার আধার, দেখিতে অবিকল শরচ্চন্দ্রের ন্যায় মধুর। অধিক কি, নগর পরিভ্রমণে নির্গত হইলে, তাহাকে দেখিবার নিমিত্ত মহিলাগণের তরল ও লোলুপ লোচনে বাতায়ন সকল যেন কুবলয়ে অলঙ্কৃত হয়। সংপ্রতি সে এখানে আসিয়া বালসুহৃৎ মকরন্দের সহিত আন্বীক্ষিকী বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেছে। তাহারই নাম মাধব। তাঁহারা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন।

এইরূপ প্রসঙ্গ হইতে হইতে ক্রমে বেলা অবসান হইল। কাহারও সৌভাগ্য চিরস্থায়ী নহে। যে দিনমণি ত্রিলোক দগ্ধ করিবার নিমিত্ত মধ্য গগনে থাকিয়া দুর্ব্বিষহ তেজঃ বিস্তার করিয়াছেন, তিনিই আবার এক্ষণে হীন-কান্তি হইয়া অস্তাচলের সন্নিহিত হইলেন। পতন কালে করসহস্রও তাঁহার অবলম্বন হইল না। মনের বিরাগেই যেন রক্তবর্ণ হইলেন। পরিশেষে যেন নিজ তেজঃপুঞ্জ অগ্নিকে সমর্পণ করিয়া পশ্চিম সাগরে প্রবেশিলেন। দিবা, ভর্ত্তৃবিরহে মলিন হইয়া অনুগমন করিলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। তৎকালে না সূর্য্য, না চন্দ্র, না তারকা কিছুই রহিল না; সুতরাং নাতিশীতোষ্ণ বলিয়া সকলেই প্রীত হইতে লাগিল। কেন না, যেখানে বিশেষ গুণ নাই সেখানে দোষ না দেখিলেই সকলে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

প্রিয়সমাগমবিরহে কমলিনী মৌনাবলম্বন করিল, কুমুদিনী দেখিয়া যেন হাসিয়া উঠিল। পক্ষিগণ কলরব করিতে লাগিল। মেদিনী যেন নূতন ভাব অবলম্বন করিলেন। সন্ধ্যাকালীন শঙ্খধ্বনিতে অট্টালিকার অভ্যন্তরে এমত প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল, যে তাহাতে পুরী পরিপূরিত হইল। তত্রত্য বিহগকুলেরা বিনিদ্র হইয়া কলরব করিয়া উঠিল।

কামন্দকী কহিলেন, বৎসে অবলোকিতে! বেলাটা একেবারে গিয়াছে, চল আমরা যাই। এই বলিয়া তাঁহারা গাত্রোত্থান করিলেন। তখন মালতী মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, হায় নৃপতিসন্তোষের নিমিত্ত পিতার উপহার সামগ্রী হইয়াছি। রাজপ্রসাদলাভই পিতার বড়, মালতী কি কিছুই নহে! হা পিতঃ! তুমিও আমার পক্ষে এত নির্দ্দয়! হায় ভোগতৃষ্ণা কি বলবতী! আবার সানন্দমনে ভাবিতে লাগিলেন, আহা তিনি যেমন মহাকুলসম্ভূত, তেমনি মহানুভাব। প্রিয়সখী কি প্রিয়ভাষিণী! "মহোদধি ভিন্ন পারিজাত তরুর উৎপত্তি আর কোথায় সম্ভবিতে পারে" এ সার কথা বলিয়াছে। আহা আর কি পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে পাইব! এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাদিগের সহিত সৌধশিখর হইতে অবতরণ করিতে লাগিলেন। কামন্দকীও যাইতে যাইতে মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, আমি কোন পক্ষেই পক্ষপাত প্রকাশ করি নাই বটে, কিন্তু দূতীকৃত্যের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি, অন্য বরে দ্বেষসঞ্চার করিয়াছি,

পিতৃমতে অনাস্থা জন্মিয়া, দিয়াছি, পুরাবৃত্ত বর্ণন দ্বারা কর্ত্তব্যের উপদেশ করিয়াছি ও প্রসঙ্গক্রমে বৎস মাধবের বংশ ও গুণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে বিধাতার ইচ্ছা। তাঁহার মনে থাকে, অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন॥

মালতীমাধব।

তৃতীয় অঙ্ক।

পরিব্রাজিকা তদবধি প্রায়ই অমাত্যদুহিতার সন্নিধানে থাকেন। এবং মাধবের প্রসঙ্গও না করিয়া তাঁহার চিত্ত-পরীক্ষার নিমিত্ত, কখন নন্দনের নিন্দাবাদ বা ভূরিবসুর অবিমৃষ্যকারিতার বিষয় লইয়া আন্দোলন করেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। একদিন তাঁহার মনোগত ভাব জানিবার নিমিত্ত কামন্দকী কৃষ্ণচতুর্দ্দশী উপলক্ষ করিয়া মালতীকে শঙ্করদেবের মন্দিরে লইয়া চলিলেন এবং মাধবকে তথায় আনয়নের নিমিত্ত অবলোকিতাকে প্রেরণ করিলেন।

এদিকে বুদ্ধরক্ষিতা নামে নন্দনের ভগিনীর সহচরী শঙ্করগৃহে যাইতেছিল, পথিমধ্যে অবলেকিতাকে পাইয়া জিজ্ঞাসিল, এক্ষণে ভগবতী কামন্দকী কোথায়, বলিতে পার? সে উত্তর করিল, বুদ্ধরক্ষিতে! তুমি কি জান না? তাঁহার আহার নিদ্রা নাই, কেবল মালতী লইয়াই আছেন। সংপ্রতি আমাকে মাধবের নিকট এই সংবাদ দিতে পাঠাইয়াছিলেন যে শঙ্করগৃহের সন্নিহিত কুসুমাকর নামে এক পরম রমণীয় উদ্যান আছে। তিনি যাইয়া

তথায় নিকুঞ্জকানন প্রান্তবর্ত্তী অশোককাননে অবস্থিতি করুন। এই আদেশানুসারে মাধবও তথায় গিয়াছেন। বুদ্ধরক্ষিতা পুনরায় জিজ্ঞাসিল, মাধবকে তথায় প্রেরণের প্রয়োজন কি বলিতে পার? সে কহিল, অদ্য কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী। ভগবতী মালতী সমভিব্যাহারে শঙ্করগৃহে আসিবেন। পরে কুসুমচয়ন ব্যপদেশে লবঙ্গিকা ও মালতীকে কুসুমাকরোদ্যানে আনিবারও বিলক্ষণ সুবিধা হইবে। এই সুযোগে যদি মালতীমাধবের পুনর্দ্দর্শন হয়, এই আশয়ে মাধবকে তথায় যাইতে আদেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি তুমি কোথা যাইতেছ? সে কহিল, নন্দনের অনুজা মদয়ন্তিকা শঙ্করগৃহে আছেন, আমাকেও তথায় যাইতে আদেশ করিয়াছেন; অতএব ভগবতির চরণ বন্দনা করিয়া সেই দিকে যাইব। অবলোকিতা জিজ্ঞাসিল, তুমি যে কার্য্যে নিযুক্ত আছ, তাহার সংবাদ কি? সে উত্তর করিল, আমি ভগবতীর উপদেশ বশতঃ নানা বিশ্বস্ত কথাপ্রসঙ্গে, 'তিনি এমন. তিনি তেমন' এই রূপে মকরন্দের উপরে প্রিয় সখী মদয়ন্তিকার পরোক্ষানুরাগের একশেষ করিয়া তুলিয়াছি, এক্ষণে প্রিয়সখার নিতান্ত বাসনা, এক বার তাঁহাকে দর্শন করেন। অবলোকিতা শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইয়া কহিলেন, বুদ্ধরক্ষিতে! তোমার বুদ্ধিকৌশল সবিশেষ সাধুবাদের যোগ্য। এই কথার পরে তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিল।

লবঙ্গিকা সমভিব্যাহারে মালতী ও কামন্দকী শঙ্কর-গৃহ সন্নিধানে উপনীত হইলেন। কামন্দকী মনে মনে

ভাবিতে লাগিলেন, অমাত্যকুমারী সাতিশয় বিনীতা ও শান্তপ্রকৃতি, তথাপি আমার কয়েক দিনের কৌশলেই সখীমাত্রশরণা হইয়া আছেন। সম্প্রতি আমার বিরহে কাতর হন, সন্নিধানে প্রসন্ন থাকেন, নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসেন, প্রীতিপূর্ব্বক পারিতোষিক দেন, আমার মতের অনুসরণ করেন এবং বিদায় চাহিলে কণ্ঠলগ্ন হইয়া নিরুদ্ধ করেন ও দিব্য দিয়া প্রণাম পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন প্রার্থনা করেন। এক্ষণে এত দূর আশা যথেষ্ট। যখন আমি আনুষঙ্গিক কথায় শকুন্তলা প্রভৃতির ইতিহাস উত্থাপন করি, তখনি শুনিয়া আমার ক্রোড়ে শরীর সন্নিবেশিত করিয়া, স্থির চিত্তে চিন্তা করেন। যাহা হউক, অদ্য মাধবের সমক্ষে ইহার মনের ভাব জানিব। পরে তাহাদিগকে কহিলেন, বৎসে! এই দিক্ দিয়া কুসুমাকরোদ্যানে প্রবেশ কর। এই কথা শুনিয়া মালতী ধাত্রীকন্যার সহিত প্রবেশ করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ নানা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

লবঙ্গিকা বলিল, সখি! দেখ দেখ সহকার মঞ্জরী সকল সুমধুর মধুভরে আর্দ্র ও অবনত; মধুকরেরা মধু গন্ধে অন্ধ হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে; কোকিলের কলরবে ও বিহঙ্গকুলের কোলাহলে তরু-মণ্ডলী আপূরিত হইতেছে; অশোক কিংশুক চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষ সকল কুসুমিত হইয়া চতুর্দ্দিক সুবাসিত করিতেছে; মৃদু মন্দ বিনিঃসৃত স্বেদবিন্দুর উপরি সুরভি সমীরণ, সুধাবিন্দুর ন্যায় ও চন্দন রসের ন্যায়

শীতলস্পর্শ বোধ হইতেছে। চল, আমরা গিয়া ঐ মনোহর উদ্যান মধ্যে উপবেশন করি। এই কথা বলিতে বলিতে কামন্দকীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

মাধব, অবলোকিতার মুখে শুনিবামাত্র, পূর্ব্বেই ঐ স্থানে যাইয়া তাঁহাদের আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ইত্যবসরে কামন্দকীকে দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে কহিলেন, আ, ঐ ভগবতী উপস্থিত! যেমন বারিধারা বর্ষণের পূর্ব্বে অচিরপ্রভা প্রাদুর্ভূত হইয়া আতপতাপিত শিখিকুলকে আশ্বাসিত করে, তেমনি প্রিয়ার আগমনের পূর্ব্বে ইনি আসিয়া আমার উৎসুক মনকে বিশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর পশ্চাৎ ভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, এই যে লবঙ্গিকার সহিত প্রিয়াও আসিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! সুলোচনার মুখচন্দ্র দর্শন করিলেই আমার মনঃ চন্দ্রকান্ত মণির ন্যায় দ্রবীভূত ও জড়িত হয়। আহা, অদ্য প্রেয়সীর রূপ কি রমণীয়! শরীর বিলাসভরে অলস ও ম্লান চম্পক কুসুমের ন্যায় বিবর্ণ। দেখিলে অন্তঃকরণ বিকৃত ও উন্মত্ত হয়, নয়ন যুগল চরিতার্থ হয় এবং মদনানল প্রবল হইয়া উঠে। এই রূপ চিন্তা করত তাঁহাদিগের বিশ্বস্ত আলাপ শ্রবণ লালসে অন্তরালে রহিলেন।

এ দিকে অমাত্যদুহিতা কহিলেন, সখি! চল ঐ নিকুঞ্জকাননে কুসুম চয়ন করি। এই বলিয়া লবঙ্গিকার সহিত পুষ্প চয়ন করিতে লাগিলেন। মালতীর

কথা আর কখন মাধবের কর্ণগোচর হয় নাই, এক্ষণে ঐ কথা শুনিবা মাত্র তাঁহার শরীর বিকসিত কদম্ব কুসুমের ন্যায় হইল। তখনই কামন্দকীর চমৎকার কৌশলের শত শত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অমাত্যকুমারী অন্য দিকে পুষ্প চয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কামন্দকী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎসে! ক্ষান্ত হও; দেখ, তোমার বচন স্খলিত, শরীর অলস, বদনেন্দু স্বেদবিন্দুজালে অলঙ্কৃত ও নয়ন মুকুলিত হইয়া আসিতেছে। প্রিয়জনের দর্শনজনিত সাত্ত্বিক ভাব সমুদায় পরিশ্রমতেই লক্ষিত হইতেছে। আর পুষ্প চয়ন আয়াস স্বীকারে কাজ নাই। মালতী শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। মাধবও অন্তরাল হইতে ঐ কথা শুনিয়া ভাবিলেন, ভগবতীর এ পরিহাস নহে, মনের কথা। অনন্তর কামন্দকী বলিলেন, এই খানে উপবেশন কর, আমি একটি কথা বলি। শুনিবা মাত্র সকলে উপবিষ্ট হইলেন। তখন তিনি অমাত্যতনয়ার ভাব জিজ্ঞাসু হইয়া চিবুক উন্নমন পূর্ব্বক বলিলেন, সুন্দরি! বড় বিচিত্র কথা, শ্রবণ কর!—মনে আছে, একদা প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছিলাম, মাধব নামে এক কুমার তোমার ন্যায় মদীয় হৃদয়ের দ্বিতীয় অবলম্বন? হাঁ বটে মনে হইল, আজ্ঞা করুন। অমাত্যদুহিতার এই উত্তর শুনিয়া তিনি বলিলেন, সেই কুমার মদন যাত্রার দিবস হইতে অত্যন্ত বিমনা ও মনস্তাপে নিতান্ত কাতর; তাঁহার

অমৃতময় সুধাকর কিরণে তৃপ্তি নাই ও প্রিয়জন সংসর্গেও রুচি নাই; তিনি অত্যন্ত সুধীর, তথাপি বিষম অন্তস্তাপ ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার দূর্ব্বাদল শ্যামল কোমল কলেবর কতিপয় দিবসেই মলিন ও পাণ্ডু হইয়াছে। লবঙ্গিকা কহিল সত্য, সে দিন অবলোকিতা আপনাকে ত্বরান্বিত করিবার নিমিত্ত বলিয়াছিল, মাধব অত্যন্ত অসুস্থ শরীর। পরে কামন্দকী কহিলেন, অনন্তর যখন অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম মালতীই তাহার মনোবিকারের হেতু, তখন আমারও নিশ্চয় হইল যে তাদৃশ সুশীল ও শান্ত স্বভাবকে মালতীর মুখচন্দ্র ভিন্ন আর কে বিচলিত করিতে পারে? চন্দ্রোদয় না হইলে কি স্থির সমুদ্রের জল কখনও ক্ষুভিত হয়? মাধব শুনিয়া ভাবিলেন, আহা, ভগবতীর কতই উপন্যাসে পটুতা ও কতই বা মহত্ত্ব আরোপণে যত্ন! অথবা শাস্ত্রজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা, প্রগল্‌ভতা, বক্তৃতাশক্তি, দেশ কালানুভাবকতা ও প্রতিভা এই কয়েকটি গুণ থাকিলে কি না হইতে পারে।

কামন্দকী কহিলেন, এক্ষণে মাধব দুর্ব্বহ জীবন-ভার পরীহার নিমিত্ত কতই দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিতেছে। সে জীবিতাশায় জলাঞ্জলি দিয়া নব চূত-মুকুল-দর্শন করে, কলকণ্ঠ কোকিলের কুহূরব শ্রবণ করে, বকুল-পরিমল-বাহী সমীরণ সেবন করে, দাহবৃদ্ধির নিমিত্ত সজল নলিনীদল গাত্রে দেয় এবং সেই ক্লান্ত শরীরে

সুধাংশুর কর স্পর্শ করে। কুমার মাধব অত্যন্ত সুকুমার, কখনই কোন বিষয়ে ক্লেশের বার্ত্তা জানে না। এক্ষণে এই রূপে কি অনিষ্ট ঘটিবে, বলিতে পরি না। মাধব শুনিয়া ভাবিলেন, ভগবতীর এ সমস্ত কথার ভঙ্গীই আর এক প্রকার। অমাত্য-তনয়া প্রিয়তমের দুঃসহ দশা-পরিবর্ত্তন শ্রবণে মনে মনে ভাবিলেন, বিরহীর এরূপ সাহসিক কর্ম্ম বড়ই ভয়ঙ্কর। তখন গোপনে সহচরীকে বলিলেন, সখি! ভগবতী আমার নিমিত্ত সেই সকললোকললামভূত মহানুভাবের যে দুঃস্মরণীয় অনিষ্ট শঙ্কা করিতেছেন, তাহাতে ত বড়ই ভীত হইতেছি, এক্ষণে উপায় কি বল।

ধাত্রীদুহিতা তাপসীকে বলিলেন, ভগবতি! আপনি কথা তুলিলেন, তবে আমিও বলি, শ্রবণ করুন।—এ দিকে আমাদের ভর্ত্তৃদারিকাও প্রথমতঃ নিজ ভবনের আসন্ন রথ্যায় সেই মাধবকে দর্শন করিয়া অবধি বড়ই কাতর আছেন। অঙ্গ সকল রবিকিরণবিকসিত কমল-কন্দের ন্যায় পাণ্ডু; বোধ হয়, মনোবেদনায় নিয়ত অধীর থাকেন। তাঁহার এ ভাব দেখিতে রমণীয় বটে, কিন্তু দেখিলেও পরিজনের মনে সমধিক কষ্ট হয়। তিনি এক্ষণে আর কেলি কৌতুকে আমোদ প্রমোদ করেন না, কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে ব্যক্ত করিয়া বলেন না; কেবল করকমলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া দিন-যামিনী যাপন করেন এবং মদনোদ্যানের মন্দ মন্দ সুগন্ধ গন্ধবহও বিষবৎ বোধ করেন; বিশেষতঃ সে দিন সেই

মহানুভাব মনোরম বেশ ভুষা করিয়া মদনযাত্রা দর্শনে গিয়াছিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল যেন নিজ যাত্রা-মহোৎসব দর্শন মানসে অনঙ্গদেবই অঙ্গপরিগ্রহ করিয়া স্বকীয় কাননভুমি অলঙ্কৃত করিয়া আছেন। আমাদিগের ভর্তৃদারিকাও ঐ খানে ছিলেন। দৈবাৎ উভয়েরই নয়নে নয়নে সঙ্গতি হইল। তখনই ভর্তৃ-দারিকার বিবিধ বিভ্রম বিলাস প্রকাশ পাইতে লাগিল; শরীর স্তম্ভ স্বেদ রোমাঞ্চ প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাবে পরম সুন্দর হইয়া উঠিল। তখন উভয়েই স্ব স্ব যৌবনকে মহার্ঘ্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন। পরস্পরের নয়ন সঙ্গতি সময়ে যে চক্ষু সঙ্কোচ হইয়াছিল তাহাতেও চিত্ত উৎসুক হইতে লাগিল। আমরাও দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। তদবধি প্রিয়সখী দুনির্ব্বার যাতনায় ও দারুণ দেহ-দাহে কাতর; ক্ষণমাত্র পূর্ণ চন্দ্র দেখিলেও নবকমলিনীর ন্যায় মলিন হইয়া যান; নিশাগমে চন্দ্রকান্ত মণিহার ধারণ করেন, সহচরীগণেরা কেহ কর্পূররস, কেহ বা চন্দনরস, কেহ বা নলিনীদল লইয়া চকিতমনে চতুর্দ্দিকে প্রতীক্ষা করিতে থাকে। এই রূপে প্রিয়সখী সজল কমলদল-শয্যায় জাগরণে রজনী অতিবাহন করেন; যদি কথ-ঞ্চিৎ নিদ্রার সমাবেশ হয়, অমনি স্বপ্নলব্ধ প্রিয় সমা-গমে পদতলের লাক্ষারাগ প্রক্ষালিত ও কপোল-যুগল পুলকিত হয়; কখন বা সহসা জাগরিত হইয়া শয্যা-তল শূন্য দেখেন, অমনি যেন কোন অপহৃত বস্তুর অন্বেষণ করিতে করিতে মূর্চ্ছা যান; আমরা সসম্ভ্রমে

নানা যত্ন করিলে, মূর্চ্ছার বিচ্ছেদ হয়; তখন যে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, বোধ হয়, যেন তাহাতেই জীবনের শেষ হইল। আমরা ভর্ত্তৃদারিকার ঈদৃশী দারুণ দশা দর্শনে কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কখন জীবন পরিত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হই, কখন বা দুর্ব্বার দৈবের শত শত বার তিরস্কার করি। অতএব আপনি অবলোকন করুন, এই লাবণ্যময় সুকুমার শরীরে কুসুমশরের বিষম শর প্রহার যে কত দিনে শুভফলদায়ী হইবে, কিছুই বলিতে পারি না।

বিশেষতঃ সম্প্রতি বসন্ত কাল উপস্থিত। এই মন্দ মন্দ মলয়মারুত কুসুমরেণু হরণ করিয়া লোকের মনে আনন্দ বিতরণ করিতেছে, ভ্রমর কোকিলের কলরবে চতুর্দ্দিক আকুলিত; এ দিকে অভিনব চূতমঞ্জরী বিনির্গত, অশোক ও কিংশুক তরু বিকসিত হইয়া কামদেবের জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রসূন জাল ধারণ করিয়াছে; তরুলতাগণ কেহ পল্লবিত, কেহ বা কুসুমিত, কেহ বা ফলভরে অবনত; জলে কমল, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি জলপুষ্প সকল বিকসিত। ফলতঃ কি জল, কি স্থল, যে দিকে দৃষ্টিপাত কর, অসাধারণ বসন্তসৌভাগ্য বই আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। দিবসের অবসানকাল পরম রমণীয় হয়। এই সময়ে উজ্জ্বল ধবল জ্যোৎস্নাজলে গগনতল ও দিঙ্মণ্ডল প্রক্ষালিত হয়। হিম নির্ম্মুক্ত তারা ও তারাপতি পরম শোভন হইয়া বিরাজ করেন। বিয়োগীর পক্ষে এ সকল ভয়ানক

কাণ্ড। জানি না, ইহাতে প্রিয়সখীর কি দশা ঘটিবে।

কামন্দকী আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, লবঙ্গিকে! যদি মালতীর মাধবোদ্দেশেই অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তবে সে গুণজ্ঞতারই কার্য্য। ইহাতে আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু এই দারুণ দশা শুনিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হায়, কি প্রমাদ! এই সুললিত শরীর স্বভাবতই সুকুমার, তাহাতে পঞ্চবাণ অত্যন্ত দারুণ। আবার মলয়মারুত, চূতকলিকা ও চারুচন্দ্রাদি দ্বারা কালও তেমনি ভীষণ হইয়াছে। লবঙ্গিকা বলিল, ভগবতি! আরও নিবেদন করি, এই যে মাধবের চিত্রময় প্রতিরূপ এবং এই যে তাঁহার করবিরচিত কণ্ঠলম্বিত বকুলমালা ইহাই প্রিয়সখীর একমাত্র জীবনাবলম্বন। মাধব অন্তরাল হইতে শুনিয়া সতৃষ্ণ-মানসে কহিলেন, হে বকুলাবলি! তুমি প্রিয়তমার প্রিয় সামগ্রী, এ ভুবনে তুমিই ধন্য; অনন্যসুলভ কণ্ঠলম্বন লাভে তুমিই জন্ম সার্থক করিলে। এই রূপে পরস্পর কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে শঙ্করগৃহের দিকে একটা ঘোরতর কলরব হইয়া উঠিল। সকলে স্থিরকর্ণে এই রব শুনিলেন। "কে অরে শঙ্করগৃহবাসিগণ! তোমরা সকলে সাবধান হও। সেই পোষিত দুষ্ট শার্দ্দূলটা সহসা যৌবনসুলভ দুর্ব্বিষহ রোষভরে বলপূর্ব্বক লৌহপিঞ্জর ও শৃঙ্খল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছে;

উহার লাঙ্গুল ও শরীর স্ফীত হইয়া দ্বিগুণ হইল; মঠের বাহির হইয়াই প্রচণ্ড বজ্রপাতের ন্যায় দারুণ চপেটাঘাতে নর তুরঙ্গাদি জীবসমূহ পাতিত করিতেছে এবং ব্যগ্রতা সহকারে হতজন্তু কবলিত ও চর্ব্বিত করিতেছে; অস্থি ও দন্তের পরস্পর প্রতিঘাতে বিকট কড় মড় ধ্বনি হইতেছে; কঠোর নখর প্রহারে জীব জন্তু বিদারিত করিয়া রুধিরধারায় সঞ্চরণ মার্গ পঙ্কিল করিল; মধ্যে মধ্যে ভীম গর্জ্জনে হতশেষ প্রাণিগণকে ভীত ও বিদ্রাবিত করিতেছে; কুপিত কৃতান্তের ন্যায় আসিয়া ঐ প্রিয়সখী মদয়ন্তি-কাকে আক্রমণ করিল; সকলে ইহার জীবন রক্ষায় যত্নবান্ হও।" এই কথা বলিতে বলিতে বুদ্ধ-রক্ষিতা ত্রস্ত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উপস্থিত হইল এবং পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, আমার প্রিয়সখী নন্দনের সহোদরা মদয়ন্তিকা শঙ্করগৃহে ছিলেন। সহসা সেই দুষ্ট শার্দ্দূলটা আসিয়া তদীয় পরিজনবর্গকে হত ও বিদ্রাবিত করিল ও তাঁহাকেও ধরিয়াছে। তোমরা সকলে আসিয়া রক্ষা কর। কামন্দকী প্রভৃতি সকলেই বুদ্ধরক্ষিতার মুখে মদয়ন্তিকার বিষম বিপত্তির কথা শুনিয়া প্রমাদ গণিতে লাগিলেন।

তখন মাধব "কোথায় কোথায়" এই কথা বলিয়া শশব্যস্ত হইয়া অন্তরাল হইতে বহির্গত হইলেন। মালতী সহসা মাধবকে উপনীত দেখিয়া হর্ষ ও ভয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বিলোললোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত

করিলেন; তখন মাধব ভাবিতে লাগিলেন, আহা আমি কি পুণ্যবান্! আমার অসম্ভাবিত দর্শন লাভে প্রিয়া উল্লাসিত লোচনে আমাকে দেখিলেন। বোধ হইল, যেন অবিরল কমল-মালায় গ্রথিত দুগ্ধস্রোতে স্নাত বিস্ফারিত নয়নে কবলিত এবং অমৃতবর্ষণে পরিষিক্ত হইলাম। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে প্রকাশে বুদ্ধরক্ষিতাকে কহিলেন, দুষ্ট শার্দ্দূল কোথায়? সে বলিল, ঐ উদ্যানের পথে। শ্রবণমাত্র মাধব সেই দিকে বিকট বিক্রমে ধাবমান হইলেন। কামন্দকী তাঁহাকে সাবধান করিতে লাগিলেন। মালতী, কি প্রমাদ! কি সঙ্কট! এই ভাবিতে লাগিলেন। মাধব যাইতে যাইতে দেখিলেন, ব্যাঘ্রের সঞ্চরণ পথ, শোণিত-স্রোতে প্লাবিত ও হত জন্তুর অবয়বে প্রচণ্ড ভয়ানক হইয়াছে। অনন্তর সোপতাপ চিত্তে কহিলেন, আঃ কি বিপদ! আমরা বিদূরে, কন্যাটি পশুর আক্রমণ গোচরে, কি করি। সকলে হা মদয়ন্তিকে! হা মদয়ন্তিকে! বলিয়া রোদন করিতে লাগিল ইত্যবসরে, মকরন্দ সহসা উপস্থিত হইয়া শ্বাপদাহত অন্যান্য পুরুষের করতলস্থ অস্ত্র লইয়া ধাবমান হইলেন। সকলে তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিল। তিনি বাধা দিবা মাত্র শার্দ্দূল আসিয়া তাঁহাকে যেই নখর প্রহার করিল, অমনি মকরন্দও শার্দ্দূল-কৃত প্রহার গণনা না করিয়া তৎক্ষণাৎ খড়্গ প্রহার করিলেন এবং মূর্চ্ছিত হইলেন। সেই প্রহারে দুর্জ্জয় শ্বাপদ নিহত হইল দেখিয়া সকলে অপরিসীম আনন্দিত

হইলেন। কামন্দকী ও মাধব আসিয়া দেখিলেন মকরন্দ সংজ্ঞাশূন্য, খর নখর প্রহারে শরীর হইতে রুধিরধারা বিগলিত হইতেছে, অসিলতা ভূতলে পতিত আছে এবং মদয়ন্তিকা তাঁহাকে ধরিয়া তুলিতেছে। সকলে মকরন্দের তথাবিধ প্রহারক্লেশ দেখিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। মাধব কহিলেন, ভগবতি! বয়স্য কি বিচেতনই থাকিলেন, তবে আমারও আশা বৃথা। আমাকে রক্ষা করুন। এই বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ধরাশায়ী হইলেন। লবঙ্গিকা ধরিয়া তুলিতে লাগিল।

মালতীমাধব।

চতুর্থ অঙ্ক।

কামন্দকী প্রভৃতি সকলে একতান মনে নানা যত্ন করিতে লাগিলেন। মদয়ন্তিকা কহিলেন, ভগবতি! ইনি বিপন্ন জনের বন্ধু, সম্প্রতি আমার নিমিত্ত সংশয়িত-জীবন হইয়াছেন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া রক্ষা করুন। তখন কামন্দকী উভয়কেই কমণ্ডলুজলে সিক্ত করিয়া বাতাস দিতে আজ্ঞা দিলেন। মালতী প্রভৃতি চেলাঞ্চল সঞ্চালিত করিতে লাগিল। ক্ষণমধ্যেই মকরন্দ মোহশূন্য হইয়া মাধবকে বিচেতন দেখিয়া কহিলেন বয়স্য! বয়স্য! এত কাতর হইলে কেন, এইত আমি সুস্থ হইয়াছি। এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিবামাত্র মদয়ন্তিকা যৎপরোনাস্তি প্রীতা হইলেন। মালতী আর বিলম্ব সহিতে না পারিয়া ঔৎসুক্য বশতঃ মাধবের ললাটে করস্পর্শ করিয়া বলিলেন, তোমার প্রিয়বয়স্য মকরন্দ সৌভাগ্য ক্রমে চৈতন্য লাভ করিয়াছেন। অমনি মালতীর করস্পর্শ মাত্র মাধবের মোহ অপনোদিত হইল। উঠিয়া সাহসিক সখাকে সমধিক সমাদরে আলিঙ্গন করিলেন। কামন্দকী উভয়ের শিরোঘ্রাণ ও মুখ চুম্বন করিয়া আপনাকে জীববৎসা জ্ঞান করিলেন। অন্যান্য সকলেই তাঁহাদিগের চেতনা-

প্রাপ্তি বিলোকনে আহ্লাদে উৎফুল্লনয়ন হইল। সকলেরই মুখ হৃদ্গত হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর বুদ্ধরক্ষিতা গোপনে মদয়ন্তিকাকে কহিল সখি! যে মকরন্দের কথা বলিয়াছিলাম, তিনি এই; কেমন আমার কথা সত্য কি না? তিনি কহিলেন, সখি! আমি তখনই বুঝিয়াছি ইনি মাধব ও ইনি মকরন্দ। তোমার কথা সত্যই বটে। অসাধারণ গুণ না দেখিলে কেনই বা তুমি তত পক্ষপাতিনী হইবে। অনন্যসুলভ সৌরভ না থাকিলে কি দ্বিরেফমালা সহকারপুষ্পে প্রীতি করে। নরলোকস্বরূপ সুধারাশির আধার না হইলে কি চকোর-নিকর সুধাকরের অপেক্ষা করে এবং সবিশেষ রস না পাইলে কি চাতককুল নববারিধারায় কৌতুকাকুল হয়। মাধবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, সখি! এই মহানুভাবের প্রতি মালতীর অনুরাগপ্রবাহ অতি যোগ্য ও রমণীয় হইয়াছে। কেন না, রজনী ও শশধরে, বিদ্যুল্লতা ও জলধরে এবং মহানদী ও সাগরে মিলিত হইলেই যার পর নাই মনোরম হয়। এই বলিয়াই সস্পৃহলোচনে পুনরায় মকরন্দকে দেখিতে লাগিলেন। তখন কামন্দকী উভয়ের ভাবদর্শনে মনে মনে চিন্তা করিলেন, অদ্য মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার আকস্মিক দর্শন অতি রমণীয় বোধ হইতেছে। অনন্তর জিজ্ঞাসিলেন, বৎস মক-রন্দ! তুমি সে সময় মদয়ন্তিকার জীবনরক্ষার্থ দৈবাৎ কি রূপে সন্নিহিত হইলে? তিনি উত্তর করিলেন, অদ্য আমি নগরী মধ্যে একটা সংবাদ শুনিলাম, তাহাতে মাধ-

বের সমধিক চিত্তোদ্বেগ হইবে সম্ভাবনা হইল। পরে অবলোকিতার মুখে সন্ধান পাইয়া যেমন কুসুমাকরোদ্যানে আসিতেছি, ইত্যবসরে এক ভদ্রব শীয়া কুমারীকে শার্দ্দূলের আক্রমণে নিপতিত দেখিয়া সদয়ান্তঃকরণে ধাবমান হইলাম। মকরন্দ কি সংবাদ শুনিলেন, তদ্বিষয়ে মালতী ও মাধব নানা তর্ক করিতে লাগিলেন। কামন্দকী ভাবিলেন বুঝি বা নন্দনকেই মালতী প্রদত্ত হইয়া থাকিবেক। পরে মাধবকে কহিলেন বৎস। অমাত্যতনয়া তোমাকে সুহৃদের মোহাপনোদন সংবাদ দিয়া সুস্থ করিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহাকে তোমার প্রীতিদায় দেওয়া কর্ত্তব্য। মাধব নিবেদন করিলেন,ভগবতি! আমি ব্যালপ্রহারে বিচেতন সুহৃৎশোকে মূর্চ্ছিত হইলে, ইনি যে উদারতা বশতঃ আমার মোহাপনোদন করিয়াছেন, তাহাতে আমি চিরবাধিত হইলাম, প্রাণ ও মন পারিতোষিক দি, গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করুন। তখন লবঙ্গিকা কহিল, আমাদের প্রিয়সখীর পক্ষে এই পারিতোষিকই অভীষ্ট। শুনিয়া মদয়ন্তিকা ভাবিলেন, আহা,মহানুভাব লোকেরা সময় মত কেমন সুমধুর বাক্যবিন্যাস করিয়া লোকের মন হরণ করিতে পারেন! মকরন্দ আবার কি উদ্বেগের কথা শুনিলেন, মালতী এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই মাধব জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! আবার অধিক উদ্বেগের বার্ত্তা কি? বল দেখি।

এই জিজ্ঞাসা মাত্র এক জন লোক আসিয়া মদয়ন্তিকাকে কহিল. বৎসে! অদ্য পদ্মাবতীশ্বর তোমাদিগের বাটি আসিয়া অমাত্য ভূরিবসুর সেই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস

করত নন্দনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া স্বয়ং মালতী সমর্পণ করিয়াছেন। তোমার ভ্রাতা আদেশ করিতেছেন, তোমরা আসিয়া বিবাহের আমোদ প্রমোদ কর। তখন মকরন্দ বলিলেন, বয়স্য! সে এই বার্ত্তা আর কি। মালতী ও মাধব ঐ কথা শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ম্লান ও বিমনা হইলেন। মদয়ন্তিকা আনন্দে মালতীকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, সখি! এক নগরে নিবাস ও একত্র ধূলিখেলা প্রযুক্ত এত দিন আমার প্রিয়সখী ও ভগিনী ছিলে; এক্ষণে আবার আমাদের গৃহলক্ষ্মী হইলে। পরিব্রাজিকাও বলিলেন, বৎসে মদয়ন্তিকে! সৌভাগ্যক্রমে তোমার ভ্রাতার মালতী লাভ হইল। এক্ষণে তোমরা যার পর নাই সুখী হইলে। তিনি উত্তর করিলেন, সকলই আপনার আশীর্ব্বাদের ফল। সখি লবঙ্গিকে! এত দিনে তোমাদের পাইয়া মনের বাসনা পূর্ণ হইল। সে উত্তর করিল, সখি! আমাদিগের আর কিছুই বলিবার নাই। এই রূপে তাঁহারা তদানীন্তন মানসিক ভাব সংগোপিত রাখিলেন। অনন্তর মদয়ন্তিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা বিবাহ-মহোৎসবে যাইবার নিমিত্ত উঠিলেন। লবঙ্গিকা কামন্দ-কীকে গোপনে বলিলেন, ভগবতি! মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার কটাক্ষ বিক্ষেপের ভাব দেখুন; উহাদিগের নয়ন ঈষৎ বিদলিত নীলকমলের ন্যায়। আর আনন্দ, বিস্ময় ও অধী-রতা যেন হৃদয়ে পর্য্যাপ্ত স্থান না পাইয়াই নয়নপথ দিয়া বহির্গত হইতেছে। বোধ হয়, উহারা মনে মনে প্রণয় সম্বন্ধ বন্ধন করিয়া থাকিবে। পরিব্রাজিকা ঈষৎ হাস্য করিয়া

বলিলেন, হাঁ ঠিক বিবেচনা করিয়াছ। উহারা, বিলোকম দ্বারা যে মনে মনে অপরিমেয় সুখ সম্ভোগ করিতেছে,তাহা অপাঙ্গবিস্ফারিত ও মুকুলিত লোচনভঙ্গী দ্বারাই বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছি। তাঁহারা এইরূপ বিতর্ক করিতে লাগিলেন। মদয়ন্তিকাও সেই লোকের সহিত যাইতে যাইতে বুদ্ধরক্ষিতাকে কহিলেন, সখি! আবার কি ঐ প্রাণপ্রদ কমললোচনকে দেখিতে পাইব? সে বলিল, যদি দৈব অনুকূল হন, তবে দর্শনলাভ অসম্ভাবিত কি। এই রূপ কথাবার্ত্তায় উভয়ে সানন্দমনে ভবনে প্রস্থান করিলেন।

মাধব, মালতী-প্রত্যাশায় নিতান্ত নিরাশ হইয়া একবারে ম্রিয়মাণ হইলেন। মনে মনে কহিলেন, হে মৃণালতন্তুচ্ছিদুর আশাতন্তু! তুমি চির দিনের মত ছিন্ন হও; হে গুরুতর আধিব্যাধি! এক্ষণে তোমরা নিরবধি আমার মনে বিশ্রাম কর; হে নৈরাশ্য! তুমি এক্ষণে সহাস্য আস্যে আমাকে সম্ভাষণা কর; হে হৃদয়! তুমি আপনার অসমীক্ষ্যকারিতার ফল অনুভব কর; হে অধীরতা! তুমি অব্যাজে আমার শরীররাজ্য অধিকার কর; হে বিধাতঃ! তুমি সুস্থ হও; হে মদন! তুমিও কৃতকার্য্য হও। অথবা তোমাদিগের দোষ কি, আমি অসৌভাগ্যশালী; যখন অসুলভ প্রিয়তম সামগ্রীর আশা করিয়াছি, তখনই নৈরাশ্য অবলম্বন স্থির হইয়াছে। সে সমুচিত প্রতিফলের জন্য অনুতাপ করি না। কিন্তু নন্দনে বাক্দানের কথা শুনিয়া প্রিয়তমার মুখশোভা যে উষাকালীন ধূষর চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইয়াছিল, সেই ভাবই

নিরন্তর আমার অন্তর্দাহ করিতেছে। তখন কামন্দকী দেখিয়া ভাবিলেন, বৎস মাধব ত অত্যন্ত বিমনা ; মালতীও নিরাশা হইয়া জীবন ধারণ করিতেছে, দেখিলে কষ্ট হয় ; এখন কি বলিয়াই বা প্রবোধ দি। এই ভাবিয়া বলিলেন, বৎস! জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি মনে করিয়াছ ? অমাত্য স্বয়ং তোমাকে মালতী সমর্পণ করিবেন। মাধব লজ্জিত হইয়া বলিলেন, না না। তিনি বলিলেন, তবে এত ম্লান হইলে কেন ? মকরন্দ কহিলেন, ভগবতি! নন্দনকে মালতী দান ত হইয়া গেল। তিনি কহিলেন, বৎস! তাহা শুনিয়াছি, সে ত প্রসিদ্ধ কথা ; যখন রাজা, নন্দনের নিমিত্ত মালতী প্রার্থনা করেন, তখন অমাত্য বলিয়াছিলেন, "নিজ কন্যার প্রতি মহারাজের প্রভুত্বই আছে।" লোকের মুখেও শুনিলাম অদ্য রাজাই স্বয়ং মালতীকে দান করিয়াছেন। দেখ, মকরন্দ! মনুষ্যগণের আন্তরিক অনুরাগই ব্যবহারের প্রবর্ত্তক এবং প্রতিজ্ঞাই কর্ত্তব্য কর্ম্মের প্রধান নিয়ামক। মুখের কথা কেবল পাপ পুণ্যের হেতু মাত্র। অমাত্য আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত ঐ কপটময় বাক্য বলিয়া রাজাকে প্রতারণা করিয়াছেন। মালতী কিছু রাজার নিজ কন্যা নয়। পরকীয়া দুহিতা দানে রাজার অধিকার, ইহা আচার ব্যবহার বিরুদ্ধ। অতএব অমাত্য-বচনের নিগূঢ়তত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ। বৎস! আমি কি নিতান্ত অনবধান হইয়া বসিয়া আছি, ভাবিতেছ ? এই যুবযুগলের সংযোজনা বিষয়ে যে সমুদায় অনিষ্ট

শঙ্কা কর, তাহা যেন শত্রুরও না হয়। আমি প্রাণপণ করিয়া সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিব। ইহা শুনিয়া মকরন্দ বলিলেন, ভগবতি! যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা সঙ্গত ও শিরোধার্য্য। মাধব আপনার নিজ সন্তান-মাধবের প্রতি দয়া বশতই হউক, বা স্নেহ বশতই হউক, আপনার সংসারবিরত চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া আছে। আপনিও স্বধর্ম্মসুলভ আচারে বিমুখ হইয়া সমুচিত যত্ন করিতেছেন, ইহার পর যাহা, সে দৈবায়ত্ত।

এই রূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে, এই সময়ে সংবাদ আসিল অমাত্যপত্নী মালতীকে লইয়া শীঘ্র যাইতে আদেশ করিতেছেন। শুনিয়াই সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। মালতী ও মাধবের কামন্দকীর প্রবোধ বচনে বিশ্বাস জন্মে নাই। তাঁহারা এক্ষণে করুণা ও অনুরাগ সহকারে পরস্পর অবলোকন করিতে লাগিলেন। মাধব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, আঃ কি কষ্ট! মালতীর সহিত মাধবের লোকযাত্রাসুখের এই অবধি শেষ হইল! আহা, বিধাতার কি চমৎকার কৌশল! তিনি অসুখ বিতরণ করিবেন; কিন্তু প্রথমতঃ সুহৃদের ন্যায় কিঞ্চিৎ অনুকূল হইয়া আশালতার অঙ্কুর উদ্ভেদ করেন, আবার কিছু কাল পরেই দারুণ প্রতিকূল হইয়া আশালতা উন্মূলিত ও মনোবেদনা দ্বিগুণিত করিয়া দেন। মালতীও সকরুণ মৃদুস্বরে কহিলেন, হে মহাভাগ! নয়নানন্দকর এই দর্শনই জন্মের মত দর্শন! আমার জীবিত-তৃষ্ণার ফল যাহা হইবার হইল; নিষ্ক-

রুণ পিতার ঘাতুকবৃত্তি চরিতার্থ হইল এবং দারুণ দৈবদুর্ব্বিপাকের সমুচিত ফল ফলিল! আমি স্বয়ং হতভাগিনী, কাহারই বা দোষ দিব। আমি নিজে অনাথা কাহারই বা শরণাপন্ন হইব। লবঙ্গিকা কহিল, হা পিতা অমাত্য! তুমি আমার প্রিয়সখীর জীবন সংশয়িত করিলে। তাহারা এই রূপে শোক করিতে করিতে কামন্দকীর সহিত প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাধব মনে মনে ভাবিলেন, ভগবতীর কথা কেবল আশ্বাস মাত্র। আমার প্রতি তাঁহার যে নৈসর্গিক স্নেহ আছে, কেবল তাহারই বশম্বদ হইয়া ঐ সব কথা বলিলেন, সন্দেহ নাই। হায়! অভিলষিত সুখ সম্ভোগ দ্বারা জন্ম সফল করা, বোধ হয়, আমার ভাগ্যে ঘটিল না! এক্ষণে কি করি, শ্মশানবাসই শ্রেয়ঃ কল্প; অন্যথা মনের নির্ব্বেদ দূর হইবার নহে। পরে মকরন্দকে জিজ্ঞাসিলেন, বয়স্য! কেমন, মদয়ন্তিকার নিমিত্ত কি তোমার মনঃ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত? তিনি কহিলেন, সখে! যথার্থ। আমাকে ব্যালপ্রহারে মূর্চ্ছিত দেখিয়া সেই ত্রস্ত কুরঙ্গনয়না শশব্যস্ত হইয়া অমৃতময় অঙ্গ দ্বারা যে শুশ্রূষা করিয়াছে, তাহাই আমার মনের সুদৃঢ় বন্ধন স্বরূপ হইয়া আছে। মাধব কহিলেন, সে বুদ্ধরক্ষিতার প্রিয়সখী, তোমার দুর্লভ হইবে, এমত বোধ হয় না। আর তুমি ক্রব্যাদের প্রাণসংহার করিয়া মৃত্যুর করাল কবল হইতে যাহাকে রক্ষা করিয়াছ, সে কি আর অন্যের সহিত প্রণয় সূচনা করিতে পারে, কখনই না; এবং

সেই কমললোচনার তদানীন্তন মনোরম ভাবেও তোমার প্রতিই অনুরাগ চিহ্ন প্রকটিত হইয়াছে। সে জন্য চিন্তা নাই; চল, এক্ষণে ঐ নদী সঙ্গমে অবগাহন করিয়া নগরে প্রবেশ করি। এই বলিয়া দুজনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

মালতীমাধব।

পঞ্চম অঙ্ক।

নগরী মধ্যে প্রবেশিয়া মকরন্দ কার্য্যান্তরে ব্যাসক্ত হইলেন, মাধবও শ্মশান বাসের সংকল্প দৃঢ়তর করিয়া তদ্দিবসের অপরাহ্নে নগর সন্নিহিত মহতী শ্মশানভূমি লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কুটিল কেশ উন্নত করিয়া বাঁধিলেন, অসিলতা হস্তে লইলেন এবং অতি গম্ভীর-বেশে শ্মশান দেশে প্রবেশিলেন। মনস্তাপে, তাঁহার নীল কমল সদৃশ কলেবর ধূষর, চরণন্যাস স্খলিত ও মুখ সকলঙ্ক শশাঙ্কের ন্যায় মলিন; কিন্তু সাহস অপর্য্যাপ্ত। এইরূপে তিনি সমীহিত সম্পাদনে চলিলেন; ক্রমে সন্ধ্যাকাল অতিবাহিত হইল। নভোমণ্ডলের প্রান্তভাগ নীলবর্ণ তমঃপুঞ্জে আবৃত হইতে লাগিল। দিবাকরের প্রভাবে পেচক ও অন্ধকার গিরিগুহা প্রভৃতি নিভৃত দেশে ছিল, এক্ষণে যেন ভীতের ন্যায় শনৈঃ শনৈঃ বহির্গত হইতে লাগিল। উন্নতানত স্থান সকল ক্রমে সমতল বোধ হইতে লাগিল। রজনীর প্রারম্ভে বন ক্রমে ক্রমে এরূপ নীলবর্ণ হইল, যেন বাত্যাবেগে ধূমস্তোম আসিয়া সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিল। বসুমতী দিবাভাগে প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে সন্তপ্ত ছিলেন, এক্ষণে যেন নীল তমঃ-

সলিলে অবগাহন করিতে লাগিলেন। দিবাচর পক্ষি-গণ দিবাকর বিরহে ক্ষণকাল কলরব করিয়া পরিশেষে অগত্যা মৌনাবলম্বন করিল। রজনীচর জন্তুরা স্ব স্ব অভিপ্রেত সাধনার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রি, ক্রমেই নিবিড় অন্ধকার হইয়া উঠিল; বোধ হইল, যেন গগনমণ্ডল হইতে কজ্জল বৃষ্টি হইতেছে এবং প্রকৃতির বস্তুজাত তাহাতে লিপ্ত হইতেছে। দুঃসময়ে কি না হয়। দিবাকর ও নিশাকরের অভাবে নক্ষত্রগণও সমধিক উজ্জ্বলতা ধারণপূর্ব্বক তিমির নিরা-করণে প্রযত্ন করিতে লাগিল এবং খদ্যোতগণ ও গগন-তলে ক্ষণবিনশ্বর জ্যোতিঃ সঞ্চারিত করিতে লাগিল। পৃথিবী ঝিল্লীরবে পরিপূর্ণ। সমস্ত জগৎ স্তব্ধ ও প্রসুপ্ত হইল।

মাধবের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার নাই। তিনি ঈদৃশ রজনীতে একাকী অনায়াসে শ্মশান দেশে প্রবেশিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে শবমাংসোপজীবী জন্তুগণে পরিব্যাপ্ত ভয়ানক শ্মশান স্থল। কোন স্থানে চিতা-জ্যোতির ঔজ্জ্বল্যে নিকটস্থ অন্ধকার দূরীভূত হইতেছে, কিন্তু পর ভাগ ভয়াবহ তমঃপুঞ্জে আবৃত। কোন প্রদেশে ডাকিনী যোগিনীগণ মিলিত হইয়া কিল কিল শব্দে কোলাহল করত কেলি ও চীৎকার করিতেছে। কোন স্থানে বেতাল ভৈরব ভূত প্রেতগণ ভীমনাদে গর্জ্জন করত নরমুণ্ড লইয়া ক্রীড়া কৌতুকে মত্ত। কোথা বা বিকটাকার শব সকল ভূতাবিষ্ট হইয়া সহাস্য আস্যে নৃত্য করিতেছে। কোথাও

বা নরকপালের ঠঠন ধ্বনি, কোথাও বা হুপ্ হাপ্ ডুপ্ দাপ্ ইত্যাদি শব্দ, কোথাও বা মার্ মার্ ধর্ ধর্ ইত্যাদি রব। মধ্যে মধ্যে শিবাগণের ঘোর বিরাব। উল্কামুখেরা ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে; তাহাদিগের মুখ আকর্ণ বিদীর্ণ ও বিকট দশন পঙক্তিতে পরিপূর্ণ, ব্যাদান মাত্র অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। বিদ্যুজ্জ্বালার ন্যায় তাহাদিগের লোচন, তিমিরে কেহ লক্ষ্য কেহ বা অলক্ষ্য হইয়াই শবমাংস অন্বেষণ করিতেছে। কোন ভাগে পূতনাগণ অবিরত নরমাংস গ্রাস করিতেছে, আবার বৃকদিগকে বুভুক্ষু ও ঘর্ঘর রবে কাঁন্দিতে দেখিয়া গ্রস্তমাংস উদ্গীরণ পূর্ব্বক শান্ত করিতেছে। তাহাদিগের খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় জঙ্ঘা, শরীরাস্থি সমুদায় গ্রন্থি দ্বারা বদ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ চর্ম্মে আবৃত। দেখিতে কি ভয়ানক! কোন দিকে দেখিলেন, বিকটাকার পিশাচগণ, সহজেই বিবর্ণ ও দীর্ঘকায় বলিয়া ভয়ানক, তাহাতে আবার বিশাল-রসনা-সঙ্কুল মুখ-কুহর প্রসারিত করিয়া আরও ভয়ঙ্কর হইয়া আছে। সম্মুখে আরও এক বীভৎস কাণ্ড দেখিলেন। এক দরিদ্র পিশাচ বহুকালের পর এক শব পাইয়া প্রথমতঃ তাহার চর্ম্ম সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া তুলিল, স্ফীত ভূয়িষ্ঠ পূতিগন্ধিসুলভ মাংশ রাশি ব্যগ্রতা সহকারে ভোজন করিল, পরে শ্রান্ত হইয়া এক বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক স্থির হইল। অনন্তর সেই শব ক্রোড়ে লইয়া বিকট দশন বিস্তার করিয়া সন্ধিগত মাংস ভক্ষণ করিতে লাগিল। কোন

প্রদেশে চিতাগ্নি ধগ্ ধগ্ করিয়া জ্বলিতেছে। জ্বলন্ত মৃত দেহ হইতে নানা বর্ণ জল বিনিঃসৃত, মাংস সকল প্রচলিত, অস্থি সকল সন্ধিস্খলিত, বশা রাশি বিগলিত ও বেগে মজ্জধারা প্রসারিত হইতেছে। প্রেতভোজীরা চিতা হইতে ঐ সকল ধূমপরিব্যাপ্ত অংশ লইয়া পরমানন্দে খাইতেছে। পিশাচাঙ্গনাদিগের প্রাদোষিক প্রমোদ কি ভয়ঙ্কর! শবের অন্ত্রই তাহাদের মঙ্গলমালা, শবহস্তই কর্ণকুণ্ডল, শবহৃৎপিণ্ডই পুণ্ডরীক মালা এবং শোণিতপঙ্কই কুঙ্কুমলেপ হইয়াছে। তাহারা স্ব স্ব কান্ত সমভিব্যাহারে নরকপাল পান-পাত্রে মজ্জা-শোণিত সুরা পান করিয়া প্রীত হইতেছে। মাধব অকুতোভয়ে তাদৃশ ভীষণাকার শ্মশানে পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে পুরোবর্ত্তী তত্রত্য নদী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, কুঞ্জ কুটীরস্থিত পেচককুলের চীৎকার ও জম্বুককাদম্বের প্রকাণ্ড চণ্ডরব দ্বারা নদীর তটভাগ অতীব ভয়াবহ। প্রবাহ মধ্যে শীর্ণ ও গলিত শবকঙ্কালে বারি সংরোধ বশতঃ ঘোর ঘর্ঘররবে স্রোতোনির্গম হইতেছে।

মাধব, এই রূপে সমস্ত শ্মশানে পরিভ্রমণ ও তাদৃশ ভীষণ বিভীষিকা দেখিয়া কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না, প্রত্যুত মালতী বিষয়িণী চিন্তায় একান্ত নিবিষ্টমনাই রহিলেন; ভাবিতে লাগিলেন, আহা কুরঙ্গনয়না প্রিয়তমার কি মনোহর ভাব! প্রণয় রসাশ্লিষ্ট স্নেহপূর্ণ অনুরাগময় সেই স্বভাবমধুর ভাব দর্শন আর

কি আমার ভাগ্যে ঘটিবে? এক্ষণে তাহা চিন্তা করিলেও অমনি অন্তঃকরণ বাহ্যজ্ঞান পরিশূন্য হয় ও মনে প্রচুর আনন্দোদয় হয়! আহা সুললিত মাধবী কুসুমে সুবাসিত সেই অঙ্গস্পর্শ আর কি পাইব? অথবা এ অতি দুরাশা, এক্ষণে এই মাত্র প্রার্থনা;—যাহার চিন্তায় অন্তঃকরণে অনন্ত সুখ জন্মে ও নেত্রযুগল সুশীতল হয় আর যাহা শশিকলার সার সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রস্তুত, অনঙ্গদেবের মঙ্গল গ্রহ, সেই তদীয় মুখচন্দ্র যেন পুনরায় দেখিতে পাই। দেখিতে পাইব কি? সত্য সত্যই এক্ষণে তাহার দর্শন ও অদর্শনে কিছুমাত্র বিশেষ নাই। যে হেতু এক্ষণে পূর্ব্ব দর্শনের সংস্কার অনবরত জাগরূক, বিসদৃশ ব্যাপার দর্শনেও বিলুপ্ত হইল না। জীবিতেশ্বরীর স্মৃতি দ্বারা আমার হৃদয় যেন তন্ময় হইয়া আছে! বোধ হইতেছে যেন কুসুম শরের শর প্রহার ভয়ে, প্রিয়তমা আমার অন্তকরণে লীন, প্রতিবিম্বিত, লিখিত ও চিন্তাতন্তু জালে গ্রথিত হইয়া আছেন। এইরূপ ভাবনা করত প্রেত ভূমিতে সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন।

ঐ শ্মশান ভূমির পরিসরে বিবিধ জীবোপহারপ্রিয়া করালা নামে এক চামুণ্ডাদেবী আছেন। তথায় রাত্রিবিহারী, অরণ্যচারী, নরমুণ্ডধারী অঘোরঘণ্টনামা এক চাণ্ডাল সাধক, শ্রীপর্ব্বত* হইতে আসিয়া মন্ত্র সাধন

* দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা নদীর সন্নিধানে শ্রীশৈল নামে যে পর্ব্বত ছিল, তাহাই শ্রীপর্ব্বত। উহা লক্ষ্মীর পর্ব্বত, অতিপবিত্র স্থান। পর্ব্বতের প্রাক্তন সমৃদ্ধি প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু পবিত্রতার অপক্ষয় হয় নাই। ঐ স্থানে গমনের যে ভাল পথ ছিল, তাহাও রুদ্ধ হইয়াছে।

করে। তাহার কপালকুণ্ডলা নামে এক শিষ্যা আছে। সে ঐ কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রজনীতে মন্ত্রসিদ্ধি প্রভাবে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া পরিভ্রমণ করত ঐ শ্মশানের উপরিভাগে উপনীত হইল এবং চিতাগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া বলিতে লাগিল, গন্ধ দ্বারাই অনুমান হইতেছে, এ সেই শ্মশানভূমি। করালা দেবীর মন্দির ইহার নিকটেই হইবে। মন্ত্রসাধনাসিদ্ধ আমার গুরুদেব অঘোরঘণ্টের আদেশ ক্রমে, অদ্য এথায় সবিশেষ পূজার আয়োজন করিতে হইবে। আর গুরুদেব আজ্ঞা করিয়াছেন, দেবীর পরিতোষার্থ অদ্য এক স্ত্রীরত্ন উপহার চাই। অতএব এই পদ্মাবতী নগরে অন্বেষণ করি, এই বলিয়া নগরাভিমুখে যাইল ও নানা স্থল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিল। ঐ রাত্রিতে মালতী অট্টালিকার উপরি অলিন্দে শয়িতা ও নিদ্রিতা ছিলেন। দৈবযোগে কপালকুণ্ডলার পাপদৃষ্টি তাঁহার প্রতিই নিপতিত হইল। তখন সে তাঁহাকে সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন, দেবীর উপহারযোগ্য স্ত্রীরত্ন দেখিয়া নিদ্রিত দশাতেই বলিপ্রদানার্থ হরণ করিয়া লইয়া গেল। অঘোরঘণ্ট দেখিয়া প্রীত হইল। পরে উভয়ে অন্যান্য পূজার উপকরণ আহরণ করিয়া পরিশেষে মালতীকে জাগরিত এবং রক্তমাল্য ও রক্তবস্ত্রে অলঙ্কৃত করিল। এক হস্তে অন্যান্য অর্চ্চনাদ্রব্য লইয়া ও অন্য হস্তে মালতীর হাত ধরিয়া বধ্যবেশে চামুণ্ডা সমীপে লইয়া চলিল।

নিরীহা মালতী পূর্ব্বাপর কিছুই জানেন না। সহসা

অপহৃত হইয়া সেই দুরাত্মাদিগের ভাবদর্শনেই দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলেন। একে ত প্রিয়সমাগমে নিরাশ্বাস, তাহাতে আবার এই অনর্থপাত উপস্থিত। তাঁহার চিত্ত যে কেমন ব্যাকুল হইল, তাহা তিনিই বুঝিতে পারিলেন। ভাবিলেন, হতভাগিনীর কি দুরদৃষ্ট। না নিজ মনোরথই সফল হইল, না পিতার মনোরথই সফল হইল; অবশেষে পাষণ্ড চণ্ডালের হস্তে প্রাণ যায়। এই ভাবিতে ভাবিতে এই বলিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন, হে নির্দ্দয় পিতঃ! দেখ এখন তোমার সেই নৃপতিসন্তোষ সাধনের উপকরণ সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়। মাধব সন্নিহিত ছিলেন, হঠাৎ ঐ করুণধ্বনি শ্রবণে বিতর্ক করিতে লাগিলেন, বিকল কুররীরোদনের ন্যায়, কি শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। এ স্বর যেন পরিচিত ও একান্ত হৃদয়গ্রাহী। শুনিবামাত্র অন্তঃকরণ ভগ্ন ও ব্যগ্র হইল, অঙ্গ সকলও অবশ ও স্তব্ধ হইল, গতি স্খলিত হইতেছে। কেনই বা এমন হয়, এ কি! কিছুই যে বুঝিতে পারি না। করালার আয়তন হইতে এ করুণ স্বর উচ্চারিত হইতেছে, ঈদৃশ অনিষ্টকর ব্যাপার সেই খানেই ঘটিতে পারে। যাহা হউক, দেখিতে হইল এই বলিয়া সেই দিকেই চলিলেন। দূর হইতে শুনিলেন, হা তাত! সেই তোমার নৃপতিসন্তোষ সাধনের উপকরণ সামগ্রী বিনষ্ট হইয়া যায়। হা স্নেহময়ি জননি! আমার ভাগ্যে তুমিও স্নেহশূন্য হইয়াছ। হা ভগবতি কামন্দকি! তুমি মালতীগতপ্রাণা, মালতীর শুভ সাধনই তোমার এক

মাত্র সংকল্প, স্নেহবশতঃ কেবল চির দিন তোমাকে দুঃখই জানাইয়াছি। হা প্রিয়সখি লবঙ্গিকে! এক্ষণে আমাকে কেবল স্বপ্নাবসরে দেখিবে! এই বলিয়া অমাত্যদুহিতা রোদন করিতেছেন, লোচন হইতে অবিরল জলধারা নিপতিত হইতেছে।

মাধব দেখিয়া বলিলেন, এ কি, সেই চিত্তোন্মাদিনী প্রিয়তমা? সন্দেহ নিরস্ত হইল। এক্ষণে জীবিত থাকিতে থাকিতেই জীবিতেশ্বরীর জীবন রক্ষায় যত্ন নাই। এই বলিয়া তদভিমুখে দৌড়িতে লাগিলেন। ও দিকে অঘোরঘণ্টও কপালকুণ্ডলা দেবী সন্নিধানে উপস্থিত হইল ও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক গদ্গদভাবে বলিল, দেবি! তুমি ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী, এই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হেতু কালে কালে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরকে প্রসব করিতেছে, তুমি আদ্যা প্রকৃতি; সকলেই তোমার যোগমায়ায় অভিভূত। হরি হর বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণও বর্ণনা করিয়া তোমার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারেন না। তুমি জীবগণের দেহে চেতনা, পুণ্যাত্মার ভবনে লক্ষ্মী, বিদ্বান জনের হৃদয়ে বুদ্ধি, সজ্জনের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও মাতৃহৃদয়ে করুণা রূপে বাস করিতেছ। তোমার পবিত্র নাম স্মরণমাত্র, দারিদ্র্য দুঃখ, ভয়, রোগ, শোক প্রভৃতি উৎপাত সকল দূরে পলায়ন করে। তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছাকল্পতরু, ভক্তগণের অভ্যর্থনানুসারে নানা রূপে দনুজদল সংহার করিয়া ভুভার হরণ করিয়াছ, তুমি যাহার প্রতি কৃপা কটাক্ষপাত কর, সে ইহলোকে ও পরলোকে

পরিত্রাণ পায়। আমরা শরণাপন্ন, প্রসন্ন হও ও আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধ কর, এই বলিয়া পুনর্ব্বার ভক্তিভাবে প্রণাম করিল।

মাধব সত্বরে উপস্থিত হইয়া, দেখিয়া বলিলেন, হা কি প্রমাদ! ব্যাঘ্রদ্বয়ের মধ্যে নিপতিত মৃগীর ন্যায় অদ্য প্রেয়সী দুরাচার পাষণ্ড চণ্ডালদিগের হস্তে নিপতিত। ভূরিবসু-তনয়া মৃত্যুর মুখে রহিয়াছেন। হা কি দুঃখ। কি সর্ব্বনাশ! বিধাতার কি নিষ্করুণ কর্ম্ম। কপালকুণ্ডলা মালতীকে বলিল ভদ্রে! তোমার যে কেহ আত্মীয় স্বজন থাকে স্মরণ করিয়া লও। দারুণ কৃতান্ত তোমার জন্য অতি রাগান্বিত। অমনি মালতীর মাধবকে মনে পড়িল। তিনি ক্রন্দন করত বলিলেন হে হৃদয়বল্লভ নাথ মাধব! আমি পরলোক গমন করিলেও তুমি স্মরণ করিও। মরিলেও যাহার প্রিয়জনে স্মরণ করে, সে জীবিতই থাকে। কপালকুণ্ডলা কহিল আহা এ হতভাগিনী মাধবে অনুরক্ত। অঘোরঘণ্ট কহিল, যা হউক, কাটিয়া ফেলি। ভগবতি! মন্ত্রসাধনের পূর্ব্বে পূজা মনন করিয়াছিলাম, আনিয়াছি, গ্রহণ কর, এই বলিয়া খড়্গ উত্তোলন পূর্ব্বক ছেদন করিতে উদ্যত হইল। মাধব তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইলেন ও অমাত্যতনয়াকে নিজ ভুজপঞ্জরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কহিলেন, অরে দুরাত্মন্! মরিলি দূর হ। মালতী সহসা মাধবকে দেখিয়া, নাথ! রক্ষা কর, বলিয়া ধরিলেন। মাধব কহিলেন, ভদ্রে। ভয় নাই; স্নেহপরতন্ত্র হইয়া মরণশঙ্কা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তোমার সেই

সাহসী নাথ পুরোবর্ত্তীই রহিয়াছে। সুন্দরি। কম্প পরিত্যাগ কর। এই দুরাত্মার চিরসঞ্চিত পাপ অদ্য ফলোন্মুখ হইয়াছে; এই দেখ এখনিই তাহার উৎকট ফল অনুভব করে। অঘোরঘণ্ট কহিল, আঃ এ একটা কি পাপ আসিয়া আমাদিগের বিঘ্ন করিতে লাগিল। কপালকুণ্ডলা বলিল জান না, এ কামন্দকীর সুহৃৎপুত্র, নাম মাধব, এই শ্মশানে বাস করে।

মাধব সাশ্রুলোচনে জিজ্ঞাসিলেন, ভদ্রে! এ কি বিষম কাণ্ড উপস্থিত? মালতী কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া কহিলেন, মহাভাগ! আমি কিছুই জানি না, এই মাত্র জানি, উপরি অলিন্দে নিদ্রিত ছিলাম, এই খানে জাগরিত হইলাম। তুমি কোথা হইতে উপস্থিত? তিনি লজ্জানম্রমুখে কহিলেন, ভদ্রে! তোমার পাণিপঙ্কজ পরিগ্রহ করিয়া জন্ম সফল করিব, এই আগ্রহ যখন বিফল হইল দেখিলাম, তদবধি মনের নির্ব্বেদে শ্মশানবাস সংকল্প করিয়া এই খানে ভ্রমণ করিতেছি, ইতি মধ্যে তোমার রোদন শুনিয়া উপস্থিত হইলাম। আমত্য-তনয়া শুনিয়া ভাবিলেন, হায় ইনি আমার নিমিত্ত এত দূর স্বীকার করিয়াছেন। আমি কি কঠিন! অট্টালিকায় অনায়াসে নিদ্রিত ছিলাম। তখন মাধব ভাবিলেন, শাস্ত্রে যে কাকতালীয় অসম্ভাবিত ঘটনা বলিয়া থাকে, সে এই। যাহা হউক, সংপ্রতি প্রিয়তমা রাহুগ্রস্ত শশিকলার ন্যায় এই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুর খড়্গামুখে নিপতিত। ইহাকে মুক্ত করিতে হইবেক বলিয়া, আমার মন আতঙ্কে

বিকল, কারুণ্যরসে আর্দ্র, বিস্ময়ে ক্ষুভিত, ক্রোধে প্রজ্বলিত ও আনন্দে বিকশিত হইয়া কেমনই অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিতেছে। অঘোরঘণ্ট কহিল, অরে ব্রাহ্মণডিম্ব! মৃগীকে ব্যাঘ্রের মুখে পতিত দেখিয়া মৃগও করুণাবিষ্ট হইয়া রক্ষার্থ তাহার গোচরে পতিত ও নিহিত হয়, তদ্রূপ তুইও আজি আমার গোচরে পড়িয়াছিস্। আমি হিংসারুচি ও প্রাণিহন্তা; ভাল আয়, আগে তোর খড়্গচ্ছিন্ন রুধিরস্রাবী শরীর দ্বারা জগজ্জননীর অর্চ্চনা করি; পশ্চাৎ ইহাকে বলি প্রদান করিব। মাধব উত্তর দিলেন, অরে দুরাত্মন্ পাষণ্ড চণ্ডাল! বিচার করিয়া দেখ্, ইহাকে নিহত করিয়া সংসার সারশূন্য, ত্রিভুবন রত্নশূন্য, ত্রিলোক আলোকশূন্য, বন্ধুজন জীবনশূন্য, কন্দর্প দর্পশূন্য, লোকের নয়ননির্ম্মাণ ফলশূন্য এবং জগৎ জীর্ণ অরণ্য করিতে উদ্যত হইতেছিস্। অরে পাপ! পরীহাসসময়ে প্রিয়সখীগণের ললিত শিরীষ-কুসুম-প্রহারেও যে শরীর ব্যথিত হয়, তুই তাহাতেই কঠোর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদ্যত। অতএব যমদণ্ডের ন্যায় আমার এই ভুজদণ্ড তোর মস্তকে পড়ুক, রক্ষা কর। অঘোরঘণ্ট বলিল, আয় দুরাত্মা মার্, এই বলিয়া বদ্ধপরিকর হইল। মালতী সাবধান করত বলিলেন, নাথ সাহসিক! ক্ষমা কর, ও হতভাগা অতি দুরাচার; এ অনর্থকর ব্যাপার হইতে নিরৃত্ত হও। কপালকুণ্ডলাও বলিল, ভগবন্ গুরো! সাবধান হইয়া দুরাত্মাকে নিপাত কর। তখন মাধব মালতীকে ও অঘোরঘণ্ট কপালকুণ্ডলাকে আশ্বাস

দিয়া যুগপৎ বলিতে লাগিল, অয়ি ভীরু! ধৈর্য্যাবলম্বন কর; এ পাপ নিহত হইল। ভয় কি, করিকুম্ভভেদী সিংহের মৃগযুদ্ধে পরাভব হয়, ইহা কি কেহ কখন দেখিয়াছে? এইরূপে পরস্পরের বাক্‌যুদ্ধ হইতে লাগিল।

এ দিকে অমাত্যভবনে সহসা মালতী নাই, দেখিয়া হুলস্থুল হইয়া উঠিল। সকলে হাহাকার করিতে লাগিল। অন্বেষণকারী লোকজনের কোলাহলে নগর আচ্ছন্ন হইল। কামন্দকী ভুরিবসুকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, ভয় নাই। সৈন্যেরা শীঘ্র যাইয়া করালায়তন অবরুদ্ধ করুক। এরূপ অদ্ভুত ভীষণ কর্ম্ম অঘোরঘণ্ট ভিন্ন অন্যের নহে। বোধ হয়, করালা দেবীর উপহারের নিমিত্তই সে এই কাজ করিয়াছে। এই বলিবামাত্র অস্ত্রধারী পুরুষেরা করালার আয়তন অবরুদ্ধ করিল। তখন কপালকুণ্ডলা কহিল, আমরা অবরুদ্ধ হইলাম, এক্ষণে বিশেষ পরাক্রম প্রকাশ আবশ্যক। মালতী, হা তাতঃ! হা মাত! হা ভগবতি! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মাধব অন্বেষণকারী লোকজন দেখিয়া মালতীকে সুস্থির করিবার আশয়ে সেই দিকে প্রেরণ করিলেন। পরিশেষে অব্যগ্র হৃদয়ে কাপালিকের সহিত ঘোরতর সমর করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাধব ও অঘোরঘণ্ট পরস্পরে বলিতে লাগিল, আঃ কি পাপ! আমার এই অসিলতা তোর কঠোর অস্থিপ্রতিঘাতে প্রতিধ্বনিত হউক, মাংসপিণ্ডে পঙ্কের ন্যায় অপ্রতিহত বেগে সঞ্চরণ করুক এবং তোর শরীর খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভক্ত হউক। এই

রূপে উভয়ে তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল। পরিশেষে মাধব তাঁহার শিরশ্ছেদ করিলেন। অন্বেষণকারী পুরুষেরা করালায়তনের সন্নিধানে মালতীকে পাইয়া পুলকিত মনে অমাত্য-ভবনে প্রস্থান করিলে। মাধবও প্রিয়তমার পুনর্জ্জীবন লাভে মনের নির্ব্বেদ শান্ত করিয়া তৎক্ষণাৎ পুনরায় কামন্দকীর আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

মালতীমাধব।
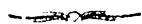
ষষ্ঠ অঙ্ক।

কপালকুণ্ডলা মাধবের তদানীন্তন বলবীর্য্য দর্শনে কিছু করিতে না পারিয়া পরিশেষে এই বলিয়া গর্জ্জিয়া বেড়াইতে লাগিল, রে দুরাত্মন্ মাধব! তুই মালতীর নিমিত্ত আমার গুরুহত্যা করিলি এবং প্রহা-রোদ্যত দেখিয়া আমাকেও অবজ্ঞা করিলি; অতএব এই কপালকুণ্ডলার কোপের ফল অবশ্যই তোকে এক কালে ভোগ করিতে হইবে। দেখ, ভুজঙ্গবিনাশের পরও যখন বৈরনির্য্যাতনে তৎপর থাকিয়া বিষদন্ত ভুজঙ্গী তাহার দংশনের নিমিত্ত নিয়ত জাগরূক থাকে, তখন কি আর সেই ভুজঙ্গহন্তার শান্তি আছে? এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা মাধবের অনিষ্টচেষ্টায় নিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিল।

এ দিকে মালতীকে জীবিত পাইয়া আমত্যভবনে আনন্দের পরিসীমা রহিল না। ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত। সকলে পুলকিতমনে বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিল। ও দিকে নন্দনের ভবনে যাবতীয় বিবাহোচিত অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রথ্যা সংস্কার, পতাকা ও মঙ্গলকলস প্রভৃতিতে নগর সুশোভিত হইল।

সকলে পুলকিত ও নগর আনন্দময় হইল। ব্রাহ্মণেরা নানা আভ্যুদয়িক কর্ম্ম করিতে লাগিলেন ও পতিপুত্রবতী পুরস্ত্রীরা নানা মঙ্গলাচরণে নিযুক্ত হইলেন। অমাত্যপত্নী আদেশ করিলেন, বর উপস্থিত না হইতে হইতেই শীঘ্র বৎসা মালতীকে লইয়া বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত নগরদেবতা-দিগের পূজা করিতে যাইতে হইবে। অতএব আনুযাত্রিক লোকেরা সমুদায় বাদ্যভাণ্ড সমভিব্যাহারে পূজার উপ-করণ ও বিবাহযোগ্য বেশ ভূষা লইয়া প্রস্তুত হউক। এই আজ্ঞামাত্র সমস্ত সুসজ্জিত হইল। কামন্দকী ও লব-ঙ্গিকা সঙ্গে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল।

ইতি পূর্ব্বেই কামন্দকী ও লবঙ্গিকা মন্ত্রণা করিয়া নগরদেবতার গৃহের এক পার্শ্বে মাধব ও মকরন্দকে রাখিয়াছিলেন। মাধব অনেকক্ষণ অবধি মালতীর আগ-মন প্রতীক্ষা করিয়া, পরিশেষে মালতী যাত্রা করিলেন কি না, তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত নিজভৃত্য কলহংসকে প্রেরণ করিলেন; পরে ভাবিতে লাগিলেন, কুরঙ্গনয়না প্রিয়তমার প্রথম দর্শন দিন অবধি নানা প্রণয় চিহ্ন দর্শনে আমার মনোবেদ যে বলবতী হইয়া আছে, অদ্য হয় তাহার শান্তি হইবে, না হয় ভগবতীর নীতিকৌশল বিফল হইবে। মকরন্দ কহিলেন, বয়স্য! বুদ্ধিমতী ভগবতীর কৌশল কি বিফল হয়? এইরূপে কথোপ-কথন হইতেছে, ইত্যবসরে কলহংস আসিয়া নিবেদন করিল, প্রভো! অমাত্যনন্দিনী দেবগৃহে যাত্রা করিয়া-ছেন। মাধব জিজ্ঞাসিলেন, সত্য? মকরন্দ কহিলেন,

সখে! কলহংসের কথায় কি প্রত্যয় হইল না? যাল কি, নিকটে আসিলেন! ঐ শুন, নানা বাদ্যসম্বলিত মৃদঙ্গসহস্রের মঙ্গল বাদ্যধ্বনি শুনা যাইতেছে; যেন, ঘোর ঘনঘটা গর্জ্জন করিতেছে। বাদ্যোদ্যমে আর কিছুই শুনা যায় না। চল, যাইয়া গবাক্ষ দিয়া অবলোকন করি। এই বলিয়া তাঁহারা গবাক্ষদ্বারে উপনীত হইলেন।

দেখিলেন, প্রথমতঃ নানাবিধ পতাকা মন্দ মন্দ সমীরণে উড্ডীন হইতেছে; পশ্চাৎভাগে সুসজ্জিত করিঘটা ও বিনীত তুরঙ্গযূথের নানাবিধ গমনে রাজমার্গ সুশোভিত; প্রতিহারিগণ সমুচিত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করিয়া পুরোভাগে বর্ত্তমান; মতঙ্গের গর্জ্জন, তুরঙ্গের হেযারব ও মৃদঙ্গের মঙ্গলধ্বনিতে সকলে বধির হইয়া গেল; পশ্চাৎ কনককিঙ্কিনী জালমালায় অলঙ্কৃত করিণী সকল ঝন্ ঝন্ শব্দে আসিতেছে, তদুপরি পরম সুন্দরী বারনারীরা সুমধুর মঙ্গলগান করিতেছে। তাহাদের বিবিধ রত্নালঙ্কার প্রভাবে যেন নভোমণ্ডলে শত শত ইন্দ্রধনু উদিত হইল; আন্দোলায়মান ধবল চামর ও প্রসারিত শ্বেতচ্ছত্র সকল দেখিয়া বোধ হইল, যেন গগন সরোবরে রাজহংসগণ উৎপতিত হইতেছে ও মৃণালের উপরি শ্বেত কমল সকল বিকসিত হইয়া আছে; প্রতিহারীরা বিচিত্র উজ্জ্বল কণকবেত্রলতা ধারণ পূর্ব্বক সসম্ভ্রমে চতুর্দ্দিকস্থ দর্শনব্যগ্র লোকদিগকে দূরে অপনীত করিতেছে; পরিজনবর্গ কিঞ্চিদন্তরে চারি

দিকে মণ্ডলাকারে উপবিষ্ট; মধ্যভাগে নানা সিন্দূরবিন্দু-মণ্ডিত নীলবর্ণ গজবধূ আরোহণ করিয়া মালতী আসিয়াছেন; দেখিলে বোধ হয়, যেন নক্ষত্রমালায় শোভিত রজনীতে পূর্ণ শশিমণ্ডল উদিত হইয়াছে; কুতূহলাক্রান্ত লোকেরা অনন্যদৃষ্টি ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার মনোহর রূপলাবণ্য বিলোকন করিতেছে। মাধব ও মকরন্দ দেখিয়া অমাত্যের প্রচুর সম্পত্তি ও অসাধারণ সমৃদ্ধির ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

মকরন্দ কহিলেন, সখে! দেখ দেখ, অমাত্যনন্দিনীর কৃশ ও পাণ্ডু শরীরে আভরণ কি রমণীয় দেখাইতেছে! যেন অন্তঃপরিশুষ্ক বাললতায় কুসুমজাল বিকসিত হইয়াছে। বিবাহ মহোৎসবে যেমন নিরুপম শোভা, তেমনি বিষম মনোবেদনাও ব্যক্ত হইতেছে! এইরূপ বলিতেছেন ইতি-মধ্যে করেণুকা দেবগৃহ সন্নিধানে উপবিষ্ট হইল। কাম-ন্দকী, আনুযাত্রিক লোক জন দূরে রাখিয়া মালতী ও লবঙ্গিকা সমভিব্যাহারে দেবমন্দিরে প্রবেশিলেন। যাইতে যাইতে সহর্ষমনে ভাবিতে লাগিলেন, বিধাতা অভিলষিত সিদ্ধি বিষয়ে মঙ্গল করুন, দেবগণ পরিণামে অনুকূল হউন, আমি যেন মিত্রদ্বয়ের কন্যাপুত্রের পরিণয় কার্য্যে কৃতকৃত্য হই এবং আমার প্রযত্ন সমুদায় যেন সফল ও শুভদায়ী হয়। মালতীও ভাবিতে লাগিলেন, এক্ষণে কি উপায়েই বা মৃত্যুসুখ সম্ভোগ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করি; হতভাগ্য লোকে নিয়ত প্রার্থনা করে বলিয়া মরণও কি দুর্লভ হয়! লবঙ্গিকা মালতীর ভাব দেখিয়া

চিন্তা করিতে লাগিলেন, প্রিয়সখীর মনোবেদনা অদ্য অনুকূল, জানেন না বলিয়া কতই কাতরতা প্রকাশ করিতেছেন।

তাঁহারা পরস্পর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইতি মধ্যে প্রতিহারী পেটক হস্তে প্রবেশিয়া বলিল, ভগবতি! অমাত্য আদেশ করিলেন, “এ অতি মঙ্গল স্থান, এই ভূপতিপ্রেরিত পরিণয়োচিত অলঙ্কারে দেবতার সম্মুখেই মালতীকে অলঙ্কৃত করিতে হইবে।” এই ধবল পট্টবসন, এই লোহিতবর্ণ উত্তরীয়, এই সর্ব্বাঙ্গের আভরণ, এই মৌক্তিক হার এবং এই চন্দন ও কুসুমাভরণ দিয়াছেন, গ্রহণ করুন। পরিব্রাজিকা, এ সব পরিলে মকরন্দকে পরম সুন্দর দেখাইবে এই ভাবিতে ভাবিতে প্রতিহারীকে বিদায় করিলেন। অনন্তর লবঙ্গিকাকে কহিলেন, বৎসে! তুমি মালতীর সহিত দেবমন্দিরে প্রবেশ কর, আমি তত ক্ষণ একান্তে বসিয়া শাস্ত্রসংবাদানুসারে আভরণের রত্ন-সকল বিবাহোচিত কি না পরীক্ষা করি, এই ছল করিয়া তিনি অন্যতম প্রদেশে গমন করিলেন। মালতীও লব-ঙ্গিকা মাত্র সহায়ে দেবগৃহে প্রবেশ করিলেন। মাধব ও মকরন্দ এক স্তম্ভে অপবারিতশরীর হইয়া রহিলেন; কেবল লবঙ্গিকাই জানিতে পারিল।

দেবতাসমীপে উপনীত হইয়া লবঙ্গিকা বলিল, বয়স্যে! এই শুভ বিবাহ কর্ম্মে কল্যাণ সম্পত্তির নিমিত্ত জননী তোমাকে দেবার্চ্চনায় প্রেরণ করিয়াছেন; এই অঙ্গরাগ ও কুসুমমালা লও। তিনি বলিলেন, সখি! আমি একেই

দারুণ দৈব দুর্ব্বিপাকে দগ্ধ হইতেছি, তাহার উপর আবার মর্ম্মচ্ছেদী কথা তুলিয়া কেনই হতভাগিনীকে সমধিক যাতনা দাও! আর কি বলিব, আমার দুর্লভ জনে অনুরাগ, কিন্তু ভাগ্য নিতান্ত বিসম্বাদী, এক্ষণে যাহা বলি শ্রবণ কর। প্রিয় সখি লবঙ্গিকে! তুমি আমার জীবিতাধিক সহোদরা; তোমার এই অনাথা অশরণা প্রিয়সখী এখন মরণে একান্ত অধ্যবসায়িনী; আজন্ম নিরন্তর উপকার দ্বারা তুমিই আমার অতিমাত্র বিশ্বাস ও প্রণয়পাত্র, এক্ষণে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া সেই বিশ্বাস ও প্রণয়ের সমুচিত এই প্রার্থনা করি, যদি আমার প্রিয় কার্য্য প্রিয়সখীর কর্ত্তব্য হয়, তবে আমি মরিলে আমার হইয়া, তুমি সেই আনন্দপূর্ণ মঙ্গলময় প্রিয়তমের মুখারবিন্দ অবলোকন করিবে। এই বলিয়া লবঙ্গিকাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বারিধারা পরিপূরিত লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। ওদিকে মকরন্দ কহিলেন, সখে! শুনিলে? তিনি কহিলেন বয়স্য! প্রিয়ার বচনামৃত পান করিয়া, ম্লানজীব কুসুমবিকসিত হইল, শরীর সুশীতল হইল, ইন্দ্রিয় সকল বিমোহিত হইল, হৃদয় আনন্দিত ও রসে দ্রবীভূত হইল! পুনরায় মালতী বলিতে লাগিলেন, সখি! আর এক প্রার্থনা করি, শুন। আমি পরলোক গমন করিয়াছি শুনিয়া, সেই জীবিতপ্রদায়ী জীবিতেশ্বরের শরীররত্ন যাহাতে পরিহীন ও বিবর্ণ না হয়, আর আমার স্মরণ মনন দ্বারা ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া যাহাতে তিনি উত্তরকালে লোকযাত্রায় শিথিলপ্রযত্ন না হন, তাহা

করিবে। তোমার এই অনুগ্রহ হইলেই আমি চরিতার্থ হই। মকরন্দ শুনিয়া অত্যন্ত করুণাবিষ্ট হইলেন এবং কহিলেন মিত্র! হরিণলোচনা নিরাশ ও কাতর হইয়া স্নেহ ও মোহবশতঃ যে সকরুণ মনোহর বিলাপ করিতেছেন, তাহা শুনিয়া চিন্তা, বিষাদ, বিপদ ও মহোৎসব যুগপৎ আবির্ভূত হইতেছে। ওদিকে লবঙ্গিকা এই বলিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন, জীবিতাধিকে! তোমার অমঙ্গল অচিরে দূরীভূত হইবে, আর ও সব কথা বলিও না. কষ্ট বোধ হয়, আমি আর শুনিতে পারি না। তিনি কহিলেন, সখি! বুঝিলাম. মালতীর জীবনই তোমাদের প্রিয়, মালতী প্রিয় নয়। কেন না, নানা কথা কহিয়া অন্য আশা দিয়া আমাকে জীবিত রাখিবে এবং সেই ঘৃণাকর ব্যাপার অনুভব করাইবে; অতএব এখন আমার এই বাসনা. যে পরোক্ষে সেই মহাত্মার গুণকীর্ত্তন দ্বারা নিরপরাধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব. এই বলিয়া লবঙ্গিকার চরণে পতিত হইলেন। তখন মকরন্দ কহিলেন, সখে! যাহাকে প্রণয়ের সীমা কহে. সে এই।

ইত্যবসরে লবঙ্গিকা মালতীর অজ্ঞাতসারে সংগোপিত মাধবকে সংজ্ঞাপূর্ব্বক আহ্বান করিলেন। মাধবও মকরন্দের উপদেশানুসারে লবঙ্গিকা স্থানে দণ্ডায়মান হইলেন, ভয়ে তাঁহার শরীর কাঁপিতে লাগিল। মকরন্দ উঁহাকে সন্নিহিত মঙ্গলের পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া প্রবোধ দিলেন। লবঙ্গিকা তথা হইতে অপসৃত হইল. মালতী একতান মনে অধোমুখী ছিলেন, কিছুই জানিতে পারি-

লেন না। মালতী মাধবকেই লবঙ্গিকা জ্ঞান করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, সখি! অনুকূল হইয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে, বল। মাধব বলি-লেন, অয়ি সরলে! দুঃসাহসিক কর্ম্ম পরিত্যাগ কর, মনের ক্ষোভ দূর কর, আমি তোমার বিরহ আয়াস সহিতে সমর্থ নহি। অমাত্যসুতা কহিলেন সখি! মালতীর বিনয়নম্র প্রণাম ও দুষ্পরিহর অনুরোধ উপেক্ষা করা উচিত নয়। তিনি উত্তর করিলেন, শোভনে! তুমি দারুণ বিরহ আয়াসে কাতর; তোমার মনোরথ সিদ্ধি কর; এস পরস্পর সংশ্লেষ সুখ সম্ভোগ করি। তখন অজ্ঞানবিহ্বলা হর্ষনিমীলিতাক্ষী মালতী, অনুগৃহীতা হই-লাম বলিয়া উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, সখি! আলিঙ্গনসুখে তোমার দর্শনের ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। আহা, তোমার সুকুমার স্পর্শ অদ্য যেন আর এক প্রকার! যা হউক, বিরহসন্তাপিত হৃদয় শীতল হইল, সখি! প্রণতি পূর্ব্বক করপুটে সেই প্রাণাধিককে আমার এই নিবেদন জানাইবে, "আমি নিতান্ত হত-ভাগিনী, প্রফুল্লকমলের ন্যায় ও সম্পূর্ণ শশিমণ্ডলের ন্যায় মনোরম, তাঁহার সেই মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া নয়-নের চিরমহোৎসব পাই নাই, নবসুধামধুর বচনামৃত অবি রত পান করিয়া শ্রুতিযুগল সফল করিতে পারি নাই, তাপহর স্পর্শ দ্বারা শরীরজ্বর উপশমিত হয় নাই, কেবল অবিরত যাতনা ভোগ করিয়াছি! দুর্নিবার যাতনায় প্রাণ ব্যাকুল হইলেও কেবল অমৃতময় মনোরথ দ্বারা এত

দিন জীবিত ছিলাম। সবিশেষ শরীরসন্তাপ পুনঃ পুনঃ সহিয়াছি। যখন মলয়মারুত সহ্য হইয়াছে, তখন আর বজ্রপাতেও ভয় করি না, যখন চন্দনরসে প্রাণ যায় নাই, তখন আর বিষমবিষপানেও শঙ্কা নাই; যখন চন্দ্রাতপ সহিয়াছি, তখন আর চিতা অনলে ভয় নাই; যখন ভ্রমর কোকিলের শ্রুতিভীষণরবে হৃদয় বিদীর্ণ হয় নাই, তখন আর ঝঞ্ঝনাকেও ক্লেশকর গণনা করি না। এইরূপ নানা অনর্থ পরম্পরা সহ্য করিয়া পরিশেষে নিরাশ হইয়া এই সাহসের পথ অবলম্বন করিলাম।" আর প্রিয়সখি! তুমিও আমাকে সর্ব্বদা মনে করিবে এবং সেই জীবিতাধিকের স্বহস্তসঙ্কলিত এই সুললিত বকুলমালাকে মালতীর জীবন হইতে বিশেষ জ্ঞান করিবে না, সর্ব্বদা যত্ন পূর্ব্বক কণ্ঠে ধারণ করিবে। এই বলিয়া নিজকণ্ঠ হইতে বকুলমালা উন্মোচন করিয়া মাধবের হৃদয়ে বিন্যাস করিতে করিতে দেখিলেন, লবঙ্গিকা নহে, অন্যের গলে মাল্য দিলেন। তখন তিনি ভীত ও কম্পিত হইলেন।

মাধব প্রিয়ার শরীরস্পর্শ লাভে ভাবিলেন, আহা শরীর সুশীতল হইল! কর্পূররস, চন্দ্রকান্তমণি, শৈবাল, মৃণাল প্রভৃতি যাবতীয় শীতল দ্রব্য একীকৃত হইয়া যেন শরীরে নিষক্ত হইল। তিনি কহিলেন, অয়ি পরবেদনানভিজ্ঞে! তুমি কি একলাই যাতনা অনুভব করিয়াছ! দেখ, অননুভূত জ্বরে দেহ দগ্ধ হইয়াছে, কেবল সংকল্পলব্ধ ত্বদীয় সমাগমে কথঞ্চিৎ যাতনা অপনীত হইয়াছে, এবং আমার প্রতি তোমার অকপট স্নেহ আছে, জানি-

স্যাই কেবল এতদিন জীবন ধারণ করিয়াছি। যে সকল দিন অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা ভয়ঙ্কর! ইত্যবসরে মকরন্দ উপস্থিত হইয়া কহিলেন, ভদ্রে! সত্য সত্যই, তুমি প্রণয়িনী, এই এক রমণীয় আশা অবলম্বন করিয়াই প্রিয়বয়স্য কথঞ্চিৎ এতাবৎকাল অতিবাহন করিয়াছেন, এক্ষণে মঙ্গলসূত্রশোভিত ত্বদীয় করগ্রহণ করিয়া সুখী ও চরিতার্থ হউন এবং আমাদিগের মনোরথ সকল হউক। লবঙ্গিকা আসিয়া পরিহাস পূর্ব্বক কহিল, মহাভাগ! আর মঙ্গলসূত্রযুক্ত পাণিগ্রহণের বিচারে প্রয়োজন কি, প্রিয়সখীর স্বয়ং গ্রহণ সাহস কি দেখিলেন না? তখন অমাত্যনন্দিনী, কুমারীজনের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলাম ভাবিয়া স্মৃতকম্পা ও কম্পিত হইলেন।

তখন কামন্দকী, "পুত্রি কাতরে! এ কি!" এই বলিয়া উপস্থিত হইবা মাত্র বেপমানা মালতী তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে পরিব্রাজিকা তদীয় চিবুক উন্নত করিয়া কহিলেন, "বৎসে! যাহার নিমিত্ত তোমার নয়নযুগল উৎসুক, মন চঞ্চল ও তনু গ্লানিযুক্ত এবং তোমার নিমিত্তেও যিনি তদনুরূপ কাতর; ইনি সেই প্রিয়তম মাধব। চন্দ্রমুখি! জড়তা পরিত্যাগ কর, বিধাতার বাসনা পূর্ণ কর এবং অনঙ্গকে অঙ্গবান্ ও পুনরুজ্জীবিত কর।" লবঙ্গিকা পুনর্ব্বার পরিহাস করিয়া কহিল, "ভগবতি! এই মহানুভাব কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর রজনীতে তাদৃশ দুর্গম শ্মশানে সঞ্চরণ করিয়াছেন এবং প্রচণ্ড দোর্দণ্ড প্রকাশ করিয়া নানা সাহসের কার্য্য করিয়াছেন, বুঝি তাহাই

মনে করিয়া আমাদের প্রিয়সখী কাঁপিতেছেন।” মকরন্দ শুনিয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, লবঙ্গিকা কি চতুর! কেমন সময় বুঝিয়া গুরুতর অনুরাগ ও উপকারের স্থলটী প্রদর্শন করিল। অনন্তর পরিব্রাজিকা কহিলেন, “বৎস মাধব! অমাত্য ভূরিবসু, সকল সামন্তগণের পূজ্য ও নমস্য, এই মালতীই তাঁহার এক মাত্র অপত্যরত্ন; প্রজাপতি ও রতিপতি উভয়েই যোগ্য সমাগম সমাধানে সুরসিক; তাঁহারা এবং আমিও অদ্য তোমাকে সেই রত্ন প্রদান করিতেছি,” এই বলিয়া আনন্দ বাষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

তখন মকরন্দ বলিলেন, “ভগবতি! তবে ত আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে আমাদিগের মনোরথ সফল হইল, আর আপনি রোদন করেন কেন?” পরিব্রাজিকা অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া বলিলেন, “বৎস মাধব! ভবাদৃশ সুজন লোকের প্রণয় যত পরিণত, ততই রমণীয় হয়; তথাপি আমি নানা হেতুবশতঃ তোমার মান্য, অনুরোধ করি, উত্তরকালে আমার পরোক্ষেও যেন ইহার প্রতি স্নেহ ও করুণার লাঘব না হয়।” এই বলিয়া মাধবের চরণ ধারণে উদ্যত হইলেন। মাধব ব্যগ্রতা পূর্ব্বক নিবারণ করিয়া কহিলেন, “বাৎসল্য প্রযুক্ত সমস্ত বিস্মৃত হইতেছেন?” মকরন্দ কহিলেন, “ভগবতি! অমাত্যদুহিতা, সৎকুলসম্ভবা, নয়নানন্দ দায়িনী, নানাগুণশোভিকা এবং প্রণয়িনী, ইহার এক একটি গুণই আমাদিগের বিশেষ বশীকরণ, সুতরাং আপনার অধিক বলা বাহুল্য।” তখন কামন্দকী, মাধব ও মাল-

তাঁকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ধন, প্রাণ, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি যে কিছু, স্ত্রীদিগের ভর্ত্তাই সে সমস্ত; এবং পুরুষদিগেরও ধর্ম্মপত্নীই প্রিয়তম মিত্র, সমস্ত বান্ধবের সমষ্টি, দ্বিতীয় দুর্লভজীবন ও অসাগরোৎপন্নরত্ন। স্ত্রী পুরুষ, যেমন পরস্পর প্রণয়ের অদ্বিতীয় আধার, সংসারে তেমন আর কিছুই নাই। পরস্পর সুখ বিতরণ করা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য, পরস্পর প্রণয়রত্নের বিনিময় করাই তাঁহাদের কার্য্য এবং পরস্পর অভিন্ন চিত্তবৃত্তি হওয়াই তাঁহাদের সম্বন্ধ। দম্পতীর, পরস্পর নাম শ্রবণ করিলে শরীর পুলকিত হয়, পরস্পরের মুখচন্দ্র দর্শন করিলে সুখসিন্ধু উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠে। দম্পতীপ্রণয়পাশে সংযত থাকিয়া যিনি কালহরণ করিতে পারেন, এই ভূমণ্ডলে তিনিই যথার্থ সুখী। যাহারা দম্পতীপ্রণয় রসে বঞ্চিত, তাহাদের নীরস জীবন জীবনই নহে। কি নানা গৃহ-সামগ্রী পরিপূর্ণ সুরম্য হর্ম্ম্য, কি মনোহর মহার্ঘ্য বসন ভূষণ, কি বিবিধ সুস্বাদ সুরস অন্নপান, কি অতুল সুখসমৃদ্ধি, দম্পতীপ্রণয় না থাকিলে কিছুতেই সুখী করিতে পারে না। যেখানে স্ত্রীপুরুষের প্রেম, সেখানে শূন্যগৃহও ধনরত্ন পরিপূর্ণ, বিষম বিপত্তিও পরম উৎসব এবং এই ভূলোককেই পরমসুখাস্পদ স্বর্গলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। অতএব তোমরা পরস্পর অবিচলিত স্নেহ ও সদ্ভাবে লোকযাত্রা বিধানের অনুবর্ত্তী হও, বন্ধুজনের মনে আনন্দ বিতরণ কর এবং চির দিন অপার সুখসাগরে সন্তরণ কর।" এই উপদেশ দিয়া কামন্দকী নিরস্ত

হইলেন। মালতী ও মাধব লজ্জানম্র ও প্রীতিবিকসিত মুখে তদীয় বাক্য গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর কামন্দকী কহিলেন, "বৎস মকরন্দ! তুমি এই পেটকস্থিত মালতীর বৈবাহিক বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নিজ পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন কর।" মকরন্দ যে আজ্ঞা বলিয়া মঞ্জুষা গ্রহণ পূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে গিয়া নেপথ্যগ্রহণ করিতে লাগিলেন। মাধব কহিলেন, "ভগবতি! এ কর্ম্মে বয়স্যের বহু অনর্থপাতের সম্ভাবনা আছে।" তিনি কহিলেন, "আঃ তোমার সে চিন্তায় কাজ কি? যাহা হইবে আমিই জানি।" ইতি মধ্যে মকরন্দ, "বয়স্য! মালতী হইলাম বলিয়া হাসিতে হাসিতে উপস্থিত হইলেন। সকলে কৌতুকবিকসিত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। মাধব মকরন্দকে আলিঙ্গন করত পরিহাসভাষে কহিলেন, ভগবতি! নন্দন কি পুণ্যবান্! ইনি আমার প্রিয়া, এই বলিয়া যে মনে ক্ষণকালও অভিমান, তাহাও অসাধারণ সৌভাগ্যের কর্ম্ম। কামন্দকী কহিলেন, "বৎস মালতী মাধব! এক্ষণে তোমরা দেব মন্দির হইতে নির্গত হইয়া তরুকানন দিয়া আমার আশ্রমসন্নিহিত বৃক্ষবাটিকায় গমন কর। তথায় বিবাহের দ্রব্যজাত সমুদায় প্রস্তুত; যাইয়া বিবাহকার্য্য সম্পন্ন কর এবং তথায় মকরন্দও মদয়ন্তিকার আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে।" মাধব, মঙ্গলের উপরি মঙ্গল হইবে, ভাবিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। কলহংস কহিল, আমাদিগের ভাগ্যে কি এমন ঘটিবে? মাধব উত্তর দিলেন, "তাহাতে কোন সন্দেহ করিতে হইবে না।"

অনন্তর কামন্দকী, মকরন্দ ও লবঙ্গিকা প্রস্থানের চেষ্টা করিলে, অমাত্যকুমারী বলিলেন, "প্রিয়সখি! তুমিও কি যাইবে?" তিনি, ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "হাঁ আমাদিগের এখন এই পথ।" এই বলিয়া তাঁহারা মহাসমারোহে অমাত্যভবনে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর মাধব প্রিয়তমার রোমাঞ্চিত ও ঈষৎস্বিন্ন আরক্ত করকমল করে ধারণ করিয়া পশ্চাৎদ্বার দিয়া তরু-গহনে প্রবেশিলেন! যাইতে যাইতে দেখিলেন, বনভূমি তাল, তমাল, রসাল প্রভৃতি তরুশ্রেণীতে অতি রমণীয়। গুবাকতরু পরিণত ফলভরে অবনত, তাম্বুলীলতা তাহাকে অবলম্বন করিয়া উঠিয়াছে। রসাল পাদপ সকল ফলস্তবকে বিনম্র; কেনই না হইবে, সজ্জনের সমৃদ্ধিকালে প্রায়ই ঔদ্ধত্য থাকে না। কোন কোন বৃক্ষ বিকসিত ও নতশিরা হইয়া কুসুম বর্ষণ করিতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক ভূতধাত্রী জননীর অর্চ্চনা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে সুদৃশ্য নিকুঞ্জকানন, লতাজালে কুসুমমালা ও নবকিসলয় প্রাদুর্ভূত হইয়া আছে। অভ্যন্তরে বিহগকুলের শ্রুতিমধুর নিনাদ হইতেছে। তাঁহারা ঐ সমস্ত দেখিতে দেখিতে বৃক্ষবাটিকায় পৌছিলেন এবং তথায় অবলোকিতার উপদেশানুসারে পাণিগ্রহণ ব্যাপার সমাধান করিয়া অভিমত প্রিয়সমাগম লাভে উভয়েই পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মালতীমাধব।

সপ্তম অঙ্ক।

এ দিকে নন্দন নিরূপিত লগ্নানুসারে নৃপতি সমভিব্যাহারে বিবাহোচিতবেশ পরিগ্রহ করিয়া অমাত্যভবনে উপনীত হইলেন। নন্দন মালতীনেপথ্যদর্শনে প্রতারিত হইয়া মালতীবেশী মকরন্দের পাণিগ্রহণ করত আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বোধ করিলেন। মকরন্দ কামন্দকীর কৌশলক্রমে অনায়াসে অমাত্য আবাসে সংগোপিত রহিলেন। পরদিন বরবধূ নন্দনভবনে নীত হইল। পরিব্রাজিকা, বুদ্ধরক্ষিতা ও লবঙ্গিকার প্রতি মকরন্দের ভার দিয়া নন্দনকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে প্রস্থান করিলেন। অপরাহ্লে নন্দন কুসুমশরের প্রবর্ত্তনাপরতন্ত্র হইয়া মালতীর গৃহে প্রবেশিলেন। কিন্তু কপট মালতী নবোঢ়াসুলভ লজ্জাব্যাজে তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। নন্দন পাদবন্দন পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন, তথাপি অনুকূল হইলেন না। পরিশেষে বল প্রকাশ করিতে উদ্যুক্ত হইলে, মকরন্দ তাঁহাকে প্রহার করিলেন। নন্দন ঈদৃশ বিসদৃশ ব্যবহার দর্শনে অসন্তোষ ও রোষ ভরে দুঃখিত ও প্রস্ফুরিতনয়ন হইয়া কহিলেন, "তুই কৌমার বন্ধকী; আমার তোয় প্রয়োজন নাই।" এই বলিয়া শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়া বাসভবন হইতে বহিঃ প্রস্থান করিলেন।

নববধূর আগমনে নন্দনসদনে অকালে কৌমুদী মহোৎসব প্রবৃত্ত হইল। প্রদোষসময়ে সকল লোক ঐ আমোদে ব্যস্ত। তখন বুদ্ধরক্ষিতা, এই সুযোগে মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার সংযোজনার নিমিত্ত মদয়ন্তিকা সমীপে যাইল এবং নববধূর দুঃশীলতাদি সমস্ত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিল। তিনি শুনিবা মাত্র যার পর নাই বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সখি! সত্য সত্যই কি মালতী আমার ভ্রাতাকে কোপিত করিয়াছে? কি অন্যায়! তবে চল, গিয়া বামশীলা মালতীকে ভর্ৎসনা করিয়া আসি।" এই বলিয়া দুজনে নববধূর মন্দিরে চলিলেন। ও দিকে মকরন্দ লবঙ্গিকাকে জিজ্ঞাসিলেন, "লবঙ্গিকে! ভগবতী বুদ্ধরক্ষিতাকে যে যে কৌশল বলিয়া দিয়াছেন, তাহা কি ফলিবে" সে উত্তর করিল, "সন্দেহ কি? অধিক কি, এই যে চরণসঞ্চারে মঞ্জীরশিঞ্জিত শুনিতেছি, ইহাতে বোধ হয়, তোমার দুঃশীলতাস্থলে বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকাকে এখানে আনিতেছে। এখন তুমি নিদ্রিতের ন্যায় উত্তরীয় বসনে প্রচ্ছন্ন থাক আমি তাহার ভাব পরীক্ষা করি।" এই কথা শুনিয়া মকরন্দ তথাভূত থাকিলেন। লবঙ্গিকা পার্শ্বে উপবিষ্ট রহিল।

মদয়ন্তিকা বুদ্ধরক্ষিতার সহিত বাসভবনের দ্বারে গিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "লবঙ্গিকে! জান দেখি, তোমার প্রিয়সখী নিদ্রিত, কি জাগরিত?" সে উত্তর করিল "সখি! আইস, মালতী অনেক ক্ষণ বিমনা ছিলেন, এই মাত্র একটু ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া তন্দ্রাগত হইয়াছেন, এখন আর জাগা-

হইও না। আস্তে আস্তে এই শয্যোপান্তেই বস।" তিনি বসিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "সখি! বামশীলা মালতী এত বিমনা কেন, বলিতে পার?" সে বলিল, "আহা! তোমার ভ্রাতা যে নববধূবশীকরণে নিপুণ, যে প্রণয়ী এবং যে সুচতুর মধুরভাষী, এমন সুরসিক স্বামিসমাগমে আমার প্রিয়সখী বিমনা না হইবেন কেন?" মদয়ন্তিকা শুনিয়া বলিল, "বুদ্ধরক্ষিতে! উল্ট দেখিলে; আবার আমরাই যে তিরস্কৃত হই?" বুদ্ধরক্ষিতা কহিল, "সখি! উল্ট নয়। কেন না, মালতী চরণপতিত স্বামীকে যে প্রিয়সম্ভাষণ করেন নাই, সে কেবল লজ্জাকৃত; এ দোষে সে অপরাধিনী হইতে পারে না। কিন্তু প্রিয়সখি! নববধূবিরুদ্ধ সাহসাদি দর্শনে তোমার ভ্রাতা মনের বিরাগে যে তিরস্কার করিয়াছেন, তাহাতে তোমাদিগকে দোষী বলিলেও বলা যায়। দেখ শাস্ত্রকারেরা কহিয়া থাকেন, "স্ত্রীজাতি, কুসুম সদৃশ, অজাতবিশ্বাস পুরুষেরা সুকুমার ব্যবহার করিলে তাহারা সুখসামগ্রী হয়, অন্যথা সহসা বিরসা হইয়া উঠে।" তখন লবঙ্গিকা গলদশ্রুলোচনে বলিল, "সখি! দেখ, সকলেই কুলকুমারীর করগ্রহণ করিয়া থাকে, কিন্তু কেহই সমধিক লজ্জাশীলা মুগ্ধস্বভাবা নিরীহা কুলবালাকে প্রহার করিব বলিয়া বাতানলে প্রজ্জ্বলিত করে না। এ সকল দুঃখশূল চিরস্মরণীয় ও দুঃসহ, এই নিমিত্তই পতিগৃহ নিবাসে বিরাগ জন্মে ও এই নিমিত্তই স্ত্রীজন্ম আত্মীয় স্বজনের বড় ঘৃণাস্পদ। আহা! স্ত্রীজন্ম যেন আর না হয়। দেখ, একটি দিনের জন্যও তাহাদিগের

স্বাধীনতা সুখ নাই। বাল্যে পিতা মাতার, যৌবনে পরিণেতার ও তৎপরে পুত্রের বশবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়। এইরূপে যাহারা দুর্মোক্ষ চিরপরাধীনতাপিঞ্জরে বদ্ধ, তাহাদিগের সংসারে আর সুখ কি? আজন্ম পরানুবৃত্তিব্রতে ব্রতী থাকিলে সমস্ত সুখই দক্ষিণা দিতে হয়। অন্ন পানই হউক, বা সুখ দুঃখই হউক, কিংবা হাস্য রোদনই হউক, নারীর সকলেই পরায়ত্ত। কি আচার ব্যবহার. কি সামাজিক ব্যবস্থা. কি দুর্ভেদ্য শাস্ত্রশাসন যিনি যত পারিয়াছেন, কেহই অবলার্গণের প্রতি কঠিন শাসন করিতে ত্রুটী করেন নাই। এই সমস্ত অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশ্যতাবশতঃ অবলাগণ, নয়ন থাকিতেও অন্ধ, শ্রবণ থাকিতেও বধির, রসনা থাকিতেও মূক ও অরসজ্ঞ, চরণ থাকিতেও পঙ্গু এবং বুদ্ধি থাকিতেও পশুবৎ হইয়াছে। স্বামিকৃত সমাদর ও প্রেমই তাহাদিগের ঐ সকল ক্লেশতমোরাশির অপ্রতিহত আলোক, সন্দেহ নাই। অনন্যগতি স্ত্রীজাতি যদি সেই পতি সৌভাগ্যেই বঞ্চিত হয়, তবে কেবল তাহার জীবন বিড়ম্বনা মাত্র।

মদয়ন্তিকা জিজ্ঞাসিলেন, বুদ্ধরক্ষিতে! প্রিয়সখী লবঙ্গিকাও অত্যন্ত উপতাপিতা, আমার ভ্রাতা কি কোন গুরুতর বাক্যাপরাধ করিয়াছেন? সে বলিল হাঁ শুনিলাম, বলিয়াছেন, 'তুই কৌমার বন্ধকী, আমার তোর প্রয়োজন নাই।' মদয়ন্তিকা শুনিয়া কর্ণে হস্তার্পণ করিলেন এবং লজ্জিত হইয়া কহিলেন, ওঃ কি অন্যায়! কি প্রমাদ! সখি লবঙ্গিকে! এখন

তোমাকে মুখ দেখাইতেও লজ্জা হইতেছে। যাহা হউক, এখন একটা মন্ত্রণা আছে। লবঙ্গিকা কহিল, বল, অবহিত আছি। তখন তিনি কহিলেন, সখি! আমার ভ্রাতার দুঃশীলতা প্রভৃতি দোষ থাকুক, তথাপি তিনি তাহার ভর্ত্তা, যেমনই হউন না কেন, তোমাদিগকে তাঁহার মতের অনুসরণ করিতেই হইবে। আর আমার ভ্রাতা স্ত্রীজাতির অতীব নিন্দাকর যে অপবাদ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তোমারা যে তাহার মূল জান না তাহা নয়। লবঙ্গিকা বলিল, সখি! এ কথা কোথা হইতে উঠিল, আমরা কিছুই জানি না। তিনি কহিলেন, জানিবা না কেন? মালতীর সেই মহানুভাব মাধবের প্রতি যে সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ অনুরাগ প্রবাদ হইয়াছিল, এ তাহারই ফল। যা হউক, প্রিয়সখি! এখন যাহাতে ভ্রাতার হৃদয় হইতে ঐ অভিনিবেশ নিরবশেষ উন্মূলিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হও, নতুবা বড় দোষ। দেখ কুমারীগণের ত কিছুতেই ভয় নাই, ওরূপ প্রবাদে পুরুষের মনে অবশ্যই তাপ জন্মিতে পারে। অতএব সাবধান। আর আমি যে বলিলাম, ইহা যেন ব্যক্ত না হয়। লবঙ্গিকা বলিল সখি! তুমি বড় অসাবধান, বৃথা লোকাপবাদেও আস্থা কর, সুতরাং আমি আর তোমার সহিতও কথা কহিতে চাই না। তিনি বলিলেন, সখি! ক্ষমা কর, আর ঢাকিতে হইবে না। মালতী মাধবগতপ্রাণা, আমরা কি তা সত্য সত্যই জানি না? যখন বিরহ

বেদনায় মালতীর শরীর কৃশ ও পরিণত কেতকী-কুসুমের ন্যায় ধূষর হইয়াছিল, যখন মাধবের কর-কমলকলিত বকুলাবলীই জীবিতের অবলম্বন হইয়াছিল; এবং যখন মাধবেরও শরীর প্রাতশ্চন্দ্রের ন্যায় ধূষর ও নিরুজ্জ্বল হইয়াছিল, তখন তাহা কে না দেখি-য়াছে? আর সে দিন কুসুমাকর উদ্যানের পথে পরস্পর মিলন হইলে, উভয়েরই লোচন বিলাসে উল্লসিত কৌতুকে উৎফুল্ল ও চারুতারায় বিরা-জিত হইয়া যেন অনঙ্গোপদেশে নৃত্য করিয়াছিল, আমি কি তাহা লক্ষ্য করি নাই? আর যখন আমার ভ্রাতার সহিত বিবাহের নির্ণয় শুনিলেন, তখন দুই জনেরই ধৈর্য্য বিলুপ্ত শরীর ম্লান এবং যেন হৃদয়ের মূলবন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল; আমরা কি তাহা বুঝিতে পারি নাই? হাঁ আরও মনে হইল। মালতী মদীয় প্রাণ প্রদায়ী সেই মহানুভাবের চেতনাপ্রাপ্তির প্রিয় সংবাদ প্রদান করিলে, ভগবতীর বচন কৌশলে মাধব, মনঃ ও প্রাণ পারিতোষিক কল্পনা করিয়া মালতীকে স্বয়ং গ্রহণ করিতে কহিলেন; তখন লবঙ্গিকে! তুমিই বলিয়াছিলে, "প্রিয়সখীর এই পারিতোষিকই অভীষ্ট।" এখন সে সব কথা কি মনে নাই?

তখন লবঙ্গিকা যো পাইয়া তাঁহার হৃদয়হ্রদে অব-গাহন করিবার নিমিত্ত জিজ্ঞাসিল সখি! তোমার জীবনপ্রদ সে কোন্ মহানুভাব? তিনি কহিলেন, মনে নাই, সেই দিন আমি সাক্ষাৎ কালোনাম বিকট

শার্দ্দূলের আক্রমণে পতিত হইয়া অনাথা ও অশরণা হই, যে জীবনদাতা অকারণবন্ধু তখনই সন্নিহিত হইয়া আমাকে নিজ ভুজপিঞ্জরে নিক্ষিপ্ত করিয়া সকল ভুবনের সারভুত নিজ দেহ, উপহার পূর্ব্বক আমাকে রক্ষা করিয়াছেন, দৃঢ় দশন প্রহারে যাঁহার বিশাল মাংসল বক্ষঃস্থল বিদারিত হইয়াছিল, দর্ দর্ করিয়া রুধির ধারা বহিয়াছিল কেবল তিনি করুণা রসে আর্দ্র হইয়া আমার নিমিত্ত দুষ্ট শার্দ্দুলের নখকুলিশ প্রহার সহ্য করিয়া সেই নৃসংশের সংহার করিয়াছেন তাঁহারই কথা বলিতেছি। লবঙ্গিকা কহিল হাঁ মকরন্দ। তিনি আনন্দিত ও ব্যগ্র হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, প্রিয়সখি! কি কি, কি বলিলে? লবঙ্গিকা "শুন নাই মকরন্দ!" এই বলিয়া তাঁহার শরীরে করার্পণ করত পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, সখি। আমাদের মাধবানুরাগের বিষয় যে কথা বলিলে, তাহাতে নিরুত্তর হইলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তুমি বিশুদ্ধ স্বভাবা কুলকুমারী, মকরন্দের নাম গ্রহণ মাত্র তোমার শরীর অবশ ও বিকসিত কদম্বকুসুমের ন্যায় রোমাঞ্চিত হইল কেন? তিনি শুনিয়া অতীব লজ্জিত হইলেন এবং কহিলেন, সখি! আমাকে উপহাস কর কেন? যে আত্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি আমার কৃতান্তকবলিত জীবিত প্রত্যানয়ন দ্বারা গুরুতর উপকারী, কথা প্রসঙ্গেও তাদৃশ মহানুভাবের নাম গ্রহণে ও স্মরণে, আমার শরীর সুশীতল হয়। প্রিয়সখি! যখন তিনি গাঢ় প্রহারে

বিচেতন, তাঁহার শরীরে স্বেদসলিল প্রবাহিত, ভূতলে অসিলতা বিগলিত মোহে নয়নযুগল নিমীলিত তখন তিনি কেবল মদয়ন্তিকার নিমিত্তই দুর্লভ জীবনযাত্রা সম্বরণে প্রস্তুত ছিলেন, আপন চক্ষেইত দেখিয়াছ, এই বলিতে বলিতে তাঁহার শরীরে বিবিধ সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তখন বুদ্ধরক্ষিতা বলিল, লবঙ্গিকে! প্রিয়সখীর মনের ভাব শরীরেই ব্যক্ত করিতেছে, আর জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন কি? মদয়ন্তিকা কৃত্রিম কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, যাও, দূর হও; আর তোমার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রহস্য উদ্ভেদ করিতে হইবে না। তখন লবঙ্গিকা কহিল, সখি মদয়ন্তিকে! আমরা যাহা জানিবার, তা জানি, ক্ষমা কর, আর ছলে কাজ নাই, এস প্রণয়গর্ভ কথাপ্রসঙ্গে সুখে কালক্ষেপ করি। শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে সম্মত হইলেন।

তখন লবঙ্গিকা জিজ্ঞাসিল, সখি! তোমার এই গাঢ় অনুরাগ, কি রূপে কাল কাটে বল দেখি। তিনি কহিলেন, শুন; প্রথমতঃ বুদ্ধরক্ষিতার মুখে পরোক্ষ-গুণানুবাদ শ্রবণেই তাঁহার প্রতি অতিমাত্র অনুরাগ জন্মে, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত মনে দিন দিন কৌতুক ও উৎকণ্ঠা হইতে লাগিল। অনন্তর বিধি-নিয়োগবশতঃ সে দিন দর্শন পাইয়া অবধি দুর্ব্বার দারুণ মদনসন্তাপে ও মনের উদ্বেগে জীবন গতকল্পা হইয়াছিল, এত দুঃসহ যাতনা যে, সখিজনেরাও

আমার ভাব দেখিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল। মধ্যে মধ্যে বুদ্ধরক্ষিতার আশ্বাস বচনে যে বলবতী দুরাশা জন্মে, সেই একমাত্র আসন্ন মৃত্যুর বিরোধিনা। এই রূপে দশাপরিবর্ত্তন অনুভব করিয়াছি। কখন কখন, স্বপ্ন সমাগমে তাঁহার দর্শন পাই, তখন বোধ হয়, যেন তিনি কত কথাই কহিতেছেন ও কতই অনির্ব্বচনীয় সুখে কালক্ষেপ করিতেছি। এইরূপে অশেষ সুখ সম্ভোগ করিয়া আবার তখনই চৈতন্যোদয় হয়। অমনি সংসার শূন্য ও অরণ্যের ন্যায় বোধ হয়। এইরূপে এই অনাথা হতভাগিনী কাল যাপন করে। লবঙ্গিকা পরিহাস করিয়া কহিল, সখি! সত্য করিয়া বল, যখন তোমার ঐ সমস্ত ভাবোদয় হয়, তখন পরিজনের অজ্ঞাতসারে শয্যৈক দেশে প্রচ্ছন্ন বেশে তোমার অভীষ্ট বস্তু রাখিয়া বুদ্ধরক্ষিতা স্মিতবিকসিত নয়নভঙ্গী দ্বারা কি উহা দেখাইয়া দেয়, না কেবল ভবোদয় মাত্র? তিনি কৃত্রিম কোপ পূর্ব্বক কহিলেন, অসম্বন্ধ কথা লইয়া পরিহাস করা তোমার রোগ; যাও, আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিব না। বুদ্ধরক্ষিতা উত্তর করিল, সখি মদয়ন্তিকে! জান না, মালতীর প্রিয়সখীদিগেরই ঐ সকল মন্ত্রণা ভালরূপ আইসে। লবঙ্গিকা বলিল, আর মালতীকে, উপহাস কর কেন? তখন বুদ্ধি-রক্ষিতা পুনরায় জিজ্ঞাসিলেন, সখি! যদি বিশ্বাস করিয়া মনের কথা বল, তবে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলিলেন, সখি! কখন কি

কোন অবিশ্বাসের কর্ম্ম করিযাছি, তাই ও সব কথা বলিতেছ? এখন তুমি ও লবঙ্গিকাই আমার জীবন, যাহা বলিবার বল। বুদ্ধরক্ষিতা বলিল, যদি মকরন্দ আবার কোনরূপে নেত্রপথে পতিত হয়, তবে তুমি কি কর? তিনি বলিলেন, তবে তাহার এক এক অবয়বে, লোচনকে চিরনিশ্চল রাখিয়া সুশীতল করি। সে পুনরায় জিজ্ঞাসিল, যদি আবার সেই পুরুষোত্তমও কুসুমশরপ্রেরিত হইয়া, কন্দর্পজননী রুক্মিণীর ন্যায়, তোমাকে, স্বয়ং গ্রহণ পূর্ব্বক সহধর্ম্মচারিণী করেন, তাহা হইলেই বা কি হয়? তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, কেন আর আমাকে অলীক আশ্বাস দিয়া প্রতারিত কর? তখন লবঙ্গিকা কহিল, আর বলিতে হইবে না। দীর্ঘ নিঃশ্বাসই মনোরথের পরিচয় দিয়াছে। মদয়ন্তিকা বলিলেন, সখি! যখন তিনি প্রাণপণ করিয়া দুষ্ট শার্দ্দূলের কবল হইতে ইহা রক্ষা করিয়াছেন, তখন আমি এ দেহের কে? এ তাঁহারই। লবঙ্গিকা শুনিয়া "এ কথা মহানুভাবের অনুরূপ" এই বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধরক্ষিতা বলিলেন, যেন ইহা মনে থাকে।

এইরূপ কথোপকথনে রাত্রি দুই প্রহর হইল। প্রহর বিচ্ছেদ সূচক বাদ্যধ্বনি শুনিয়া মদয়ন্তিকা বলিলেন, আমি যাই। গিয়া ভ্রাতাকে দু কথা বলিয়াই হউক, বা পায়ে পড়িয়াই হউক, মালতীর উপরি অনুকূল করি। এই বলিয়া যেমন গাত্রোত্থান করিবেন,

অমনি মালতীবেশী মকরন্দ মুখাবরণ উদঘাটন করিয়া তাঁহার হস্ত গ্রহণ করিলেন। তখন মদয়ন্তিকা, সখি মালতি! নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে? এই বলিয়া মুখাবলোকন করিবামাত্র অন্যবিধ লোক দেখিয়া চকিত ও স্তব্ধ হইলেন। মকরন্দ কহিলেন, সুন্দরি! ভয় কি? তুমি এই মাত্র যাহার প্রতি প্রণয়ানুগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলে, সেই এই পরিচিত ব্যক্তি উপস্থিত। তখন বুদ্ধরক্ষিতা মদয়ন্তিকার চিবুক উন্নত করিয়া কহিলেন, সখি! সহস্র সহস্র বাসনা দ্বারা যাহাকে প্রণয় ব্রতে বরণ করিয়াছে, এ সেই প্রিয়তম। অমাত্যভবনের সমস্ত লোকজন প্রসুপ্ত। রজনী গাঢ় তিমিরে আবৃত। এ সুবিধায় পূর্ব্বোপকারের কৃতজ্ঞতার সমুচিত কর্ম্ম কর; আভরণাদি উন্মোচন কর; চল, নিঃশব্দে গমন করি। তিনি কহিলেন, কোথা যাইবে? সে বলিল ইতিপূর্ব্বে মালতী যেখানে গিয়াছে। তখন বুদ্ধরক্ষিতা পুনর্ব্বার কহিলেন, সখি! মনে কর, এই মাত্র বলিয়াছ, "আমি এ দেহের কে?" শুনিয়া মদয়ন্তিকার লোচনে আনন্দাশ্রু বিনির্গত হইতে লাগিল। বুদ্ধরক্ষিতা ইহাকেই আত্মসমর্পণের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিল।

তখন মকরন্দ সহর্ষমনে কহিলেন, অদ্য আমি সমধিক সৌভাগ্যশালী! আমার যৌবনতরু এখন ফলিত হইল; যে হেতু ভগবান্ অনঙ্গদেব অনুকূল হইয়া আমাকে চরিতার্থ করিলেন। অতএব চল,

আমরা এই পার্শ্বদ্বার দিয়া বহির্গত হই। এই বলিয়া তাঁহারা কয়েক জন প্রস্থান করিলেন। দেখিলেন, নিশীথ সময়ে নগরী স্তব্ধ; রাজমার্গ জনশূন্য; মধ্যে মধ্যে গৃহের অভ্যন্তর হইতে আলোক নির্গত হইতেছে। গগনমণ্ডল নক্ষত্র মালায় সুশোভিত; দেখিলে বোধ হয়, যেন পৃথিবীর উপরিভাগে উজ্জ্বল হীরকখণ্ড খচিত নীলচন্দ্রাতপ প্রসারিত রহিয়াছে। তরুসকল যেন পত্রের অভ্যন্তরে বিলীন। পক্ষিগণ নীরব, সমস্ত জীবগণ নিদ্রিত। বোধ হয় যেন বসুমতী প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ড তাপে দগ্ধ হইয়া তমোময় ছায়ায় সুসুপ্ত আছেন। নগরপালগণ বদ্ধপরিকর ও সতর্ক হইয়া স্ব স্ব অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক নগর রক্ষা করিতেছে। তাঁহারা এই রূপ দেখিতে দেখিতে ভয়চকিত চিত্তে চলিতে লাগিলেন।

মালতীমাধব।

অষ্টম অঙ্ক।

মাধব ও মালতী পরিণীত হইয়া কামন্দকীর আশ্রমে ছিলেন। মালতী প্রিয়সমাগম লাভে প্রীত ছিলেন, কিন্তু প্রিয়সহচরী লবঙ্গিকার বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। কাহাকেও কিছুই বলেন না; কিছুতেই আহ্লাদ আমোদ প্রকাশ করেন না। মাধব ও অবলোকিতা তাঁহার মনস্তাপের তত্ত্ব উদ্ভেদ করিতে পারিলেন না। ঐ দিন গ্রীষ্মতাপ শান্তির নিমিত্ত তাঁহারা সায়ন্তন স্নান করিয়া দীর্ঘিকাতটে শিলাতলে যামিনীযোগে উপবেশন করিয়া আছেন। ক্রমে ক্রমে নিথশী সময় সমাগত। তখন পূর্ব্ব দিকে চন্দ্রোদয়ের লক্ষণ হইল। গাঢ় তিমিরে চন্দ্রাতপ পতিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন গগনতলে পবন বেগে ঘনতর কেতকরজঃ প্রসারিত হইতেছে। তখন মাধব ভাবিলেন, কি করি, কিসেই বা বামশীলা মালতীর মনস্তুষ্টি হয়; যাহা হউক, কিছু অনুনয় করিয়া দেখি; এই বলিয়া বিনীতভাবে কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি সায়ন্তন স্নানে সুশীতল, আমি নিদাঘ শান্তির নিমিত্ত যাহা বলি তাহাতেই অন্যথা সম্ভাবনা কর কেন? অয়ি নিরনুরোধে! প্রসন্ন হও। অথবা তোমার প্রসন্নতা লাভ দূরে

থাকুক, এমন কি অপ্রিয় করিয়াছি, বল, যাহাতে আলা-পেরও পাত্র না হইতে পারি। মলয়ানিল ও চন্দ্রাতপে আমার শরীর চিরদগ্ধ, তাহা যে নির্ব্বাপিত হইবে, এমন ভাগ্যই নহে। কিন্তু প্রমত্ত কোকিলরবে আমার শ্রুতি-যুগল ব্যথিত, হে কিন্নরকণ্ঠি! এক্ষণে তোমার বচন-সুধাপানে পরিতৃপ্ত হউক, এই মাত্র প্রার্থনা। অবলো-কিতা কহিল, অয়ি বামশীলে! মাধব মুহূর্ত্ত মাত্র অন্তরিত হইলে বিমনা হইয়া বলিতে, "আর্য্যপুত্রের এত বিলম্ব কেন? আবার কখন আর্য্যপুত্রকে দেখিব। এবার দর্শন পাইলে নিঃশঙ্ক ও নির্নিমেষ নয়নে অবলোকন করিব ও প্রিয়সম্ভাষণাদি দ্বারা প্রীতি জন্মাইব।" এক্ষণে কি সে সমুদয় বিস্মৃত হইয়া তাঁহার উপর এই বিসদৃশ ব্যবহার করা উচিত? মালতী শুনিয়া সাস্রলোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মাধব অবলোকিতার বচন কৌশল শুনিয়া ভাবিলেন, আহা! ভগবতীর প্রধান শিষ্যার কি বাক্‌চাতুরী এবং বচনরত্নকোষই বা কি অক্ষয়।

পরে অমাত্যতনয়াকে কহিলেন, প্রিয়ে! অবলোকি-তার কথা অন্যায় কি? তোমাকে অবলোকিতা ও লব-ঙ্গিকার দিব্য, যদি মনস্তাপের কথা প্রকাশ করিয়া না বল। তখন মালতী, না আমি কিছু—এই মাত্র বলিতেই লজ্জায় স্তব্ধকণ্ঠী হইলেন, লোচন হইতে বারিধারা ক্ষরিতে লাগিল। মাধব প্রথমতঃ প্রিয়ার অর্দ্ধস্ফুট চারু বচন শ্রবণে শাতিশয় প্রীত, পরে রোদন দর্শনে বিস্মিত হইয়া বলি-লেন, অবলোকিতে! এ কি! বাষ্পজলে কুরঙ্গলোচনার

বিমল কপোলতল প্রক্ষালিত হইতেছে, তাহাতে জ্যোৎস্না যোগে বোধ হইতেছে, যেন চন্দ্র কান্তিসুধা পান করিবার আশয়ে কিরণরূপ নল সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অবলোকিতা ব্যগ্রচিত্তে জিজ্ঞাসিল, সখি! অশ্রুমোচন ও রোদন করিতেছ কেন? তখন তিনি গোপনে বলিলেন, সখি! আর কত কাল প্রিয়সখী লবঙ্গিকার বিরহ দুঃখ সহ্য করিব! এক্ষণে তাঁহার সংবাটিও দুর্লভ। তখন মাধবও মনস্তাপের হেতু জানিয়া বলিলেন, আমি এই মাত্র কলহংসকে প্রেরণ করিয়াছি। বলিয়া দিয়াছি, প্রচ্ছন্নবেশে নন্দনভবনে যাইয়া সংবাদ লইয়া আইস। এই বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন।

অনন্তর মাধব জিজ্ঞাসিলেন, অবলোকিতে! আহা মদয়ন্তিকার প্রতি বুদ্ধরক্ষিতার প্রযত্ন কি সফল হইবে। সে বলিল! তাহার সংশয় কি? শার্দ্দূলপ্রহারে বিচেতন মকরন্দের মোহবিরামের প্রিয় সংবাদে আপনি মালতীকে মন প্রাণ পারিতোষিক দিয়াছেন, এক্ষণে যদি কেহ মকরন্দের মদয়ন্তিকাপ্রাপ্তি প্রিয় সংবাদ দেয়, তবে তাহাকে আর কি পারিতোষিক দিবেন? হাঁ এ কথা বলিতে পার। এই বলিয়া মাধব নিজ হৃদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কেন এই ত, আমার গ্রথিত বলিয়া, প্রিয়তমা যা যত্ন পূর্ব্বক সহচরী দ্বারা আনীত ও কণ্ঠলম্বন দ্বারা সংকৃত করিয়াছেন, পাণিগ্রহণ সময়ে আমাকে লবঙ্গিকা জানিয়া জীবনসর্ব্বস্ব বলিয়া সমর্পণ করিয়াছেন এবং প্রিয়তমার প্রথম দর্শনজনিত বিকারের সাক্ষী; এ সেই

মদনোদ্যানের আভরণভূত বকুলতরুর কুসুমমালা ; ইহাই পারিতোষিক হইবে। ইহা অপেক্ষা মহামূল্য সামগ্রী আর কি ? তখন অবলোকিতা বলিল, সখি মালতি ! এ বকুলমালা তোমার বড়ই প্রিয়সামগ্রী ; সাবধান, যেন সহসা পরের হস্তগত না হয়। অমাত্যনন্দিনী শুনিয়া তদীয় হিতোপদেশে অবহিত রহিলেন।

ইত্যবসরে পদশব্দ শুনিয়া সকলে সেই দিকে দৃষ্টি ক্ষেপ করিলেন। দেখিলেন, কলহংসের সহিত মদয়ন্তিকা, লবঙ্গিকা ও বুদ্ধরক্ষিতা। দর্শনমাত্র মন্ত্রিদুহিতা হৃষ্টচিত্তে মদয়ন্তিকা প্রাপ্তি সংবাদ দিলেন। মন্ত্রিপুত্রও তৎক্ষণাৎ নিজকণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া সহর্ষচিত্তে প্রিয়ার কণ্ঠে সেই মালা পরাইয়া দিলেন। বুদ্ধরক্ষিতা পরিব্রাজিকার কার্য্যভার সিদ্ধ করিয়াছেন, দেখিয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। মালতী প্রিয়সখী লবঙ্গিকার দর্শন পাইলেন বলিয়া পুলকিত হইতে লাগিলেন। অভ্যর্থনার নিমিত্ত সকলে দণ্ডায়মান হইলেন। ইতিমধ্যে তাহারা চকিত ও ভীতবেশে সমীপে উপস্থিত হইল। লবঙ্গিকা শশব্যস্ত হইয়া কহিল, মহাশয়। রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ; আসিতে আসিতে অর্দ্ধপথে নগররক্ষী পুরুষেরা মকরন্দকে আক্রমণ করিয়াছে। ঐ সময়ে সহসা সমাগত কলহংসের সহিত তিনি আমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিলেন। কলহংসও কহিল মহাশয় ! আমরা এ দিকে আসিতে আসিতে যে মহান্ যুদ্ধকলরব শুনিলাম, তাহাতে বোধ হয়, যেন তথায় পরকীয় সৈন্যও সমবেত হইয়া

থাকিবে। হায়! এককালে হর্ষ ও বিষাদ দুই উপস্থিত, এই বলিয়া মালতী অত্যন্ত বিষণ্ণা হইলেন।

মাধব স্বাগত প্রশ্নানন্তর বলিলেন, এস মদয়ন্তিকে! আমাদিগের গৃহ অলঙ্কৃত কর'। তুমি তাদৃশ মহাপ্রভাবের পরাভবশঙ্কায় কাতর হইও না। মকরন্দের বিক্রম মনে করিয়া দেখ। একাকীর বহু শত্রু সমাগম, এই ভাবিয়াই কি তুমি উদ্বিগ্ন হইতেছ? বয়স্যের এ কিছুই নয়। দেখ, গজযুদ্ধে প্রবৃত্ত অতুলবলশালী সিংহ অবলীলাক্রমে যখন মত্ত গজরাজের মস্তকাস্থি দলিত করে, তখন সে কাহার সাহায্য পায়? সে সময়, খরনখরালঙ্কৃত নিজ করই তাহার একমাত্র সহায়। তোমার ভয় কি? তিনি নিজ বিক্রমের অনুরূপ কার্য্য করিতেছেন, এই আমিও যাইয়া তাঁহার সহায়তা করি, এই বলিয়া সুসজ্জ হইয়া কলহংসের সহিত সগর্ব্বে ও উদ্ধতবেশে মকরন্দোদ্দেশে ধাবমান হইলেন। অবলোকিতা প্রভৃতি সকলেই বলিলেন, আহা, ইঁহারা সকলে নাকি অক্ষতশরীরে প্রত্যাগমন করিবেন! মালতী ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, সখী বুদ্ধরক্ষিতে! সখি অবলোকিতে! তোমরা ত্বরায় গিয়া ভগবতীর নিকট উপস্থিত বিপদের সংবাদ দাও; আর প্রিয়সখি লবঙ্গিকে! তুমি শীঘ্র যাইয়া আর্য্যপুত্রকে বল, "যদি আমরা তোমাদিগের অনুকম্পনীয়া হই, তবে যেন বিক্রমপ্রকাশের সময় একটু সাবধান হইয়া চলেন।" এই কথা শুনিয়া তাহারা তিন জনে স্ব স্ব নিয়োগে প্রস্থান করিল। মন্ত্রিসুতা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, লবঙ্গিকা এত বিলম্ব করিতেছে

কেন? এত বেলা গেল, তবু যে প্রত্যাগত হইল না; কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। প্রিয়সখি মদয়ন্তিকে! আমি লবঙ্গিকার প্রত্যাবর্ত্তন পথে যাইয়া দেখি। এই বলিয়া একাকিনী চলিলেন।

অঘোরঘণ্টশিষ্যা কপালকুণ্ডলা এ পর্য্যন্ত পূর্ব্বাপকার বিস্মৃত হয় নাই। সে মাধবকে প্রতিফল দিবার নিমিত্ত নিয়ত ছিদ্রান্বেষণ করিতেছিল, এক্ষণে মালতীকে একাকিনী ও অনাথা পাইয়া "আঃ পাপিনি থাক্, কোথা যাইস্?" বলিয়া সহসা আক্রমণ করিল। মালতী, "আর্য্যপুত্র!" বলিয়া সম্বোধন করিবেন, ইতিমধ্যে বাক্যস্তব্ধ হইল। তখন কপালকুণ্ডলা প্রগল্‌ভবচনে কহিল, ডাক্ ডাক্; তপস্বি-হন্তা, কন্যাচোর তোর সে প্রিয় কোথায়? আসিয়া রক্ষা করুক। আমার গ্রাসে পড়িয়াছিস্, আর পলায়ন চেষ্টা বৃথা। শ্যেনপক্ষী পতিত হইলে, আর কি বনপক্ষিণীর পলাইবার যো থাকে? আয়, এখন তোকে শ্রীপর্ব্বতে লইয়া গিয়া দগ্ধমরণা করি, এই বলিয়া মালতীকে হরণ পূর্ব্বক কপালকুণ্ডলা প্রস্থান করিল।

সহসা মদয়ন্তিকার দক্ষিণ লোচন নৃত্য করিয়া উঠিল। তখন তিনি সাতঙ্কমনে কহিলেন, জানি না কি বিপদ ঘটিবে। যাই, আমিও মালতীর অনুগমন করি, এই ভাবিয়া "প্রিয়সখি মালতী!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে চলিলেন। ইতিমধ্যে লবঙ্গিকা আসিয়া বলিল, সখি! মালতী নই, আমি যে লবঙ্গিকা। তিনি জিজ্ঞাসিলেন, কেমন লবঙ্গিকে! মহানুভাবকে যাহা বক্তব্য, বলিয়া

আসিয়াছ? সে উত্তর করিল, না না, বলিব কি? তিনি উদ্যানের বহির্গত হইয়াই যেমাত্র সৈন্যের কল কল ধ্বনি শ্রবণ করিলেন, অমনি সগর্ব্ব চরণপ্রহারে সমস্ত লোকজন দলিত করিয়া পরবলে প্রবেশিলেন; সুতরাং এ হতভাগিনী নিবাশা প্রতিনিবৃত্ত হইল। দূর হইতে শুনিলাম, "হা মহানুভাব মাধব! হা সাহসিক মকরন্দ!" এই বলিয়া গুণানুরাগী পৌরজনেরা গৃহে গৃহে বিলাপ করিতেছে; আর দেখিলাম, মহারাজও দুই মন্ত্রিদুহিতার ঈদৃশ কর্ম্ম শুনিয়া অতীব ক্রুদ্ধ, অস্ত্রশস্ত্রপ্রবীণ অনেক পদাতি সৈন্যও প্রেরণ করিয়াছেন এবং স্বয়ং সৌধশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক জ্যোৎস্নালোকে সমস্ত কাণ্ড দেখিতেছেন। মদয়ন্তিকা শুনিয়া "হা হতাস্মি" বলিয়া প্রমাদ গণিতে লাগিলেন। লবঙ্গিকা মালতীর কথা জিজ্ঞাসিলে উত্তর করিলেন, তিনি এই তোমার আগমন প্রতীক্ষায় প্রত্যাগমন পথে আসিলেন, আমি একটু পশ্চাৎ ছিলাম, পরে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না; বোধ হয়, গহন কাননে প্রবেশিয়া থাকিবেন। লবঙ্গিকা কহিল, সখি! তবে চল, শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার অন্বেষণ করি, এখন তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন। এই বলিয়া তাঁহারা 'সখি মালতী! সখি মালতী!' এইরবে ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ওদিকে মাধব উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, শত্রুসৈন্য অত্যন্ত ভয়াবহ; নিরন্তর অস্ত্রশস্ত্র সকল উৎক্ষিপ্ত হইতেছে এবং তাহাতে চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া যেন উজ্জ্বল ভীষণ জ্বালাবলী উৎপাদন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে

মকরন্দের উল্লম্ফন ও উৎপতন মাত্র প্রতিপক্ষসৈন্য ক্ষুভিত ও বিশৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন বলদেবের বিকট হল চালনা দ্বারা কালিন্দীস্রোত বিলোড়িত হইতেছে। মার মার, তাত !, মাতঃ !, হা হতোস্মি ! ইত্যাকার রবে গগনমণ্ডল ও দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। তখন মাধবও উপস্থিত হইয়া ভীষণভুজবজ্রপ্রহারে প্রতিবল বিশৃঙ্খল করিতে লাগিলেন। কাহার সাধ্য যে সম্মুখে যায়। তদীয় বিকট বিক্রম দর্শনে ক্রমে রাজমার্গ পদাতিশূন্য হইল। হতশেষ সৈন্যেরা এইরূপ বিষম সমর সাহস দর্শনে দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিল। উভয় পার্শ্বে বিস্মিত, স্তব্ধ ও চকিত লোকেরা 'সাধু মাধব, সাধু মকরন্দ' বলিয়া মহা কোলাহল করিতে লাগিল। এবংবিধ অসাধারণ বলবীর্য্য দ্বারা তাঁহারা উপস্থিত বিপদ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন।

পদ্মাবতীশ্বর অতিশয় গুণানুরাগী। তিনি ঈদৃশ অলোকসামান্য বলবিক্রম দর্শনে প্রীত হইয়া সৌধশিখর হইতে অবরোহণ করিলেন এবং প্রতীহারী দ্বারা বিনয় বচনোপন্যাস পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে শান্ত করিয়া স্বসমীপে আনিলেন। মাধব ও মকরন্দ বিনীতভাবে উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাদিগের মুখচন্দ্রে পুনঃ পুনঃ স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অনন্তর কলহংসের মুখে বংশপরিচয়, আভিজাত্য ও গুণগ্রামের কথা শুনিয়া গুরুতর সম্মান ও সৎকার করিলেন। অমাত্য ভূরিবসু ও নন্দন উভয়েই লজ্জামসী যোগে মলিনবদন ছিলেন ;

তখন নরেশ্বর মধুর বচনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "তোমাদের অপরিসীম সৌভাগ্য ; এ দুইটী কুল, শীল, রূপ, গুণ সর্ব্বাংশেই ভুবনের সারভূত সৎপাত্র। পাত্রের যাহা যাহা অনুসন্ধান করিতে হয়, সে সমস্ত এই একাধারে বিরাজমান। আহ্লাদের কথা বলিয়া আর শেষ করা যায় না।" এইরূপ প্রবোধ দিয়া, রাজা অভ্যন্তরে প্রবেশিলেন। তখন মাধব ও মকরন্দ নিঃশঙ্ক মানসে স্বীয় আবাস উদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মকরন্দ আসিতে আসিতে বলিলেন, "সখে! তোমার কি সর্ব্বলোকাতীত অকপট বীর্য্য! দোর্দণ্ড প্রহারে বীরগণের দেহাস্থি চূর্ণ করিলে ; উৎপতন মাত্র তদীয় আয়ুধ লইয়া অসম বিক্রম প্রকাশ করিলে ; দুই দিকে পদাতি শ্রেণী স্তব্ধ থাকিল ও সম্মুখে অনায়াসে সঞ্চরণের পথ হইয়া উঠিল। কি চমৎকার কাণ্ড! কি অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য!" মাধব কহিলেন, "বয়স্য! এই একটী অত্যন্ত বিষাদের বিষয় ; দেখ, এই মাত্র যাহারা নিশীথোৎসবে নানাবিধ উপভোগ সামগ্রী লইয়া আমোদ প্রমোদ করিতেছিল, আবার তাহারাই এখন তোমার ভুজপঞ্জরে পতিত ও জর্জ্জরিত হইয়া রণশায়ী হইল। হা, সংসার কি অসার! মনুষ্যদেহ কি ক্ষণভঙ্গুর! যে মনুষ্য অদ্য কমনীয় সুকুমার কুসুমের ন্যায় প্রফুল্লশরীরে স্বাস্থ্য সুখ সম্ভোগ করিতেছে, কল্য আবার সেই মনুষ্য ব্যাধিনিপীড়িত হইয়া সুবর্ণসুন্দর শরীর শ্যামল ও শুষ্ক করিয়া আত্মীয় স্বজনের সংশয়স্থল হইতেছে। অদ্য যে মহারাজের প্রভূতপ্রতাপতপন

সন্তাপে প্রজাকুল বশীভূত থাকিয়া তদীয় আজ্ঞা অব্যর্থ করিতেছে, যাঁহার সুশাসনের প্রশংসাধ্বনি সংসারে প্রতিধ্বনিত হইতেছে ও যাঁহার অতুল ভুজবলে অরাতিমণ্ডল মুহূর্তমাত্র উন্নতশিরঃ হইতে পারে না ; কালবশে তদীয় প্রাণপক্ষীও দেহপঞ্জর শূন্য করিয়া পলায়ন করিবে। তখন তাঁহার সেই মহামহিমান্বিত মান ও গৌরব কিছু দিন মাত্র কথাবশেষ হইয়া রহিবে। হায়, মৃত্যুস্পর্শ কি ভয়ঙ্কর ! মৃত্যুস্পর্শে শরীর হিমশিলার ন্যায় জড়ীভূত এবং সংসার অন্ধতমসে আবৃত হয়। তখন সমস্ত লোক নিরালোক বলিয়া প্রতীত হয়, সে সময় পুত্র কলত্রের সকরুণ রোদনেও কর্ণ বধির থাকে ; তখন পিতৃ মাতৃ ভক্তি অস্তগত হয়, পুত্রস্নেহও অশ্রুজলের সহিত বিগলিত হয় ; তখন কোথায় বা অর্থের মোহিনী শক্তি, কোথায় বা বিষয়লালসা ; সকলই ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রসুপ্ত হয়। মৃত্যুর কি বিজাতীয় প্রভাব ! মৃত্যু রাজার ভয় রাখে না, পুত্রস্নেহ ও বিষয় বাসনার আয়ত্ত নয় এবং অনুরোধ ও উপরোধেও ক্ষান্ত থাকে না। মৃত্যু প্রণয়সঞ্চিত বন্ধুতা সুখে বঞ্চিত করে, শ্রমার্জ্জিত বিষয় বিভবের সহিত বিযুক্ত করে এবং চিরপরিচিত সংসারস্নেহের মূলচ্ছেদ করে। 'মৃত্যু আসন্ন' এই কথাটী শ্রবণ মাত্র শরীরের শোণিত স্তব্ধ হয়, ধীশক্তি কলুষিত হয় এবং দৃষ্টি তিরোহিত হইয়া যায়। তখন স্বজনগণের শোকাশ্রুগর্ভ নেত্র দর্শন, দীর্ঘশ্বাস সংযুক্ত আর্ত্তরব শ্রবণ ও হাহাকারপূর্ণ বিষণ্ণবদন বিলোকন করিয়া চিত্ত যে কিরূপ ব্যথিত হয়,

তাহা ভুক্তভোগ ব্যক্তিই অনুভব করিতে পারেন, অন্যের বুঝিবার শক্তি নাই। হা মৃত্যু! তুই নিতান্ত বিচারবিমূঢ়, তোর দয়া ধর্ম্ম কিছুই নাই! তুই নবপ্রণয়বর্দ্ধিত দাম্পত্য-সুখ ভোগ করিতে দিস না, তুই উৎসাহান্বিত যুবগণের প্রসন্ন বিদ্যার ও অভ্যস্ত সদ্গুণের পুরস্কার লাভ ভাল বাসিস না, কুমার কালে তুইই পিতৃ মাতৃ স্নেহ হইতে পুত্রকে বিয়োজিত করিস, এবং তুইই শ্রমশীল পুরুষকে সঞ্চিত সম্পত্তির অনধিকারী করিস; বুঝিলাম, তোর অধীনতায় থাকিয়া মনুষ্যের এ সংসারে সুখপ্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র।"

অনন্তর কহিলেন, "সখে! সে যা হউক, নরপতির সৌজন্য কিন্তু চিরস্মরণীয়। দেখ, আমরা ঘোরতর অপরাধী, তথাপি নিরপরাধের ন্যায় অসম্ভাবনীয় অনুগ্রহ ও সৎকার করিলেন এবং অভীষ্ট বস্তু দানের অনুমোদন দ্বারা মনের ক্ষোভ দূর করিলেন। এখন চল, শীঘ্র গিয়া মালতী ও মদয়ন্তিকাকে রণ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করি। যখন সমর ব্যাপার সবিস্তর বর্ণিত হইবে, তখন প্রিয়তমারা ব্রীড়াবিনম্র বদনে যে হর্ষ বিস্ময়সূচক সস্মিত চপল কটাক্ষ করিবেন, তাহা দেখিতে অতি মনোরম।" এই রূপ নানা আশা করিতে করিতে উভয়ে উদ্যানে প্রবেশিলেন। কিন্তু পূর্ব্বস্থানে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন মাধব কহিলেন, "বয়স্য! এ স্থান শূন্য শূন্য কেন?" তিনি বলিলেন, "বোধ হয়, আমাদিগের বিপদে অধীর হইয়া তাঁহারা এই কাননে

চিত্তবিনোদন করিতেছেন ; চল, অন্বেষণ করিয়া দেখি!” এই বলিয়া দুইজনে নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাত্রি প্রভাত হইল। নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়া কোন স্থানেই দর্শন পাইলেন না। ও দিকে লবঙ্গিকা ও মদয়ন্তিকা তাঁহাদিগের চরণ সঞ্চার ধ্বনি শ্রবণে মালতী প্রাপ্তি প্রত্যাশায় হৃষ্ট হইয়া আসিতেছিলেন, পশ্চাৎ তাঁহাদিগকে দেখিয়া নিরাশ হইলেন। তাঁহারা আসিয়া 'মালতী কোথায়.' জিজ্ঞাসিলে বিষণ্ণবচনে বলিলেন, “মালতী কোথায়! তোমাদিগের পদশব্দে এ হতভাগিনীদিগের মনে মালতী বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল!” মাধব শুনিয়া ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, “কি, কি বলিলে? শুনিয়া আমার হৃদয় যে ব্যাকুল হইতেছে! সমস্ত বৃত্তান্ত ভাল করিয়া বল। কমললোচনার অনিষ্ট শঙ্কায় আমার মন নিয়ত স্বতই দ্রবীভূত ও শঙ্কিত থাকে, তাহাতে আবার বামাক্ষিস্পন্দন হইল। বুঝিলাম, তোমাদের কথা শুভ নহে, কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত, বল!” তখন মদয়ন্তিকা বলিতে লাগিল, “আপনি এখান হইতে নির্গত হইলে, মালতী সংবাদ দিবার নিমিত্ত বুদ্ধরক্ষিতা ও অবলোকিতাকে ভগবতীর সমীপে প্রেরণ করিলেন এবং সাবধান করিবার নিমিত্ত লবঙ্গিকাকে আপনার সন্নিধানে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর লবঙ্গিকার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া ব্যাকুলচিত্তে দেখিবার নিমিত্ত অগ্রগামী হইলেন। আমি একটু পশ্চাৎ আসিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম

না। সেই অবধি আমরা ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতেছি, ইতিমধ্যে আপনাদিগকে দেখিলাম।" মাধব শুনিয়া অদর্শনকে তৎকৃত পরিহাস বিবেচনা করিয়া কহিলেন, "অয়ি প্রিয়ে মালতি! যেন কিছু অমঙ্গল শঙ্কা হইতেছে, আর তোমার পরিহাসে কাজ নাই। আমি তোমার দর্শনে উৎসুক; হে নিষ্করুণে! উত্তর দাও। আমার হৃদয় বিহ্বল ও চিন্তাকুল।" মকরন্দ কহিলেন, "বয়স্য! বিশেষ না জানিয়া শুনিয়াই এত কাতর হইতেছ কেন? স্থির হও।" মাধব কহিলেন, "সখে! আর জানিব কি? মাধবস্নেহে কাতর হইয়া প্রিয়তমা সকলই করিতে পারেন, ইহা কি তুমি জান না?" তিনি বলিলেন, "সত্য; কিন্তু ভগবতীসমীপে গমনেরও সম্ভাবনা আছে, অতএব চল, সেই খানে যাইয়া দেখি।" সকলেই সেই পরামর্শ যুক্তিযুক্ত বলিয়া আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। যাইতে যাইতে মকরন্দ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এক বার ভাবিতেছি আমাদিগের প্রিয়সখী ভগবতীসমীপে গিয়াছেন, আবার ভাবিতেছি তাঁহাকে আর কি পুনরায় জীবিত পাইব; কোন চিন্তাতেই মন স্থির হইতেছে না। কেন না, সংসার অতি অনিত্য; পুত্র মিত্র কলত্র ধন জনাদির সুখ সৌদামিনী স্ফুরণের ন্যায় চঞ্চল। এই রূপ চিন্তা করিতে করিতে কামন্দকীর সমীপে গমন করিলেন।

মালতীমাধব

নবম অঙ্ক।

যখন তাঁহারা কামন্দকীর আশ্রমে গিয়া কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন অনিষ্টশঙ্কাই বলবতী হইয়া উঠিল। মাধব অত্যন্ত অধীর হইলেন ও নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন। সকলে চারি দিক অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, কিছুই সন্ধান হইল না; তখন সমস্ত আশা ভরসা তিরোহিত হইল। এই রূপে কিছু দিন যায়, ক্রমে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত হইল। মাধব নিতান্ত নিরাশ হইয়া পরিশেষে উন্মত্তের ন্যায় হইলেন ও আহার নিদ্রা প্রভৃতি সমস্ত নিত্য কর্ম্মও পরিত্যাগ কলিলেন। পূর্ব্বপরিচিত স্থান সকল অত্যন্ত অসহ্য বোধ হওয়াতে তাহা পরিত্যাগ করত বৃহদ্‌দ্রোণী শৈলের কাননে প্রবেশ করিলেন। মকরন্দ নিয়ত তাঁহার সঙ্গেই রহিলেন।

মকরন্দ মাধবকে বিরহখিন্ন দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভাবিলেন, হায়! যাহাতে প্রত্যাশা নাই, অথচ নৈরাশ্যও নাই, যাহা ভাবিলে মন ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া গাঢ় মোহতিমিরে লীন হয় এবং সামান্য পশুগণের ন্যায় আমরা যাহার প্রতিবিধান করিতে পারি না, বিধাতা

বাম বলিয়া আমরা ঐরূপ বিপদে চিরমগ্নই আছি। মাধব বলিতে লাগিলেন, "হা, কোথায় প্রিয়ে মালতি! ঝটিতি কিরূপে পর্য্যবসিতা হইলে কিছুই জানিতে পারিতেছি না। হে অকরুণে! প্রসন্না হও; আমাকে শান্ত কর। আমি তোমার প্রিয় মাধব আমার প্রতি এ অপ্রিয়ভাব কেন? সুললিত মঙ্গলসূত্র শোভিত মূর্ত্তিমান্ মহোৎসবের ন্যায় তোমার করগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দস্রোতে প্লবমান হইয়াছিল, আমি সেই মাধব।" পরে মকরন্দকে কহিলেন, "বয়স্য! এ সংসারে তাদৃশ স্নেহভাজন দুর্লভ। দেখ, আমি তাহার পূর্ব্বরাগে এই কুসুমসুকুমার শরীরে প্রতিক্ষণ দারুণ দুঃসহ মহাজ্বর সহ্য করিয়াছি, আর প্রাণকে তৃণবৎ ত্যাগ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় করিয়াছি, ইহা অপেক্ষা আর কি গুরুতর ব্যাপার ছিল, যে, তাহা করিতে সাহস না হইতে পারে? এবং প্রিয়তমাও বিবাহবিধির পূর্ব্বে মৎপ্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশা হইয়া মর্ম্মচ্ছেদী যাতনায় বিকল ও কাতর শরীরে এমত স্নেহাভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, যে তাহাতে আমিও মনঃপীড়ায় কাতর হইয়াছি। আহা! হৃদয় গাঢ় উদ্বেগে দলিত, তথাপি দ্বিধাভগ্ন হইল না; বিকল শরীর অবিরত মোহভারে শ্রান্ত, তথাপি অচেতন হইল না; তনু অন্তর্দ্দাহে প্রজ্বলিত, তথাপি এখনও ভস্মীভূত হইল না; বিধাতা মর্ম্মচ্ছেদে প্রভু, তথাপি কেন জীবনের মূলচ্ছেদ করিলেন না, প্রাণপক্ষী এত ব্যাকুল, তথাপি এখনও কেন প্রিয়ার অনুগমন করিল না; এই দেহদীপ যখন প্রেয়সীর স্নেহপরিশূন্য

তখন কেন সাহসা নির্ব্বাপিত হইল না! মাধব এই রূপ নানা বিলাপ করিতে লাগিলেন।

মকরন্দ, ঐরূপ দুস্তর শোকসাগরে সংমগ্ন বয়স্যের উদ্ধার বাসনায় বলিতে লাগিলেন, বয়স্য মাধব! বিচার করিয়া দেখ, ভবিতব্যতার দ্বার কে রুদ্ধ করিতে পারে? আমরা আশাসূত্রে মনোমত কত শত মঙ্গলকুসুম গাঁথিতে থাকি, কিন্তু ভবিতব্যতা প্রতিকূলবর্ত্তিনী হইয়া তাহা কোথায় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়। ঈদৃশ দুরুচ্ছেদ ভবিতব্যতাপাশে যাহারা বদ্ধ, সহিষ্ণুতাই তাহাদের একমাত্র শরণ। যে সংসারের ভাব, দণ্ডে দণ্ডে পরিবর্ত্ত হয়, যে সংসার অনিত্যতার কেলি-শালা এবং যে সংসার দুঃখশোকের বিহার-ভূমি, সেখানে সহিষ্ণুতাই সম্যক্ প্রয়োজনীয়। ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারিলে, কখন না কখন, দুঃখের কঠোরহস্ত অতিক্রম করিতে পারা যায়। সুখ বা দুঃখ কিছুই নিত্য নহে, তাহারা পর্য্যায়ক্রমে ধরাতলে আবির্ভূত ও তিরোহিত হয়। যেমন চলিত চক্রধারা, ক্রমানুসারে উন্নতি ও অবনতি প্রাপ্ত হয়, যেমন দিবা ও রজনী পর্য্যায়ক্রমে ক্ষয় ও উদয় লাভ করে, সুখ দুঃখও সেইরূপ ক্রমানুসারে মনুষ্যের উপরি আধিপত্য করে। দুঃখের বিরামে সুখ, আবার সুখের অবসান দুঃখ, চির দিন এই রীতিই দৃষ্ট হয়। যখন দুঃখ উপনীত হয়, তখন বোধ হয় যেন আর কস্মিন্ কালেও সুখের প্রসন্নতা লাভ হইবে না; আবার যখন দুঃখরাহুর বিরামে সৌভাগ্য সুধাকর সুপ্রসন্ন হন, তখন তাঁহার অস্তগতি হইবে, ইহাও মনে আইসে না।

কিন্তু এই রূপ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমময়, সংশয় নাই। কি সৌভাগ্য, কি দুর্ভাগ্য, সারবান্ পুরুষের চিত্তমঞ্চ কিছুতে সঞ্চালিত করিতে পারে না। শৈলসার পুরুষেরা সৌভাগ্য-চ্ছায়ায় গর্ব্বিত হন না এবং দুঃখতাপেও ক্লিষ্ট হন না; কারণ, সুখ দুঃখ সঞ্চারী ও চঞ্চল। বিচারবর্জ্জিত মনুষ্যেরাই তাহার অবসান কাল প্রতীক্ষা না করিয়া মনের অধীরতা প্রকাশ করে। এ সংসারে আত্যন্তিক সুখভোগ ও নিরবধি দুঃখভোগ অতি বিরল। দেখ, দশরথ-তনয় রঘুকুল-তিলক রামচন্দ্র জনক-তনয়ার পুনঃ সমাগম লাভ করিয়াছিলেন; পুণ্যশ্লোক নল রাজাও পুনরায় দময়ন্তী লাভ করিয়া দুস্তর বিরহসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন; পুরু-বংশীয় রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান করিয়াও আবার তাহাকে পাইয়াছিলেন। অতএব কোন বিষয়েই নিতান্ত নৈরাশ্য অবলম্বন করা উচিত নহে। আশাই জীবনের অদ্বিতীয় অবলম্বন, আশাই উন্নতির প্রধান হেতু এবং আশাই উৎসাহশিখার প্রধান উদ্দীপক; অতএব ধৈর্য্যের শরণাপন্ন হও, আশার অনুগামী হও, মনের ক্ষোভ শান্তি কর, নির্ব্বেদতরুর উচ্ছেদ কর এবং যাহাতে আসন্ন বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহার চেষ্টা কর। মকরন্দ এই রূপে নানা উপদেশ দিতে লাগিলেন, কিন্তু মাধবের শোক সঙ্কুল হৃদয়ে কোন বাক্যই স্থান প্রাপ্ত হইল না।

অনন্তর মকরন্দ বলিলেন, বয়স্য! সংপ্রতি মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত। অপ্রতিবিধেয় দৈবের ন্যায় দারুণ দিবাকরও দগ্ধ করিতেছেন। তোমার শরীরের এই অবস্থা; অতএব

চল, ঐ পদ্মসরোবরের পরিসরে গিয়া ক্ষণকাল উপবেশন করি। তথায় উন্নাল বাল কমল সকল বিকসিত। তদীয় মকরন্দ-নিস্যন্দন ও তরঙ্গশীকর গ্রহণ দ্বারা তত্রত্য সমীরণ শৈত্য, সৌগন্ধ্য ও মান্দ্য গুণ সম্পন্ন হইয়াছে; তোমার তাপিত তনু নির্ব্বাপিত করিবে, চল। এই বলিয়া দুজনে তথায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।

মকরন্দ তাঁহাকে অন্যচিত্ত করিবার আশয়ে বলিলেন, সখে। দেখ দেখ, মত্ত রাজহংসগণের পক্ষ সঞ্চালনে সরসীর বিকসিত পুণ্ডরীক সকল নৃত্য করিতেছে। এক অশ্রুধারা-পতন ও অপরধারা উদ্গমের অবসরে ঐ মনোরম শোভা বিলোকন কর। মাধব সে কথা শুনিয়া উদ্বিগ্ন ভাবে উঠিলেন। মকরন্দ বলিলেন, সখে! একি! বিনা কারণেই অন্য দিকে চলিলে যে? ধৈর্য্যাবলম্বন কর, অচিরোপস্থিত বর্ষাশোভা অবলোকন কর। গ্রীষ্ম-বিগম ও বর্ষাগম কাল অতি মনোরম। ঐ দেখ, বেতসকুসুমে নিকুঞ্জ-সরিজ্জল সুবাসিত, তটভাগে যূথিকা কুসুমজাল বিকসিত ও অভিনব কন্দলীদল উদ্ভিন্ন। গিরিতট কুটজপুষ্পে সুশোভিত। কদম্বতরু সকল অনবরত শীতল জল-সেকে প্রীত হইয়া কুসুম বিকাশব্যাজে কণ্টকিত হইয়াছে। ধরণী ধারাপাত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্তই যেন শত শত শিলীন্ধ্র ছত্র ধারণ করিয়াছেন। কেতকী প্রসূন-সৌরভে চতুর্দ্দিকে আমোদিত। এই সমস্ত দেখিলে বোধ হয়, যেন বনশ্রী অভিমত জলদসমাগম লাভে প্রীত হইয়া হাস্য করিতেছে। দিক্ সকল মেঘমালায় শ্যামল, তাহাতে নানাবর্ণ ইন্দ্রধনু

উদিত; বোধ হয়, যেন শিখিকুলের নৃত্য নিমিত্ত বিচিত্র নীল চন্দ্রাতপ প্রসারিত হইয়াছে। সুবাসিত পৌরস্ত্য ঝঞ্ঝা বায়ু নীল জলদজাল আন্দোলিত করিয়া নববারি-শীকর বিকিরণ করিতেছে। মদমত্ত ময়ূরগণের কেকারবে দিক্ সকল মুখরিত। বসুন্ধরা ধারা-সেকে সুরভি হইয়া লোকের মনে আনন্দ বিতরণ করিতেছে। এই কালে মেঘের স্নিগ্ধ গভীর ও মধুর গর্জ্জন শুনিয়া কাহার মনে না ভীতি ও প্রীতি রসের সঞ্চার হয়। মধ্যে মধ্যে দুর্লক্ষ্য অচিরপ্রভা বিনিঃসৃত হইতেছে। বোধ হয়, যেন স্বর্গ-লোক ভূলোকের অসাধারণ শ্রীবৃদ্ধি দর্শনবাসনায় চক্ষু-রুন্মেষ করিতেছে ও তখনই যেন লজ্জিত হইয়া নিমীলিত ও সমধিক মলিন হইয়া যাইতেছে। এ সমস্ত মনোরম ব্যাপার অবলোকন কর ও চিত্তব্যাসঙ্গ পরিত্যাগ কর।

মাধব কহিলেন, সখে! ধৈর্য্য ধরিয়া দেখিতে পারিলে এ সকল রমণীয় বোধ হয় বটে, কিন্তু আমার সে ধৈর্য্য নাই, সে বুদ্ধি নাই, সে রসজ্ঞতা নাই, সে বিচারশক্তি নাই, সে জ্ঞান নাই, সে ইন্দ্রিয় নাই এবং মনের সে ভাবও নাই। সকলই প্রিয়ার অনুগমন করিয়াছে। কেবল যাতনা দিবার জন্য একমাত্র জীবন রহিয়াছে। অনন্তর সজল নয়নে বলি-লেন, কি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত! হা প্রিয়ে মালতি! এই বলিয়া শোকার্ত্ত ও বিচেতন হইলেন। মকরন্দ দেখিয়া বলিলেন, সংপ্রতি বয়স্যের কি দারুণ দশা উপস্থিত! হায়! আমি কি বজ্রময় বিষয় লইয়া বিনোদন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আহা! মাধবের প্রত্যাশা বুঝি বা

পর্য্যবসিত হয়! হা বয়স্য মুগ্ধ হইলে! সখি মালতি! আর কত দূর কঠিন হইবে! বয়স্য যখন তোমার প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাশ হইয়াছিলেন, তখন স্বীয় সতৃষ্ণতা প্রদর্শন করিয়া সাহস দিয়াছিলে, এক্ষণে বয়স্য কোন অপরাধ করেন নাই, বল, এ কি নিষ্ঠুর ব্যবহার? হায়, এখনও নিঃশ্বাস পড়িল না! হা, বিধাতা কি সর্ব্বনাশ করিলে! ওমা, হৃদয় যে বিদীর্ণ হয়! দেহ বন্ধন যে শিথিল হয়! জগৎ শূন্য দেখিতেছি! অন্তর জ্বলিয়া গেল। অন্তরাত্মা অবসন্ন হইয়া গাঢ় তিমিরে মগ্ন হইতেছে। মূর্চ্ছা যে আমাকেও গ্রাস করে। আমি অতি হতভাগ্য, এখন কি করি। আহা কি কষ্ট! কি কষ্ট!! আমার মনের কৌমুদী মহোৎসব, মালতী নয়নের পূর্ণচন্দ্র, মকরন্দের মনোরঞ্জন ও জীবলোকের তিলক সেই মাধব অদ্য লীন হইল! হে বয়স্য! তুমি আমার শরীরের চন্দন রস, নয়নের শরচ্চন্দ্র এবং মনের মূর্ত্তিমান্ আনন্দ স্বরূপ। তুমি আমার জীবনের ন্যায় প্রিয়তম; দুরন্ত কাল অকস্মাৎ তোমাকে হরণ করিয়া আমাকে সংহার করিল! হে অকরুণ! স্মিতগর্ভ নয়ন উন্মীলন কর। হে নিদারুণ! কথা কও। আমি অনুরক্তচিত্ত প্রিয় সহচর মকরন্দ, কেন আমাকে অনাদর করিতেছ? এই বলিয়া গাত্রস্পর্শ করিবা মাত্র মাধব সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন।

তখন মকরন্দ দেখিয়া আশ্বাসিত হইয়া বলিলেন, নবজলধরের ধারা বর্ষণ অনুগ্রহে বয়স্য জীবিত হইলেন। আঃ, সৃষ্টি রক্ষা হইল। মাধব, উঠিয়া এখন এই বিজন

বিপিনে কাহাকে প্রিয়ার বার্ত্তাবহ দূত করি, এই বলিয়া চারি দিক্ অবলোকন করত কহিলেন, আহা! ঐ একটী সুশোভন নদী, উহার তীরে, পরিণত ফলভরে জম্বুবন অবনত, তাহাতে তরঙ্গমালা স্খলিত হইতেছে। উহার উত্তরে অবিরল তমালাবলীর ন্যায় নীলবর্ণ নবজলধর গিরি-শিখরে উঠিতেছে। ভাল বেশ, ইহাকেই দৌত্য কর্ম্মে নিযুক্ত করি, এই বলিয়া আদর পুরঃসর উঠিয়া ঊর্দ্ধমুখে করপুটে কহিলেন, হে সৌম্য! কেমন, বিদ্যুৎ তোমাকে প্রিয়সহচর বলিয়া আলিঙ্গন করে কি না? প্রণয়সুমুখ চাতকেরা তোমার আরাধনা করে কি না? এক্ষণে পূর্ব্ব সমীরণের সম্বাহন সুখ লাভ হইয়া থাকে কি না? এবং সমুদিত ইন্দ্রধনু তোমার অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে কি না? এই জিজ্ঞাসানন্তর মেঘের স্নিগ্ধগম্ভীর ধ্বনির প্রতি-রবে গিরিগুহা পরিপূরিত হইল এবং নীলকণ্ঠগণ কেকা-রবে তাহার অনুকরণ করিতে লাগিল। তখন মাধব তাহাকেই মেঘকৃত প্রত্যুত্তর কল্পনা করিয়া কহিলেন, ভগবন্ জীমূত! তুমি হুঙ্কার দ্বারা আমাকে সম্ভাষণ ও অনুমতি করিলে; অতএব আমি প্রার্থনা করি, তুমি স্বেচ্ছাবিচরণ করিতে করিতে যদি আমার প্রিয়তমাকে দেখিতে পাও, তবে প্রথমে সমাগমের আশা দিবে, পরে মাধবের দশা বর্ণন করিবে। সান্ত্বনা সময়ে যেন একবারে তাহার আশাতন্তু নিতান্ত বিছিন্ন না হয়। কেন না, এই ক্ষণে আয়তাক্ষীর সেই একমাত্র আশাই কথঞ্চিৎ জীবন রক্ষার হেতু। এই বলিতে বলিতে যেন চলিয়া গেল;

তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে অন্যত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। মকরন্দ দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিলেন, হা! আজি উন্মাদরাহু মাধবপূর্ণচন্দ্রকে একেবারে গ্রাস করিল। হা তাত! হা মাতঃ! হা ভগবতি কামন্দকি! রক্ষা কর, এক বার আসিয়া মাধবের অবস্থা অবলোকন কর! এই রূপে মকরন্দ রোদন করিতে লাগিলেন।

মাধব চতুর্দ্দিক্ অবলোকন করিয়া বলিলেন, আহা! চম্পককুসুমে প্রিয়ার শরীর কান্তি, কুরঙ্গীগণে নয়নভঙ্গী, গজরাজে গতিবিলাস এবং সুললিত লতায় সুকুমারতা রহিয়াছে, দেখিতেছি, বোধ হয়, বনস্থলে সকলে প্রেয়সীকে বিভাগ করিয়া লইয়া থাকিবে। হা প্রেয়সি মালতি! এই বলিয়া মূর্চ্ছিত ও ধরাশায়ী হইলেন। মকরন্দ দেখিয়া বিলাপ করত কহিলেন, হে জীবন। যে প্রিয় সুহৃদ অশেষ গুণের আধার, শিশুকাল হইতেই তুমি একত্র বাল্য খেলাদি দ্বারা যাহার প্রণয় পাশে সবিশেষ বদ্ধ হইয়াছ এবং যিনি তোমার এক মাত্র অবলম্বন, এক্ষণে তাঁহাকে প্রিয়াবিরহ বেদনায় এইরূপ কাতর দেখিয়াও তুমি দ্বিধাভূত হইলে না! হায়, তোমার কি কঠিনতা! এই বলিতেছেন, ইতিমধ্যে মাধব সংজ্ঞা লাভ করিয়া উঠিয়া ভাবিলেন, বিধাতার সৃষ্টি-কৌশলে এক বস্তু, অনায়াসেই অপরের অনুকরণ হইতে পারে; ইহাতে প্রিয়ার বিভাগ সম্ভাবনা করা অতি অযুক্ত। এই ভাবিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, ওহে পার্ব্বতীয় আরণ্যচারি জীবগণ! আমি মাধব, তোমরা অনুগ্রহ করিয়া আমার

সপ্রণাম নিবেদনে ক্ষণকাল অবধান কর। হে বন্ধুগণ! তোমরা এই ভূধরকান্তারে বাস কর, এই খানে একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী প্রকৃতিরমণীয়া কুলবালা বিলোকন করিয়াছ ও তাহার কি দশা ঘটিয়াছে জান? তদীয় বয়োবস্থা বলি, শ্রবণ কর। তাহার মনোমধ্যে মনোভব বিলক্ষণ বিরাজমান, অথচ অঙ্গে অনঙ্গলীলার কোন লক্ষণই নাই। ক্ষণেক থাকিয়া কিছুই উত্তর না পাইয়া ববিলেন, আঃ কি উৎপাত! কেহই যে শুনে না। নীলকণ্ঠ উৎকলাপ হইয়া নৃত্য করত কেকারবে বন আচ্ছন্ন করিতেছে, চকোরেরা মদালসলোচনে কান্তার অনুসরণ করিতেছে, পশুগণ পুচ্ছ বিলোলন ব্যাজে কুসুমরেণু লইয়া প্রিয়ার গাত্রে লিপ্ত করিতেছে, সকলেই স্ব স্ব সৌভাগ্যে ব্যস্ত। যেখানে প্রার্থনা অনবসরে তিরোহিত হয়, সেখানে কাহার নিকট যাচ্ঞা করিয়া কৃতকার্য্য হইব! এই বলিয়া আর এক স্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, আহা! ঐ করিরাজ তরুস্কন্ধে স্কন্ধভার, ও প্রিয়তমার স্কন্ধে শুণ্ডদণ্ড অর্পণ করিয়া সুখে কাল ক্ষেপ করিতেছে। ইহারও দুঃখ শুনবার অবসর নাই দেখিতেছি। যাহা হউক, এ দশনাগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শনিমীলিতাক্ষী করিণীর গাত্রকণ্ডূ করিতেছে, ও পর্য্যায়ক্রমে কর্ণযুগল আস্ফালিত করিয়া সুখস্পর্শ বায়ু সঞ্চরণ করিতেছে, এবং অর্দ্ধভুক্ত নব কিসলয় দ্বারা প্রিয়ার সৎকার করিতেছে। বুঝিলাম, বন্য মতঙ্গজই ধন্য ও পরম সুখী। এ দিকে আবার এক গজরাজ।

আহা! মেঘের গভীর গর্জ্জন শুনিয়াও ইহার অনুগর্জ্জন নাই, আসন্ন সরসীর শৈবালমঞ্জরীর কবল গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়াছে, ইহার গণ্ডস্থলে মদস্রাবের অভাবে ভ্রমরগণ বিষাদে মূক, মুখটী অতি দীন; বোধ হয়, প্রাণসমা প্রিয়তমার বিয়োগেই এ এত কাতর। আর প্রশ্ন করিয়া ইহাকে প্রয়াসিত করায় প্রয়োজন নাই। অন্য দিকে যাই, এই বলিয়া আবার এক দিকে গিয়া দেখেন এক মত্ত গজযূথপতি সরোবরে অবগাহন করত বিহার করিতেছে; কমলকানন বিদলিত করিতেছে, অনবরত ক্ষরিত সুরভি মদবারিধারায় উহার গণ্ডস্থল পঙ্কিল হইয়াছে; কর্ণযুগলের আস্ফালনে তরঙ্গজল নীহারবৎ প্রসারিত হইতেছে। হংস বক চক্রবাক প্রভৃতি শকুন্তগণ ত্রস্ত হইয়া পলাইতেছে। সহচরী করিণীগণে সানন্দমনে উহার মধুর গম্ভীর কণ্ঠরব শ্রবণ করিতেছে! এই সমস্ত দেখিয়া কহিলেন, হে গজরাজ! তোমারই যৌবন শ্লাঘ্য তম। প্রিয়ার অনুবৃত্তি পক্ষেও তোমার যে বিলক্ষণ পটুতা দেখিতেছি। তুমি করিণীকে মৃণালখণ্ড কবলের পর বিকসিত সরোজ সুবাসিত শুণ্ডজলে পরিতৃপ্ত করিয়াছ! বারিশীকর বর্ষণ করিয়া সুশীতল করিয়াছ, কিন্তু স্নেহবশতঃ যে নলিনীপত্রের আতপত্র ধর নাই, এই একটী বিশেষ অরসিকের ও দোষের কর্ম্ম হইয়াছে। এই বলিয়া তিনি উত্তরের অপেক্ষায় রহিলেন, কিন্তু তাঁহার কথায় কে উত্তর করে? হস্তী নিজ কার্য্যেই ব্যস্ত রহিল।

তখন মাধব কহিলেন, হায় হাতীটাও কি আমাকে

অবজ্ঞা করিল। হা আমি কি অনুচিতকারী! মূঢ় বনচরের প্রতি, প্রিয়বয়স্য মকরন্দের ন্যায় ব্যবহার করিতেছি! হা বয়স্য! এমন সময়ে তুমি কোথায়, তুমি ভিন্ন আমার একাকী বাস একপ্রকার জীবন্মৃত্যু, তোমা ব্যতিরেকে এ সংসারে কিছুই রমণীয় বোধ হয় না। যে দিন তোমার সহিত সহবাস না হয়, সে দিনও বৃথা এবং অন্য লোকের সহিত যে প্রমোদ মৃগতৃষ্ণায় লোলুপ হই, তাহাকেও ধিক্। মকরন্দ শুনিয়া ভাবিলেন, বয়স্য উন্মাদমোহে আচ্ছন্ন, তথাপি সংপ্রতি আমার প্রতি অনুকূল। বোধ হয়, কোন কারণ বশতঃ এক্ষণে বন্ধুর নৈসর্গিক প্রণয়-সংস্কার জাগরূক হইয়া থাকিবে তাই আমাকে অসন্নিহিত বোধ করিতেছেন. এই ভাবিয়া সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, এই যে হতভাগা মকরন্দ তোমার পার্শ্বেই আছে। তিনি দেখিয়া বলিলেন, বয়স্য! এস, আমাকে আলিঙ্গন কর। প্রিয়তমার আর আশা নাই। বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়াছি. এই বলিতে বলিতে পুনরায় মূর্চ্ছিত ও নিপতিত হইলেন। মকরন্দ আলিঙ্গন করিতে যাইবেন, ইত্যবসরে তাঁহাকে মূর্চ্ছা-বিকল দেখিয়া সকরুণ বচনে কহিলেন, হা কি কষ্ট। আলিঙ্গন বাসনা করিবামাত্র বয়স্য বিচেতন হইলেন। আর এখন আশা করা বৃথা। নিঃসন্দেহ এবার আর বয়স্য জীবিত নাই। হা প্রিয় বন্ধো! মদীয় হৃদয় স্নেহ-জ্বরে কম্পমান হইয়া তোমার কখন্ কি হইবে ভাবিয়া বিনা কারণেও যে ভীত হইত, আজি অবধি সে সমস্ত এক কালে নিরস্ত ইহল! হা সখে! যত ক্ষণে চেতনা হয়,

তত সময় ত অতীত হইল, এখনও যে তেমনই দেখি-তেছি। আঃ, একণে তোমার প্রয়াণে আমার শরীর ভার ভূত, জীবন বজ্রসম, কাল শেলময়, দশদিক শূন্য, ইন্দ্রিয় গণ নিষ্ফল, জীবলোক আলোকশূন্য বোধ হইতেছে! একণে জীবিত থাকিয়া আমি কি মাধবের মরণের সাক্ষী থাকিব? হউক, ঐ গিরিশিখর হইতে নিপতিত হইয়া প্রস্থানোন্মুখ মাধবের অগ্রসর হই, এই বলিয়া কিঞ্চিৎ যাইয়াই খেদে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন এবং মাধবকে দেখিয়া অশ্রুমুখে কহিলেন, আহা! নবানুরাগ বশতঃ মালতীর বিভ্রমাকুল লোচন যাহাতে মধুপান করিয়াছে এবং আমিও যাহার আলিঙ্গনে অপূর্ব্ব প্রীতি লাভ করিয়াছি, এ কি সেই নীলোৎপল-সুন্দর শরীর! কি আশ্চর্য্য! কি রূপেই বা নবীন বয়সে একাধারে, সমস্ত গুণের সন্নিবেশ হইয়াছিল? সখে মাধব! বিমল চন্দ্রমা যে মাত্র সমস্ত কলায় পরিপূর্ণ হয়, অমনি রাহু আসিয়া গ্রাস করে; নব জলধর যে মাত্র ঘনতর হইয়া উঠে, অমনি বায়ুবেগে খণ্ড খণ্ড করে; তরুবর যে মাত্র ফলদানে উন্মুখ হয়, অমনি দুরন্ত দাবানলে দগ্ধ করে; তদ্রূপ তুমিও যে মাত্র সকল সৌভাগ্য-লাভে লোকের চূড়ামণি হইলে, অমনি অসহিষ্ণু কাল তোমাকে গ্রাস করিল। আহা! এই মাত্র বয়স্য আলিঙ্গন চাহিয়াছিলেন, অতএব এই অবস্থাতেই একবার জন্মের মত আলিঙ্গন করি; এই বলিয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করত কহিলেন, হা বয়স্য! তুমি বিমল বিদ্যার নিধি, নানা গুণের গুরু। হা মালতীর প্রাণেশ্বর!

হা সুরসুন্দর। হা কামিনীজন কমনীয়-চিত্ত চোর! হা চন্দ্রবদন! হা ভূরিবসুর সর্ব্বস্ব ধন। ভ্রাতঃ মাধব! মকরন্দের এই বাহুবন্ধন এই সংসারে তোমার ইচ্ছাসুলভ ছিল, কিন্তু আজি হইতে তাহাও দুর্লভ হইল! ইহা মনেও করিবে না যে সেই মকরন্দ তুমি বিনা মুহূর্ত্তমাত্র জীবিত থাকিবে। জন্মাবধি নিরবধি সহবাস বশতঃ জননীর স্তন-দুগ্ধও উভয়েই যুগপৎ পান করিয়াছি, হে চন্দ্রানন! এক্ষণে বন্ধুদত্ত তর্পণ-জল যে তুমিই একাকী পান করিবে, ইহা অযুক্ত। এই বলিয়া করুণাবিষ্ট চিত্তে তাঁহাকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক গিরিশিখরের দিকে চলিলেন।

কামন্দকীর পূর্ব্বশিষ্যা সৌদামিনী নামে এক যোগিনী অদ্ভুত মন্ত্রসিদ্ধি প্রভাব লাভ করিয়া শ্রীপর্ব্বতে কাপালিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। তিনি তথায় মালতীকে কপাল-কুণ্ডলাগ্রস্ত দেখিয়া কপালকুণ্ডলার প্রতিকূল হইলেন এবং যোগবলে মাধবের দুরবস্থা দেখিয়া সান্ত্বনার নিমিত্ত ত্বরায় আকাশ মার্গে চলিলেন। বৃহদ্দ্রোণী শৈল কাননে অন্বেষণ করিতে করিতে দূর হইতে মকরন্দকে আত্মপাতে উদ্যত দেখিলেন। ঐ সময়ে মকরন্দ গিরিশিখরে উঠিয়া তত্রত্য মহেশ্বরের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন, ভগবন্ গৌরীপতে ভূতভাবন সর্ব্বান্তর্যামিন্ সর্ব্বশক্তিমন্ সর্ব্বফলপ্রদ! যেখানে প্রিয় সুহৃদ জন্ম গ্রহণ করিবেন, প্রার্থনা করি, আমারও যেন সেই খানে জন্ম হয়। জন্মজন্মান্তরেও যেন তাঁহারই সহচর হই। এই বলিয়া যে মাত্র পতনে উদ্যত হইলেন, অমনি সহসা সৌদামিনী

যোগিনী আসিয়া হস্ত ধারণ করিলেন, এবং কহিলেন, বৎস! এ দুঃসাহসিক বাসনা পরিত্যাগ কর। তোমারই নাম কি মকরন্দ? তিনি উত্তর করিলেন, হাঁ এ সেই দুর্ভাগ্যই বটে; মাতঃ! তুমি কে? কেনই বা আমার প্রতিবন্ধকতাচরণ কর? হাত ছাড়িয়া দাও। সৌদামিনী বলিলেন, বৎস! আমি যোগিনী, মালতীর অভিজ্ঞান আনিয়াছি, এই বলিয়া সেই বকুলমালা দেখাইলেন। মকরন্দ তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া করুণবচনে জিজ্ঞাসিলেন, মাতঃ! মালতী কি জীবিত? তিনি বলিলেন, জীবিত; বল দেখি, মাধবের কি কিছু অনিষ্ট ঘটিয়াছে? তুমি যে এই অনর্থক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছ? এক্ষণে মাধব কোথায়? মকরন্দ উত্তর দিলেন, আর্য্যে! আমি তাঁহাকে অচেতন দেখিয়াই বৈরাগ্যবশতঃ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। অতএব চলুন, শীঘ্র যাইয়া তাঁহার রক্ষার চেষ্টা পাই। এই বলিয়া দুজনে তদভিমুখে দৌড়িতে লাগিলেন। আসিতে আসিতে দেখিলেন, সৌভাগ্যবশতঃ বয়স্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। সৌদামিনীও উভয়ের আকার দেখিয়া, মালতী যেমন যেমন বলিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহাদিগকেই মাধব ও মকরন্দ বলিয়া স্থির করিলেন।

মাধব অন্যচিত্ত ছিলেন, তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। তিনি উঠিয়া বলিলেন, আমাকে কে চেতন করিল? বোধ হয়, নবজলকণবাহী সমীরণেরই এ কর্ম্ম। আমার এ অবস্থা তাঁহার ভাল লাগে নাই। হে পূর্ব্ব-

সমীরণ! তুমি সজল জলধরগণকে পরিচালিত কর, চাতক-বৃন্দকে আনন্দিত কর, কেকাকুল শিখিকুলের আহ্লাদ বিতরণ কর এবং কেতককুসুম বিকসিত কর। ক্ষতি নাই, আমি বিরহী, মূর্চ্ছালাভ করিয়া একটু সুখী ছিলাম, বল, আমাকে চৈতন্য ব্যাধি প্রদান করিয়া তোমার কি লাভ হইল? যাহা হউক, দেব পবন! তোমার নিকট প্রার্থনা করি, যেখানে প্রিয়তমা আছেন, হয় সেই খানেই কদম্ব-রেণুর সহিত আমার জীবন হরণ করিয়া লইয়া যাও, না হয় তদীয় সংবাদ লইয়া আমাকে প্রদান কর, আমি সুশী-তল হই; তুমি ভিন্ন আর আমার গতি নাই। এই বলিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিতেছেন, ইত্যবসরে সৌদামিনী অভিজ্ঞান দর্শনের সমুচিত সময় পাইয়া, পশ্চাৎ হইতে তদীয় অঞ্জলিপুটে বকুলমালা সমর্পণ করিলেন।

মাধব সহর্ষবিস্ময়ে বিকোলন করিয়া বলিলেন, একি সেই মদ্বিরচিত প্রিয়ার কণ্ঠলম্বিত মদনোদ্যানের বকুল-মালা? হাঁ সেই মালাই বটে, সন্দেহ কি। যেহেতু চন্দ্র-মুখীর মুখচন্দ্র দর্শনজনিত কুতূহল সংগোপনের নিমিত্ত যে ভাগের কুসুমগুলি বিষম বিরচিত হইয়াছে এবং যাহার অনানুপূর্ব্ব কুসুমবিন্যাসও লবঙ্গিকার সন্তোষহেতু হইয়া-ছিল, সে ভাগ ত এই রহিয়াছে। অনন্তর হর্ষোন্মাদ সহ-কারে উঠিয়া, যেন মালতীই উপস্থিত, এই ভাবিয়া অভি-মান পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, অয়ি প্রিয়ে! আমার এই দুরবস্থা একবার কি দেখিতেও নাই? আমার হৃদয় বিদীর্ণ, অঙ্গ সকল দগ্ধ ও জীবন বহির্গত হইতেছে এবং

চারি দিক্ হইতে মূর্চ্ছা আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিতেছে। সত্বর বিধেয় বিষয়ে পরিহাস করা উচিত নয়। অতএব শীঘ্র দর্শন দিয়া আমার নয়নানন্দ বিতরণ কর, আর নিষ্ঠুরাচার করিও না। পরিশেষে চারি দিক্ শূন্য দেখিয়া কহিলেন, হায়! মালতী কোথায়! পরে বকুলমালাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অয়ি বকুলমালিকে! তুমি প্রিয়তমার প্রীতিতমা ও উপকারিণী; কেমন তোমার ত মঙ্গল? হে সখি! যখন দুঃসহ মদন-বেদনা বলবতী হইয়া অবাধে প্রিয়তমার দেহ দাহ করে, তখন তোমার আলিঙ্গনই আমার স্বরূপ হইয়া কুবলয়লোচনার প্রাণত্রাণ করিয়াছে। আহা, তুমি আমার কণ্ঠে ও কুরঙ্গনয়নার কণ্ঠে বারংবার গতাগতি করিয়া আনন্দ সম্বলিত মদনজ্বর উদ্দীপিত করিয়াছ এবং স্নেহাকর গাঢ় অনুরাগরস সূচিত করিয়াছ! এখন সে সকল মনে করিলে কষ্টের সীমা থাকে না। এই বলিয়া বকুলমালা হৃদয়ে অর্পণমাত্র মূর্চ্ছিত হইলেন।

তখন মকরন্দ সন্নিহিত হইয়া আশ্বাস প্রদান ও বায়ুবীজনাদি নানা শুশ্রূষা দ্বারা মাধবের চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। মাধব উঠিয়া কহিলেন, সখে! দেখ না কোথা হইতে প্রিয়ার বকুলমালা উপস্থিত। ইহাতে তোমার কি বোধ হয়? তিনি কহিলেন, বয়স্য! এই আর্য্যা যোগেশ্বরী এই অভিজ্ঞান আনিয়াছেন। তখন মাধব বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সকরুণ বচনে জিজ্ঞাসিলেন, আর্য্যে! প্রসন্ন বাক্যে বলুন, প্রিয়তমা কি জীবিত আছেন? যোগিনী আশ্বাস

দিয়া কহিলেন, সমস্ত বলি, শুন ;—যখন অঘোরঘণ্ট করালাদেবীর মন্দিরে মালতীকে উপহার কল্পনা করে, তখন মাধব অসি দ্বারা তাহার প্রাণ সংহার করেন,—ঐ কথা শুনিবামাত্র মাধব অধীর হইয়া বলিলেন, আর্য্যে ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, সমস্ত বুঝিয়াছি। বয়স্য! আর কি ? কপালকুণ্ডলার মনোরথই পূর্ণ হইয়াছে। তখন মকরন্দ বলিলেন, আহা কি দুঃখ। শরচ্চন্দ্রিকা সমাগমে কুমুদকুল পরমরমণীয় হইয়াছিল, কিন্তু এ কোন্ বিচার, যে অকালে জলদজাল আসিয়া তাহার বাধা দেয়। মাধব কহিলেন, হা প্রিয়ে মালতি! কি বীভৎস দশায় পড়িয়াছ ? কমলমুখি! যখন কপালকুণ্ডলা আক্রমণ করে, তখন কি না কষ্ট পাইয়াছ ? ভগবতি কপালকুণ্ডলে! প্রিয়তমা স্ত্রীরত্ন, তাঁহার প্রতি অমঙ্গল পৃতনার ব্যবহার করা অনুচিত। সুরভি কুসুম শিরে ধারণ করাই বিহিত, চরণদ্বারা তাড়িত করা যুক্তিযুক্ত নহে। যোগিনী কহিলেন, বৎস! অধীর হইও না, কপালকুণ্ডলা অতি নিষ্করুণা, আমি বিরোধিনী না হইলে সে অবশ্যই অনিষ্ট করিত। তখন মাধব ও মকরন্দ প্রণাম পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, তবে ত আমাদের প্রতি আপনার শ্রীচরণারবিন্দের অপর্য্যাপ্ত অনুগ্রহ। আপনার আমাদিগের প্রতি এ স্নেহের হেতু কি ? তিনি কহিলেন, তাহা পশ্চাৎ জানিবে ; এক্ষণে গুরুশুশ্রূষা, তপোবল ও তন্ত্রমন্ত্রোপাসনা দ্বারা যাহার লাভ হয়, আমি তোমাদের কল্যাণ নিমিত্ত সেই আক্ষেপণী বিদ্যা প্রদান করি, এই বলিয়া যোগিনী মন্ত্রদান

পূর্ব্বক মালতীর সহিত মিলাইবার নিমিত্ত মাধবকে লইয়া আকাশপথে উঠিলেন। অমনি তমঃসংবলিত, নেত্রপ্রতিঘাতিনী বিদ্যুৎপ্রভা প্রাদুর্ভূত ও নিবৃত্ত হইল। মকরন্দ বিস্মিত ও ভীত হইয়া কহিলেন, এ কি! বয়স্য! কোথায়? ওঃ আর কি, এ যোগেশ্বরীরই মহিমা। যা হউক, এ আবার কি অনর্থ উপস্থিত? প্রভূত বিস্ময়ে পূর্ব্বব্যাপার বিস্মৃত করিল, অভিনব শঙ্কাঙ্কুরে হৃদয় জর্জ্জরিত হইল, যুগপৎ আনন্দ, শোক, মোহ প্রভৃতিতে মনঃ অব্যবস্থিত হইল। এই কান্তারে স্ববর্গের সহিত ভগবতী, মালতীর অন্বেষণ করিতেছেন; এখন যাইয়া তাঁহার নিকট এই বৃত্তান্ত বলি, এই ভাবিয়া তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

মালতী মাধব।

দশম অঙ্ক।

এ দিকে ঐ সময়ে কামন্দকী, মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা তিন জনে মিলিয়া নানা স্থান অনুসন্ধান করিলেন; কোন খানেই কিছু সন্ধান পাইলেন না। তখন কামন্দকী সজল লোচনে বলিলেন, হা বৎসে মালতি! তুমি আমার অঙ্কভূষণ, এক্ষণে কোথায় আছ, প্রত্যুত্তর দাও। জন্মাবধি তোমার সেই সকল বিশেষ বিশেষ কর্ম্ম ও সেই সকল সুমধুর প্রিয় বচন স্মরণ করিয়া আমার দেহ দগ্ধ ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। হে পুত্রি! আহা, যাহার হাস্য রোদন অনিয়ত, যাহা কতিপয় দন্ত কলিকায় বিরাজিত এবং যাহা অর্দ্ধস্ফুট, অসম্বন্ধ মৃদু বচনে সুশোভন তোমার সেই শিশুকালের মুখকমল মনে পড়িতেছে! মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা আকাশ লক্ষ্য করিয়া অশ্রুমুখে কহিল, হা প্রসন্নচন্দ্রমুখি প্রিয়সখি! কোথায় গমন করিলে! তুমি একাকিনী, না জানি, তোমার কুসুমসুকুমার শরীরের কি দুর্ব্বিপাক ঘটিল! হে মহাভাগ মাধব! তোমার জীবলোকের মহোৎসব এককালে অস্ত হইল। কামন্দকী এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন, হা বৎস

মাধব! মকরন্দ! তোমাদিগের যেমন নবানুরাগ, তাহার সমুচিত সংঘটনা হইয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নিয়তি-বাত্যা আসিয়া সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিল। হে হতাশ বজ্রময় হৃদয়! তুমি কি নৃশংস! এই বলিয়া লবঙ্গিকা বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিয়া পড়িল। মদয়ন্তিকা প্রবোধ দিতে আরম্ভ করিলে, কহিল, সখি! আমি কি করি, এত যাতনাতেও যখন বাহির হইল না, তখন বুঝিলাম আমার প্রাণ দৃঢ় ও বজ্রময় ও আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। কামন্দকী এই বলিয়া খেদ করিতে লাগিলেন, বৎসে মালতি! লবঙ্গিকা তোমার আজন্মসহচরী ও প্রণয়পাত্র, এক্ষণে তোমার শোকে জীবন বিসর্জন করে, এখনও কেন এ দুঃখিনীকে অনুকম্পা করিলে না! যেমন উজ্জ্বল দীপবর্ত্তি আলোকশূন্য হইয়া মলিনমুখী হইয়া থাকে, শোভা পায় না; তেমনি লবঙ্গিকা তোমার অভাবে মলিন ও বিবর্ণা, তাহার সে শোভা নাই। হা অকরুণে! কেমন করিয়াই বা কামন্দকীকে পরিত্যাগ করিলে? আমার চীর-বসনে তোমার তনু কতই মার্জ্জিত হইয়াছে। হে সুমুখি! স্তন্যত্যাগ প্রভৃতি তোমাকে কৃত্রিম পুত্তলিকার মত ক্রীড়া শিখাইয়াছি, বিনীত করিয়াছি এবং লালন পালন করিয়াছি; অনন্তর লোকোত্তরগুণসম্পন্ন বরে প্রদান করিয়াছি। মাতার অপেক্ষাও আমাকে অধিক স্নেহ করিতে, এখন এই কি তাহার উচিত কর্ম্ম? হে চন্দ্রমুখি! আমার বড় আশা, তোমার তনয় ক্রোড়ে বসিয়া স্তন পান করিবে, আমি তাহার অকারণস্মিত মনোহর মুখচন্দ্র দেখিয়া জন্ম

সার্থক করিব। কিন্তু আমার কেমন ভাগ্য, সে আশার মূলোচ্ছেদ হইল। লবঙ্গিকা বলিল, ভগবতি! প্রসন্ন হউন, আজ্ঞা করুন, আমি আর ভারভূত জীবন বহনে সমর্থ নই, ঐ গিরিশিখর হইতে পতন পূর্ব্বক মরণ সুখ সম্ভোগ করি। আর অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন জন্মজন্মান্তরেও সেই প্রিয়সখীর দেখা পাই। তিনি বলিলেন, ও লবঙ্গিকে! আমাদিগের উভয়েরই শোকাবেগ সমান। মালতীবিয়োগশোকে যে কামন্দকী আর জীবিত থাকিবে, ইহা মনেও করিও না। পরকালে লোকের গতি স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে ভিন্ন, তাহাতে পুনরায় স্বজনসঙ্গম দুর্ঘট বটে, কিন্তু প্রাণ পরিত্যাগে সন্তাপশান্তি হয়, এইই পরম লাভ। তাঁহার এই সময়োচিত যুক্তি শ্রবণে সকলে যে আজ্ঞা বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। মদয়ন্তিকাকে পুরোবর্ত্তিনী দেখিয়া লবঙ্গিকা প্রবোধ দিয়া বলিলেন, সখি! তুমি এই আত্মহত্যারূপ বিষম ব্যাপার হইতে বিরত হও। আর আমাদিগকে যেন বিস্মৃত হইও না। তিনি কোপ করিয়া কহিলেন, যাও আমি তোমার বশ নহি। হে নাথ মকরন্দ! তোমাকে এ জন্মের মত প্রণাম! এই কথা বলিতে বলিতে সকলে মধুমতী নদীর স্রোতঃসন্নিহিত গিরিশিখরে উঠিলেন। আর প্রস্তুত কর্ম্মে বিঘ্নে কাজ নাই বলিয়া সকলে পতিত হইতে উদ্যত হইলেন।

ইত্যবসরে মকরন্দ পূর্ব্বোক্ত অদৃষ্টচর বিস্ময়কর ব্যাপার বিলোকন করিয়া, কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! এই কথা বলিতে বলিতে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং যোগিনীর

অভিজ্ঞান দর্শনাবধি ও মাধবকে লইয়া গমন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। সকলে শুনিয়া হর্ষ ও বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে কলরব হইতে লাগিল, হায় কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! অমাত্য ভূরিবসু মালতীর অপায় শ্রবণে সাংসারিক বিষয়ে ও জীবনে বিরক্তমনা, হইয়া বহ্নিপ্রবেশ নিশ্চয় করিয়া সুবর্ণবিন্দু আসিতেছেন; কামন্দকী প্রভৃতি সকলে এই কথা শুনিয়া বিষাদে স্তব্ধ হইলেন। মদয়ন্তিকা কহিলেন, সখি লবঙ্গিকে! যেমন মালতীমাধবের দর্শনমহোৎসব, তেমনি কি বিষাদও উপস্থিত! তাঁহাদিগের পক্ষে একদা ইষ্টলাভ ও অনিষ্টপাত দুরন্ত সন্তাপগর্ভ চন্দনরসের ন্যায়, অনলস্ফুলিঙ্গযুক্ত সুধাবৃষ্টির ন্যায়, বিষবল্লীমিলিত সঞ্জীবনৌষধির ন্যায়, তিমিরসম্বলিত আলোকের ন্যায় ও বজ্রমিশ্রিত চন্দ্রকিরণের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

এদিকে সৌদামিনী মাধবকে লইয়া শ্রীপর্ব্বতে গমন ও মালতী দান পূর্ব্বক পদ্মাবতী প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, আসিতে আসিতে ভূরিবসুর অগ্নিপ্রবেশ বার্ত্তা পাইয়া অমাত্যকে আশ্বাস দিবার নিমিত্ত অমনি যোগবলে পশ্চাৎ হইতে তদভিমুখে গমন করিলেন। মালতীও আসিতে আসিতে পিতার নির্ব্বন্ধ শুনিয়া কহিতে লাগিলেন, হে তাত! ক্ষান্ত হও, আমি তোমার মুখকমল দর্শনে বড়ই উৎসুকা, আমাকে দেখা দিয়া শান্ত কর! তুমি অখিল লোকের অদ্বিতীয় মঙ্গল-প্রদীপ, আমার নিমিত্ত কেন দেহপাতে উদ্যত হইতেছ! আমি দুঃশীলা, তাই এত দিন তোমাকে

নির্দ্দয় ভাবিয়াছিলাম! এই বলিতে বলিতে মুগ্ধ হইয়া মাধবের সহিত নভোমণ্ডল হইতে অবরোহণ করত কামন্দকী সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, দেখিয়া সকলে বিস্মিত ও পুলকিত হইলেন। কামন্দকী কহিলেন, হা বৎসে! যদিই কোনরূপে পুনর্জ্জন্ম লাভ করিলে, আবার শশিকলা যেমন রাহুমুখে নিপতিত হয়, তেমনি অনর্থগ্রাসে পড়িলে। মাধব কহিলেন, হায় কি কষ্ট, কি কষ্ট! কোনরূপে প্রিয়ার প্রবাস দুঃখের অতিক্রম হইল, কিন্তু অন্যবিধ অনর্থপাতে জীবন সংশয় উপস্থিত। যিনি অবশ্যফলোন্মুখ দুরদৃষ্টের দ্বার রোধ করিতে পারেন, এ সংসারে এমত লোক কে? আকাশে গমন করুক, দিগন্তে প্রস্থান করুক বা রত্নাকরেই নিমগ্ন হউক, নিয়তি ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী থাকে। যত পার যত্ন কর বা পৌরুষ প্রকাশ কর, বা সহায়বল অবলম্বন কর, কিন্তু ভাগ্য প্রতিকূল হইলে, অভীষ্টসিদ্ধি কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। তখন যাহা চির অনুকূল, তাহাও প্রতিকূল হইয়া উঠে। বিদ্যা বল, বুদ্ধি বল, পরিশ্রম বল, সকলই অদৃষ্টের দাস। অদৃষ্টের প্রবল বেগ কখন মনুষ্য-হস্তে রুদ্ধ হইবার নহে। এইরূপে বিলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে মকরন্দ সহসা সম্মুখীন হইয়া যোগিনীর বিষয় জিজ্ঞাসিলে বলিলেন, সখে! শ্রীপর্ব্বত হইতে আমরা তাঁহার সহিত অতি দ্রুতবেগে আসিতেছিলাম, ইতিমধ্যে বনচরগণের করুণ বিলাপের পর আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। তখন কামন্দকী ও মকরন্দ তাঁহার অন্তর্দ্ধানের কারণ অনুসন্ধান করিতে

লাগিলেন। মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা অমাত্যতনয়ার মোহা-পনোদনের নিমিত্ত নানা উপায় করিতে লাগিলেন। মালতি! মালতি! বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং কামন্দকীকে কহিলেন, ভগবতি! আপনি রক্ষা করুন। প্রিয়সখীর নিঃশ্বাস রোধ হইল, ঐ দেখুন, বক্ষঃস্থল স্থির হইল। হা অমাত্য! হা প্রিয়সখি! তোমরা উভয়ে, উভয়ের অবসানের কারণ হইলে। এইরূপে সকলে হাহা-কার করত মূর্চ্ছিত হইলেন।

সৌদামিনী ভূরিবসুকে আশ্বাস দিয়া তৎক্ষণাৎ তথায় উপনীত হইয়া অমৃত বর্ষণ দ্বারা তাঁহাদিগের চৈতন্য সম্পা-দন করিলেন। তখন মাধব সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলেন, মালতী পুনরুজ্জীবিত; তাঁহার নাসা চলশ্বাসা, পয়োধর প্রসন্নমনোহর, বক্ষঃস্থল স্নিগ্ধ কোমল ও নয়ন স্বভাব-শোভন হইয়া উঠিল। মূর্চ্ছাপগমে মুখমণ্ডল, দিবা-প্রারম্ভে প্রফুল্ল কমলের ন্যায় বিরাজমান হইল। ঐ সময়ে যোগিনী আকাশমণ্ডল হইতে তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, অমাত্য ভূরিবসু, নৃপতি ও নন্দনের সপ্রণাম অনুরোধ পরিত্যাগ করিয়া তনয়াবিয়োগ শোকে হুতাশনে আত্ম-সমর্পণ করিতেছিলেন, আমি সহসা উপস্থিত হইয়া সমস্ত বিবরণ বলিয়া নিবর্ত্তিত করিলাম। তিনিও এই ব্যাপার শুনিয়া গুরুতর হর্ষ বিস্ময়ে নিমগ্ন হইলেন। শুনিবামাত্র মাধব ও মকরন্দ ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া কহিলেন, ভগবতি! আমাদিগের অদৃষ্ট প্রসন্ন, ঐ সেই যোগিনী জলদমালা বিলোড়ন করিয়া অন্তরীক্ষে আসিতেছেন।

আহা! শ্রবণ করুন, ঐ জীবিতদায়িনী ভগবতীর বচনামৃত বর্ষণ জলধরের জল বর্ষণ অপেক্ষাও সুশীতল। শুনিয়া সকলে যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন। সকল লোচনেই আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন মালতী কামন্দকীর চরণে নিপতিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে উত্থাপিত করিয়া শিরোঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, আইস বৎসে! জীবিতাধিক প্রিয়তমের জীবন দান কর, স্বজনগণকে রক্ষা কর এবং তুষারশীতল শরীরস্পর্শ দ্বারা আমাকে ও সখীদিগকে সুশীতল কর, এইরূপে মালতীকে অভিনন্দন করিতে লাগিলেন। তখন মাধব কহিলেন, সখে মকরন্দ! সংপ্রতি জীবলোক কি উপাদেয়? মদয়ন্তিকা ও লবঙ্গিকা কহিল, সখি মালতি! তোমার আলিঙ্গন লাভ পাইব, ইহা মনে ছিল না। অতএব এস আমাদিগকে আলিঙ্গন কর। এই বলিয়া পরস্পর আলিঙ্গন মহোৎসবে ব্যগ্র হইলেন। ইতিমধ্যে কামন্দকী বলিলেন, বৎস মাধব! এক্ষণে অবসর হইল, জিজ্ঞাসা করি, বৃত্তান্তটা কি বল দেখি। তিনি বলিলেন ভগবতি! কপালকুণ্ডলার কোপে আমাদিগের এই বিষম বিপত্তি ঘটে; কিন্তু ঐ আর্য্যা যোগিনীর অনুগ্রহে নিষ্কৃতি পাইয়াছি। তিনি বলিলেন, বটে বুঝিলাম, এ অঘোরঘণ্টবধের ফল। তখন মদয়ন্তিকা কহিলেন, সখি লবঙ্গিকে! বিধাতা যে বিড়ম্বনা করিয়াছিলেন, তাহা মনে করিতেও ভয় হয়। এইরূপ নানা কথা বার্ত্তা চলিতে লাগিল।

ইত্যবসরে সৌদামিনীও আকাশমার্গ হইতে অবতরণ

করিয়া কামন্দকী সমীপে গিয়া কহিলেন, ভগবতি! আমি আপনার সেই চিরন্তন শিষ্য, প্রণাম গ্রহণ করুন। পরিব্রাজিকা বলিলেন, এ কি! সৌদামিনী, এস, এস; চির দিনের পর আজি তোমাকে দেখিলাম। তুমি ভূরিবসুর জীবন দান জন্য প্রচুর পুণ্য সঞ্চয় করিলে। তোমার কার্য্যে শরীর প্রমোদিত হইয়াছে, তথাপি আলিঙ্গন দ্বারা আরও প্রমোদিত কর, আর প্রণামে প্রয়োজন নাই। তুমি দুরবগাহ ব্যাপার সকল এইরূপ অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়া জগন্মান্যা হইয়াছ, তোমার সেই পূর্ব্বপ্রণয়বীজেই আজি এ অপর্য্যাপ্ত ফল প্রসব করিল। তখন মাধব ও মকরন্দ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, ভগবতী নিয়ত যাহার গুণে পক্ষপাতিনী, ইনি কি সেই পূর্ব্বশিষ্যা সৌদামিনী? তবেত ইহাঁর কিছুই অসম্ভাবিত নয়। মালতীও কহিলেন, এই আর্য্যা সেই সময়ে ভগবতীর পক্ষপাতিনী হইয়া কপালকুণ্ডলাকে ভর্ৎসনা করেন, আমাকে স্বীয় আবাসে লইয়া গিয়া ভগবতীর সমান যত্নে রক্ষা করেন এবং অভিজ্ঞান বকুলমালা আনয়ন পূর্ব্বক পদ্মাবতী আনিয়া স্বজনগণকে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করেন, এই সেই জীবনদায়িনী সৌদামিনী। অনন্তর মাধব ও মকরন্দ কহিলেন, আ কি অনুগ্রহ! ভগবান্ চিন্তামণি অভীষ্ট সিদ্ধি করেন, কিন্তু তাহাতে চিন্তা পরিশ্রমের আবশ্যক করে; অদ্য আর্য্যা যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অনন্যকৃত ও মনোরথাতীত। সৌদামিনী তাঁহাদিগের সৌজন্যে অত্যন্ত লজ্জিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর

কহিলেন, ভগবতি! অদ্য পদ্মাবতীশ্বর নন্দনের সম্মতি লইয়া ভূরিবসুর সমক্ষে এই পত্র লিখিয়া মাধবের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই বলিয়া পত্র সমর্পণ করিলেন। কামন্দকী পত্র লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

পত্রে লিখিত ছিল;—স্বস্ত্যস্তু, মহারাজের বিজ্ঞাপন এই, তুমি অতি সৎকুলজাত, নানা গুণে অলঙ্কৃত, শ্লাঘ্য জামাতা। তোমার সমস্ত আপদ্ দূর হইয়াছে বলিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। পূর্ব্ব হইতেই মদয়ন্তিকা মকরন্দের প্রতি অতিশয় অনুরাগিণী, অদ্য আমার ও তোমার তুষ্টির নিমিত্ত, তোমার প্রিয় মিত্রকে মদয়ন্তিকা দান করিলাম। মাধব এই পত্রার্থ অবগত হইয়া, আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিলেন, তখন মালতীর মনোরথ পূর্ণ হইল; সংসার আনন্দময় বোধ হইতে লাগিল। অবলোকিতা, বুদ্ধরক্ষিতা ও কলহংস আসিয়া আনন্দে নানাবিধ নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। সকলে সকৌতুক নয়নে দেখিতে লাগিলেন। তখন লবঙ্গিকা বলিল, এমন কে আছে, যে এই সম্পূর্ণ সর্ব্বাঙ্গীন মহোৎসবে নৃত্য না করিয়া থাকিতে পারে? কামন্দকী বলিলেন, সত্য, এমন রমণীয় বিচিত্র উজ্জ্বল কাণ্ড আর কোথাও ঘটিবে?

অনন্তর সৌদামিনী কহিলেন, অমাত্য ভূরিবসু ও দেবরাতের অপত্য-সম্বন্ধ-বাসনা চির দিনের পর পরিপূর্ণ হইল। এই আর একটী পরম সুখের বিষয় বলিতে হইবে। তাঁহারা সকলে ঐ কথার গূঢ়তত্ত্ব শ্রবণে কৌতুকী হইলে,

কামন্দকী বলিলেন, নন্দন যখন প্রসন্ন-চিত্তে মদয়ন্তিকা দান করিয়াছেন ও মালতীকে মাধবানুরাগিণী দেখিয়া যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন আমরা সর্ব্বতোভাবে নিঃশঙ্ক হইয়াছি। এক্ষণে পূর্ব্ব কথা বলি শ্রবণ কর। আমাদিগের পঠদ্দশাতে এই সৌদামিনীর সমক্ষে, ভূরিবসু ও দেবরাতের এই প্রতিজ্ঞা হয়, যে উত্তর কালে আমাদিগের অবশ্যই কোন অপত্য-সম্বন্ধ করিতে হইবে। প্রধান সুহৃদ নন্দনের কোপশান্তির নিমিত্ত এত দিন ঐ কথা গোপনে রাখিয়াছিলাম। তাঁহারা শুনিয়া কামন্দকীর সম্বরণগুণ ও অবিচলিত নীতি-কৌশলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে শত শত বার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অনন্তর পরিব্রাজিকা বলিলেন, বৎস মাধব! পূর্ব্বে মনোরথ মাত্রে তোমাদিগের যে কল্যাণ সংকল্প করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোমার পুণ্যবল ও আমার দুই শিষ্যার প্রযত্ন দ্বারা তাহা সফল হইল, তোমার বয়স্যের অভিলষিত প্রিয়া-সমাগম লাভ হইল এবং রাজা ও নন্দন কেহই অসন্তুষ্ট হইলেন না। ইহা অপেক্ষা আর কি শুভাবহ ব্যাপার আছে, বল? মাধব শুনিয়া অতি মাত্র প্রীত হইলেন ও তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রাজা, নন্দন ও অমাত্য ভূরিবসু আসিয়া তাহাদিগের অভিনন্দন করিলেন এবং সমুচিত যত্ন ও সাদরে মহা সমারোহে স্ব স্ব ভবনে লইয়া গেলেন। মাধব ও মকরন্দ কিছু দিন শ্বশুরালয়ে থাকিয়া অভিমত সুখ সম্ভোগে কাল যাপন করত অভীষ্ট বিদ্যাধ্যয়ন সমা-

ধান করিলেন। পরিশেষে পদ্মাবতীশ্বর, নন্দন ও ভূরিবসু তিন জনের আদেশ লইয়া কামন্দকীর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক নিজ নিজ বধূ সমভিব্যাহারে স্বদেশে উপনীত হইলেন। বিদর্ভ-রাজমন্ত্রী বহু দিনের পর বধূ সমবেত পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া পরম সুখী হইলেন ও নানা মহোৎসব করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেবরাত ও ভূরিবসুর অভীষ্টসিদ্ধি হইল এবং মাধব ও মকরন্দ পরম সুখে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।